আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা

প্রথম ভাগ

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

ও

(শাস্ত্রের মন্ত্রভাগ) সঙ্কলিত।

প্রকাশক ঃ— শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

সাং সালেপুর, পোঃ আঃ বারুইপুর,

জেলা ২৪ পরগণা।

খৃষ্টাব্দ ১৯৩৬, সন ১৩৪৩ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

জ্যোতিষী, তান্ত্রিক ও জীবনবীমা-বিশেষজ্ঞ

সাং সালেপুর, পোঃ আঃ বারুইপুর,

জেলা ২৪ পরগণা।

উড্ডীশ শাস্ত্র আদি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। আত্মরক্ষার্থে যাঁহারা উহা পাইতে ইচ্ছা করেন, পত্রপাঠ অগ্রিম ১৲ এক টাকা পাঠাইয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—জ্যোতিষী
সাং সালেপুর, পোঃ আঃ বারুইপুর,
জেলা ২৪ পরগণা।

১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, নিউ-শ্রীরাম প্রেস,
হইতে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।

ওঁ

উৎসর্গ পত্র।

যাঁহাদের কৃপায় শরীরাদি সমুদয় দেয় বস্তুই লাভ করিয়াছি, যাঁহাদের অন্নদানে, অশন বসনাদি প্রদানে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পুষ্ট হইতেছে,

যাঁহারা অধ্যয়ন, এবং লোকাচারাদি প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যাঁহারা আমার স্বর্গ, ধর্ম্ম, তপস্যা, ভরণকর্ত্তা, পোষণকর্ত্তা এবং রক্ষাকর্ত্তা,

যাঁহারা যারপর নাই ক্লেশগ্রস্ত হইলেও কখনই পুত্রকে পরিত্যাগ করেন না,

যাঁহাদের সমান তাপনাশের স্থান, গতি, পরিত্রাণ ও প্রিয় বস্তু আর নাই,

মদীয় সেই পরমারাধ্য পিতামাতার শ্রীশ্রীচরণ—কমলে
আমার সামান্য সাধনার ভক্তি অর্ঘ্য
"আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা"
উৎসর্গ করিলাম। ইতি—

সেবক
শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

নিবেদন।

জনসাধারণ বা প্রজাসাধারণের স্বাস্থ্যই রাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান সম্পদ, ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় সুবিধাবাদীগণ সেই সম্পদ হরণ করিয়া প্রজাসাধারণ এবং রাজশক্তি উভয়কেই দিন দিন কিরূপ পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছেন তাহাই দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। অবশ্য জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে এবং রাজ-শক্তি বর্ত্তমানে পরোক্ষভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন।

প্রকৃত বিদ্যা (শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা) শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা আনয়নের জন্য হিন্দুজাতির অভ্যন্তরে এক অবিশ্রান্ত ধ্বংসলীলা চলিতেছে, (মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত) ইহা কেহ চিন্তা করিয়াও দেখেন না। অধিকন্তু আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা বিন্যাসাদিতে অসমতা, একদেশদর্শিতা, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতির জন্য আমাদের মধ্যে আত্মধ্বংসী মনোবৃত্তি সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিবার ফলে হিংসা, দ্বেষ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে ছিন্নমস্তার অভিনয় চলিতেছে। যে সময় হইতে আমরা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব কেবল-মাত্র সেই সময় হইতেই রাষ্ট্রনীতি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া—বহির্ম্মুখীন না হইয়া আমরা নিজেদের (প্রকৃত শিক্ষা-সংক্রান্তব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক অসমতা প্রভৃতি) আভ্যন্তরিক ব্যাপারেই নিয়োজিত করিব এবং তখন হইতেই জনসাধারণ রাজানুগত হইতে অভিলাষী হইয়া প্রকৃত রাজভক্ত

বলিয়া পরিগণিত হইতে সমর্থ হইবে—ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়।

ইহাতে সামাজিক এবং ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রভৃতি ব্যাপারে বহু নূতন তথ্য, নূতন ভাব, নূতন আলোক, নূতন আশা, ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায়, জাতি ও ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী প্রভৃতি জটিল সমস্যা সমূহের সমাধানের প্রকৃত প্রচেষ্টার বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির অন্তর তীব্রতর জ্ঞানালোকে ভাস্বর বা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেই তাঁহারা নিজেদের সম্পূর্ণ সত্তা বা স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

সার্ব্বজনীন হিতের জন্য মনের ভাবনা রাখিয়া ঢাকিয়া স্পষ্টাস্পষ্টি যাঁহারা মুখের ভাষায় প্রকাশ করেন, সুবিধাবাদীগণের নিকট তাঁহারাই হন অপ্রিয়, এই সুবিধাবাদীগণের জন্যই সমাজে তাঁহাদের স্থান বা ঠাঁই নাই। এই নিবেদক যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন তাহা সরল অন্তঃকরণে রাজশক্তি এবং জনসাধারণকে নিবেদন করিতেছেন। তজ্জন্য যে সমস্ত ভুল ত্রুটি বর্ত্তিয়াছে তাহা সংশোধনের জন্য সকলের নিকট হইতে প্রকৃত পরামর্শ পাইবার প্রত্যাশা এই নিবেদক করিতে পারেন কি?

যে সংকল্প করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি, জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে উত্তম স্বাস্থ্যসম্পন্ন এবং দীর্ঘায়ু বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও সুবিধাবাদীগণের কোপে পতিত হইলে তাহা কার্য্যে

পরিণত করা এই ক্ষুদ্র নিবেদকের একার পক্ষে অসম্ভব হইতে পারে। যাঁহাদিগকে আপনার লোক বলিয়া বিবেচনা করিতাম এবং করি তাঁহাদের অনেকেই পুস্তক সঙ্কলন প্রভৃতি কার্য্যে বিরুদ্ধতাচরণ করিয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও করিতেছেন। যদিও "আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা" সম্বন্ধে অতি আবশ্যকীয় ও জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বিবৃত করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি তথাপি এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে কাহারও কোন সাহায্য না পাওয়ায় এবং এই নিবেদকের বক্তব্য বিষয় সকল পূর্ব্বে ছাপাইবার ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিলে কেবলমাত্র সেই সমস্ত কাগজপত্র অপহৃত হওয়ায় সকল বিষয় পুনঃ যথাযথ সন্নিবেশ পূর্ব্বক ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে না পারায় একই বিষয় কোথাও কোথাও বিভিন্ন স্থানে বিবৃত হইয়াছে, কোন স্থানে মানব শরীরের উপর বিভিন্ন মন্ত্রের বিভিন্ন ফলাফলের বিষয় সম্পূর্ণ উল্লেখ করিবার অবসর মিলে নাই, কিম্বা কোন স্থানে মন্ত্রের বর্ণিত ফলাফলের কিছু পার্থক্য ঘটিতে পারে, আবার কোন কোন স্থানে সামাজিক ব্যাপার, শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার বিভিন্ন তথ্য, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় বিভিন্ন ভাবে বা পৃথকরূপে অবতারণা না করিয়া যত্রতত্র আলোচনাদি করার ফলে বহু ভুলত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে। তজ্জন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করি। পরিশেষে বক্তব্য জনসাধারণকে বুঝাইয়া সতর্ক করিবার জন্যই উড্ডীশাদি শাস্ত্র হইতে বহু মন্ত্র, বচনাদি (মন্ত্রঅংশ বা মন্ত্রভাগ) ইচ্ছাপূর্ব্বক উদ্ধৃত করিয়াছি; মন্ত্রের প্রকৃত

অর্থ তাহার ফলফলাদি বহু স্থানে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে—যাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই বিশদ বিবৃতি কাহারও অনুকরণ করিবার ক্ষমতা রহিল না। সকলের সাহায্য পাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণ আরও বিশদ, পরিবর্দ্ধিত ও নির্দ্দোষ করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইব। ইতি—

গ্রাম সালেপুর,
পোঃ বারুইপুর, জেঃ—২৪
পরগণা, ১৪ই ফাল্গুন,
১৩৪২ সাল।

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা।

প্রথম ভাগ।

দেশবাসীর উত্তরোত্তর বিবর্দ্ধমান ভগ্নস্বাস্থ্য, বেরীবেরী, টাইফয়েড, মেনিনজাইটিস্ , ঝিন্‌ঝিনে, হার্টফেল, থাইসিস্, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগে অকালমৃত্যু, শিশুমৃত্যু, হিন্দুগণের সংখ্যা হ্রাস প্রভৃতির জন্য বাঙ্গালার নানা স্থানের দূষিত জলবায়ু, খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে বিচারের দোষ, দরিদ্রতা, মশকদংশন কুচরিপানার বংশ বৃদ্ধি শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চার অভাব, শিক্ষা বিভাগের দোষ, পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষ, করপোরেশনের জলবিভাগ ও ড্রেনেজ বিভাগের দোষ, ভেজাল খাদ্য, সেচ বিভাগের সংস্কারাদির অভাব, সহর বাস প্রভৃতি দোষ, জনসাধারণ এবং গভর্ণমেণ্টের স্কন্ধে চাপাইয়া এবং নিজেরাও যথাসাধ্য নানা অনুমান, নানাযুক্তি, নানা পরামর্শ উপদেশাদি বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া দেশবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টিত। তথাপি দেশবাসীর স্বাস্থ্য উত্তরোত্তর উপরোক্ত রোগে এবং নিত্য নূতন অন্যান্য রোগে ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে, এবং অনেকে হঠাৎ অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশবাসীর বর্ত্তমান অসহায় অবস্থার বিষয় অবহিত করাইয়া সকলকে সাবধান করিবার মানসে এই নিস্ব নিবেদকের যাহা বক্তব্য তাহা ক্ষুদ্র পুস্তিকার সাহায্যে সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমে আকৃষ্ট করিয়াছিলাম এবং বিনামূল্যে জনসাধারণের মধ্যে যথাশক্তি প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম কিন্তু দেশবাসীর দৃষ্টি এ বিষয়ে বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না—তাহার প্রধান কারণ লেখকের নামের পশ্চাতে ডিক্রীর অভাব, বিনামূল্যে পুস্তিকা বিতরণের ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের হিতের বিরুদ্ধে স্বার্থদ্বেষী সুবিধাবাদীগণের প্রচেষ্টা। তজ্জন্য এই পুনরুদ্যম।

রামকৃষ্ণপরমহংস, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, আশুতোষ, কেশব চন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সমন্বয় সাধক, ত্যাগবীর, মহাপ্রাণ, মহাবীর, মহাকবি, বিদ্যোৎসাহী, মনিষী, চিন্তাশীল, লোকহিতব্রতী, দেশগতপ্রাণ, বিজ্ঞানাচার্য্য প্রভৃতি দিকপালগণের সাধের বাঙ্গালার বর্ত্তমান শোচনীয় দুরবস্থার কারণ কি ?

কোনও ব্যক্তি, শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষকে হেয় বা তাঁহাদের কোন প্রকার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য লেখকের কোন উদ্দেশ্য নাই, তবে সার্ব্বজনীন (জনসাধারণের) মঙ্গল এবং রাজশক্তির পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বক্তব্য শেষ করিব। তজ্জন্য জনসাধারণ এবং গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি বিশেষরূপ আকৃষ্ট

করিতে ইচ্ছা করি। ইহার লিখিত বিষয় সম্বন্ধে সকলের সাবধান হওয়া উচিত কি না তাহা বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিয়া সকলে আত্মরক্ষায় সবিশেষ যত্নবান হইবেন, ইহাই প্রার্থনা।

বৈদিকযুগে রাজশক্তি ব্রাহ্মণ্যশক্তির অধীন ছিল—ব্রাহ্মণ্য শক্তির অঙ্গুলি হেলনে রাজশক্তি চালিত হইত, জনশক্তি তখন জাগ্রত ছিল না।

কিন্তু রাজশক্তির পুষ্টি প্রজাসাধারণের মঙ্গলের উপরই নির্ভর করে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ—দেশবাসী যদি ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, থাইসিস্, কুষ্ঠ, বেরীবেরী, টাইফয়েড্, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবন্মৃত হইয়া কালাতিপাত করে এবং বিভিন্ন রোগে অনেকে অকালে শমন-সদনে প্রেরিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের শারীরিক অক্ষমতার জন্য কৃষিকার্য্যাদির হানি এবং প্রজাক্ষয়হেতু রাজার রাজস্বেরও হানি বা ক্ষতি হইয়া থাকে। প্রজার স্বার্থে রাজার স্বার্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিষয় ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ব্রাহ্মণ্যশক্তি চিরকাল প্রভুত্ব প্রয়াসী বলিয়া (বিদ্বানের নিকট প্রভুত্বই ধর্ম্ম—'মহাভারত') ইহা রাজশক্তি এবং জনশক্তি উভয় শক্তিরই প্রতিকূল—ভারত ইতিহাস ইহার জাজ্বল্য প্রমাণ। ব্রাহ্মণ্যশক্তি সকলের উপর অর্থাৎ রাজশক্তি এবং জনসাধারণের (প্রজাশক্তির) উপর সদা প্রভুত্ব করিতে চান।

জনসাধারণের শিক্ষার উন্নতি হইলে, তাহাদের (জনসাধারণের) মধ্যে শিক্ষিত, ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হইলে, দেশে কলকব্জা, শিল্প বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, বাড়ী (অট্টালিকা), গাড়ী, রাস্তা, ঘাট, জলাশয়, কৃষি প্রভৃতির দ্বারা আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হইলে—অর্থাৎ জনসাধারণের সুখ শান্তি বৃদ্ধি হইলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, জনসাধারণকে নিজেদের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে—নিজেদের অঙ্গুলি হেলনে চালিত করিতে, বর্ত্তমানে মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণ সক্ষম হইবেন না। তাহা হইলে সমাজে প্রভুত্ব লাভে তাঁহারা বাধা প্রাপ্ত হইবেন। বর্ত্তমানে সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সকল সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে এরূপ অন্যায় প্রভুত্ব প্রয়াসী ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না। তজ্জন্য যাঁহারা অপরের প্রতি অনিষ্ট পূর্ব্বক অন্যায় প্রভুত্ব প্রয়াসী তাঁহাদিগকে "সুবিধাবাদী" এই আখ্যায় অভিহিত করিব। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ হেতু—শিশু মৃত্যু, প্রসূতি মৃত্যু, অকাল মৃত্যু, প্রভৃতি দিকে দিকে ক্রমশঃ সংঘটিত হইতেছে কিনা, দেশের রোগ, শোক এবং তজ্জনিত শারীরিক দুর্ব্বলতা, দরিদ্রতা প্রভৃতি এই সুবিধাবাদীগণের অভ্যুদয়েরই কারণ কি না—হে রাজশক্তি, হে জনসাধারণ আপনারা তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইয়াছেন কি? ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি যে কোন্ প্রবল এবং প্রধান সমস্যাটী ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাদের অস্থি মজ্জা তীক্ষ্ণ দন্তে চর্ব্বণ করিতেছে?

প্রতীচ্যে কোথাও সাম্যবাদ, কোথাও ফ্যাসিষ্ট আন্দোলন,

কোথাও কমিউনিষ্ট আন্দোলন চলিতেছে, পরন্তু ভারতে সুবিধাবাদীগণের কূট কৌশলজাল প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে যাহার প্রভাবে জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে এবং রাজ-শক্তি পরোক্ষভাবে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, তজ্জন্য কেবল-মাত্র যুব আন্দোলনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে রাজশক্তি ভুল করিবেন বলিয়াই মনে হয়।

ছিল একদিন—যখন ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত অদ্যকার মত সংশ্রবে আসিতে হইত না,—অন্যান্য জাতির সহিত আমাদের ভাবের আদান প্রদান হইবার অবসর ছিল না এবং বহির্জগতের (বহির্ভারতের) সহিত আমাদের সর্ব্বক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হইতে হইত না; তজ্জন্য তৎকালে সামাজিক ব্যবস্থা বিন্যাসে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, শিক্ষায়, দীক্ষায় প্রভৃতিতে সমাজের শাসনের জন্য নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা, প্রভূত ভেদনীতি, সঙ্কীর্ণতা, কুসংস্কারাদির প্রয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু ইংরাজ রাজের সংস্পর্শে আসিয়া এই কল-কব্জা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে ভারতবাসীকে বহু বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে আজ বহির্জগতের সহিত সংশ্রবে আসিতে হইয়াছে এবং বহুক্ষেত্রে বিদেশীগণের সহিত প্রতিযোগিতার ফলে ভারতবাসীকে ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইতে হইতেছে এবং অন্যান্য বহু দেশ থাকিতে ভারতবর্ষের প্রতিই অন্যান্য জাতিসমূহের লোলুপ দৃষ্টি বর্ত্তমান। এমত অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি? এই কল-কব্জা, জ্ঞান-

বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষায় দীক্ষায়, সামাজিক ব্যবস্থা বিন্যাস প্রভৃতি সর্ব্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা, কূপমণ্ডূকতা, সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি প্রভৃতি পরিহার না করিলে স্বদেশ এবং বিদেশের অন্যান্য জাতির নিকট হিন্দুদিগের সর্ব্বক্ষেত্রেই মুলতুবী পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে না কি? বিভিন্ন ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির ন্যায় হিন্দুগণ তাঁহাদিগের প্রচণ্ড কর্ম্মপ্রেরণা জাগ্রত করিতে সক্ষম হইবেন কি? সুবিধাবাদীগণ নিজেদের —শব্দরূপ ব্রহ্মের একমাত্র সাধক বিশেষতঃ উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রের একমাত্র অভিজ্ঞ সম্প্রদায় ভাবিয়া নিজ শ্রেণী বা সাম্প্রদায়ের মধ্যে মাত্র কয়েকটী ব্যক্তির ভবিষ্যৎ আশায় উৎফুল্ল হইয়া, সাম্প্রদায়িক উগ্রতায় নিজেদের বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া আমরা কি মৃত্যুই ডাকিয়া আনিতেছি না? আমাদের দৃষ্টি ও বুদ্ধি যদি সংরুদ্ধ ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে আমাদের সমগ্রতাকে উপলব্ধি করিবার বুদ্ধি ও শক্তি জাগরিত হইবে না। হীন সাম্প্রদায়িকতার ফলে আমাদের সর্ব্বনাশ কতদূর বিসর্পিত হইয়া উঠিয়াছে তাহার সুস্পষ্ট ধারণা করিবার শক্তি আমাদের লোপ পাইতে বসিয়াছে কিনা তাহা ভালরূপ বিচার করিয়া দেখিতে সকলকে অনুরোধ করি।

সাম্প্রদায়িকতাই বাঙ্গালীর দুরবস্থার কারণ। সাম্প্রদায়িকতাই হিন্দুদিগের মারাত্মক ব্যাধি। প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষায় অর্থাৎ শব্দরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা,

সামাজিক ব্যবস্থা বিন্যাস প্রভৃতি সর্ব্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুদিগের যত অনিষ্টের দুরবস্থার কারণ। সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতাই প্রধানতঃ হিন্দুদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থার মূল কারণ।

জনৈক শিক্ষিত মানব তাঁহার অশিক্ষিত ভৃত্যের হাতে এক খণ্ড পত্র দিয়া বলিলেন—"এই পত্রটী তোর মাঠাকুরুণকে দিবি—পরে তিনি যে দ্রব্যটী তোকে দিবেন তাহা আনিয়া আমাকে দিবি।" মনিবের আদেশ পাইয়া ভৃত্য তাহার মাঠাকুরুণের নিকট যাইয়া পত্রটী দিল—পরে মাঠাকুরুণ পত্রটী পড়িয়া দেখিবার পর যে দ্রব্যটী তাঁহার ভৃত্যকে দিলেন, ভৃত্য তাহা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহার মনিবকে দিল। ভৃত্য কিন্তু বিস্ময়াবিষ্ট রহিল—সে ভাবিতে লাগিল—মাঠাকুরুণকে কিছু বলা হইল না,—তথাপি তিনি কি প্রকারে কেবলমাত্র কাগজটী দেখিয়া তাহার মনিবের আবশ্যকীয় বস্তুটী ভৃত্যের হস্তে পাঠাইয়া দিলেন।—তখন তাহার নিকট ঐ কাগজটী ম্যাজিক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছিল, কিন্তু ভৃত্য যখন লেখাপড়া শিখিল তখন সে ঐ কাগজটীর মধ্যে কোন প্রকার ম্যাজিক বা অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে বলিয়া ভাবিল না—উহা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়াই তখন তাহার নিকট প্রতিপন্ন হইল। সেইরূপ শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে—বিশেষতঃ উড্ডীশাদি শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ভীষণ আভিচারিক ক্রিয়ার

প্রভাবে দেশ মধ্যে যে রোগ, অকালমৃত্যু, দরিদ্রতা, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে তাহা অনভিজ্ঞ জনসাধারণ বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায় মনোযোগী হইবেন তখন শব্দরূপ ব্রহ্ম বা মন্ত্রের প্রভাবে এরূপ অনিষ্টজনক ব্যাপার সহজ সাধ্য এবং অতি স্বাভাবিক বলিয়াই তাঁহাদের বোধ হইবে। জনসাধারণ শব্দরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যায় অজ্ঞ বলিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিগণের অকাল মৃত্যুতে তাঁহাদের অনন্যসাধারণ অবদানের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে কেবলমাত্র শ্রদ্ধার অর্ঘ অর্পণ করিয়াই ক্ষান্ত হন—অকাল মৃত্যু রোধের জন্য শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার অবাধ প্রচলন করিয়া বিশেষতঃ উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রের বিষয় সম্যক অবহিত হইবার চেষ্টা করিয়া প্রকৃত উপায় অবলম্বন করিতে (সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত) কাহাকেও দেখিতে পাই না।

উড্ডীশ শাস্ত্রোক্ত একই ক্রিয়ার পর ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা কি প্রকারে নিজ ইচ্ছামত বিভিন্ন রোগের (ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, থাইসিস, বেরীবেরী, কুষ্ঠ, হার্টফেল, মেহ, বহুমূত্র, কলেরা, ঝিনঝিনে, বসন্ত, মেনিন্‌জাইটিস্, টাইফয়েড, প্লুরিসি প্রভৃতি নিত্য নূতন রোগের) সৃষ্টি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সকলকে সাবধান হইতে অনুরোধ করি। সদ্য নিপাতন মহা-কাল মন্ত্রদ্বারা অভমন্ত্রিত অস্থি বা দূষিত কাষ্ঠ (যাহা কীলকশল্য নামে অভিহিত হয়) ভূমিতে স্থাপন করিয়া (প্রোথিত করিয়া) বিভিন্ন বীজ মন্ত্রের দ্বারা নিজ

ইচ্ছামত বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করা যাইতে পারে—তাহা অবগতির জন্য, বিশেষতঃ আত্মরক্ষায় সাবধান হইবার জন্য অতি ভীষণ মারাত্মক বিভিন্ন (আভিচারিক) মারণ শাস্ত্রের বিশেষতঃ উড্ডীশ শাস্ত্রের প্রতি দেশবাসীর এবং গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করি। সর্ব্বত্র যেরূপ অকাল-মৃত্যুর তাণ্ডব-লীলা চলিতেছে তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় না কি যে উড্ডীশ শাস্ত্রোক্ত সয়তানি সাধনার গুপ্তলীলা সুবিধাবাদী-গণের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই বহুল পরিমাণে বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং দিন দিন ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে। জনসাধারণকে সাবধান করিতে হইলে একজনের পক্ষে এই প্রকার কার্য্যে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নহে, কারণ ইহার প্রচারে সুবিধাবাদীগণের স্বার্থে আঘাত লাগিতেছে ইহা বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের (সুবিধাবাদীগণের) সঙ্ঘবদ্ধ কোপে পতিত হইয়া মুহূর্ত্তে শমন-সদনে প্রেরিত হইতে বাধ্য হইব। ইহা একজনের ক্ষুদ্র শক্তির কাজ নহে। তজ্জন্য দিকে দিকে সাড়া দিতে হইব। সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হইবে না—একপক্ষে দেশের জলবায়ু, ভেজাল খাদ্য, সহর-বাস, খাদ্য গ্রহণে বিচারের দোষ, মশক দংশন, কচুরিপানার বংশবৃদ্ধি, শারীরিক ব্যায়াম চর্চ্চার অভাব, শিক্ষা বিভাগের দোষ, পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষ, সেচবিভাগের সংস্কারাদির অভাব, রাজনৈতিক অধীনতা প্রভৃতি কারণ এবং অন্যপক্ষে সুবিধা-

বাদীগণের সয়তানি সাধনা বা আভিচারিক ক্রিয়া—ইহাদের মধ্যে কোনটী আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে ও করিতেছে—মৃত্যু পথের পথিক করিয়াছে এবং করিতেছে ? যাঁহারা বলেন—পৌনে দুই শত বৎসর ইংরাজের পরাধীনতায় আমাদের দুর্দ্দিন আসিয়াছে তাঁহারা একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন যে প্রকৃত পক্ষে ইংরাজ রাজত্বে—পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের অর্থাৎ জনসাধারণের প্রকৃত চক্ষু উন্মিলীত হওয়ায় সুদিনই আসিয়াছে। পক্ষান্তরে সুবিধাবাদীগণের মাত্র (আন্দাজ) ৩৫।৩৬ বৎসর ব্যাপী উত্তরোত্তর বিবর্দ্ধমান সয়তানি সাধনা প্রভাবে (উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রোক্ত আভিচারিক ক্রিয়ার দ্বারা) জাতির দুর্দ্দিন সহস্রগুণ অধিক পরিমাণে ঘনীভূত করিয়া ফেলিয়াছে।

সকলের অবগতির জন্য উড্ডীশ শাস্ত্র হইতে মাত্র কয়েকটী বচন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—"...উড্ডীশং যো ন জানাতি স রুষ্টঃ কিং করিষ্যতি। অপি মেরুশ্চলত্যেব সাগরৈঃ প্লাবয়েন্মহীম্। সূর্য্যঞ্চ পাতয়েদ্ভূমৌ নেদং মিথ্যা ভবিষ্যতি॥ যথা ইন্দ্রস্য বজ্রং তৎ পাশশ্চ বরুণস্য চ। যমস্যাপি যথা দণ্ডো যথা শক্তির্ব্বিভাবসোঃ॥ তথৈবাপি মহাযোগাঃ প্রযুক্তাঃ শক্রনিগ্রহাঃ। অনিত্যানি চ বর্ত্তন্তে আত্মানং ঘাতয়ন্তি যে। অসন্তুষ্টেন যুক্তশ্চ প্রয়োগো নশ্যতি ধ্রুবম্।"

"ওঁ……। শাকোটককাষ্ঠময়ং কীলকং (কোন কোন স্থলে বিভিন্ন অস্থিময় কীলক) একবিংশত্যঙ্গুলং সহস্রাভিমন্ত্রিতং যস্য গৃহে নিখনেৎ তস্য সমস্তাবয়বেঽক্ষয়রোগো ভবতি। উদ্ধৃতেন মোক্ষঃ।"—"……উদ্ধৃতেন শান্তিঃ।" "……উদ্ধৃতেন সুস্থো ভবতি।" ইত্যাদি (অর্থাৎ কোন অস্থি বা দূষিত কাষ্ঠ মহাকাল মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া কাহারও বাসস্থানাদিতে প্রোথিত করিলে, সেই স্থানে যতই যাগ, যজ্ঞ, তপ, জপ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, পূজা, হোম, চণ্ডিপাঠ, ঔষধ সেবন, মাদুলি, কবচাদি ধারণ প্রভৃতি করা যাউক না কেন তাহাতে কোন প্রকার স্থায়ী শুভ ফল ফলিতে পারে না—কিন্তু ঐ স্থানে প্রোথিত মহাকাল মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত অস্থি বা কাষ্ঠময় কীলক উদ্ধার করিলে অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে তুলিয়া ফেলিলে সকল বিষয়ের শান্তি হয়, শরীর ও সুস্থ হইয়া থাকে)।

মারণ শাস্ত্রের মধ্যে উড্ডীশ শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অতি ভয়ঙ্কর—তজ্জন্য ইহার নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়াকে ব্রহ্মশাপ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। জ্বর করণম প্রক্রিয়া (রক্ত ঘটিত বা রক্ত বিকৃতির জন্য জ্বর, দেহস্থ জলবিকৃতির জন্য জ্বর, মাংস ঘটিত বা মাংসবিকৃতি জন্য জ্বর (যেমন থাইসিসের সময় যে জ্বর হয়), মেহ রোগে শুক্র ঘটিত জ্বর, অস্থি ক্ষয়জনিত কুষ্ঠ রোগে অস্থি বিকৃতি জন্য জ্বর প্রভৃতি), রুধিরাকর্ষণী বিদ্যা (মুখ, নাক, চক্ষু, মূত্রদ্বার, গুহ্য প্রভৃতি দিয়া রক্ত পড়া, যেমন নাশা, রক্ত প্রস্রাব, অর্শ প্রভৃতি), বাচাংস্তম্ভ

(যেমন ডিপ্‌থিরিয়া, নিউমনিয়া, কুঁচকি, প্লেগ, কর্ণমুল ফোলা, ইত্যাদি), অক্ষিসংচূর্ণ বিদ্যা (চক্ষু, রক্ত, মাংস, অস্থি, শুক্র প্রভৃতি চূর্ণ হইয়া যাইবার ফলে যে রোগ হয় অর্থাৎ কুষ্ঠাদি-রোগ)প্রভৃতি বহুবিধ প্রক্রিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। অস্থি কিম্বা দূষিত কাষ্ঠাদি মহাকাল মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া যদি কাহারও বাসস্থানে ভূমির নিম্নে রক্ষা করা যায় তাহা হইলে অপরের অলক্ষিতে উড্ডীশ শাস্ত্রোক্ত ভিন্ন ভিন্ন বীজমন্ত্র মহাকাল মন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া জপ করিলে ভিন্ন ভিন্ন রোগের সৃষ্টি করিয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুগ্রস্ত করা যায়। দেশের মেরুদণ্ড আপামর জনসাধারণের মরণ অভিযানে সুবিধাবাদীগণের শক্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় যে কুটিল কৌশল জাল বিন্যস্ত করা হইয়াছে এবং হইতেছে সে দিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি যদি এখনও বিশেষরূপ আকৃষ্ট না হয় তাহা হইলে রাজশক্তিকেও যে অচিরে ইহার ফলভোগ করিতে হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার সৈন্যদলকে কিছুদিন কলের চাউল ব্যবহার করানোর ফলে তাহাদের কর্ম্মশক্তি বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। এই কর্ম্মশক্তি হ্রাসের কারণ কলের চাউল কিম্বা সৈনাবাসের চতুর্দ্দিকে ভূমির মধ্যে অমঙ্গল-জনক অস্থি বা কাষ্ঠময় কীলক শল্যাদি স্থাপনের বা অকীলক শল্যাদি চালান করিবার ফল কিম্বা অন্য কোন কারণ বর্ত্তমান, তাহা গভর্ণমেণ্টকে বিশেষরূপ অনুসন্ধান

করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। তবে সরকার বাহাদুরের চক্ষু উন্মিলীত করিতে হইলে আমাদের অর্থাৎ জনসাধারণের উচিত সকল প্রকারে এবং সর্ব্ব বিষয়ে সরকার বাহাদুরের সহযোগিতা করা—কারণ আমাদের শাস্ত্রের (যে শাস্ত্র সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত) উপর, শাস্ত্রের ক্রিয়া কলাপের উপর সরকার বাহাদুরের কোন আস্থা না থাকিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহারা এ সমস্ত বিষয় একেবারে উড়াইয়া দিতে পারেন ; কারণ বিদেশীগণের মধ্যে অনেকের ধারণা যে প্রাচ্যখণ্ডের সমগ্র জ্ঞান সম্পদ পাশ্চাত্য দেশের যে কোনও গ্রন্থাগারের একটী মাত্র আলমারিতে স্থান পাইতে পারে। তথাপি মানভূম জেলার অধিবাসীগণের মধ্যে যখন ৮০ হাজার ব্যক্তি এক সময়ে বেরীবেরী রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল সেই সময়ের কথা সরকার বাহাদুরের স্মরণ করিতে অনুরোধ করি। কে জানে জনসাধারণের ন্যায় রাজার জাতিকেও অদূর ভবিষ্যতে এ প্রকার অবস্থায় পড়িতে হইবে না।

রাজশক্তি ও সুবিধাবাদীগণের শক্তি ঃ—প্রজার ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি রাজশক্তির দৃষ্টি পড়িয়া থাকে ইহাতে কিছুমাত্র বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা প্রভাবে জনসাধারণের ধন ঐশ্বর্য্য, বিষয় আশয়, স্থাবর অস্থাবর, প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট হইতেছে কি না—এমন কি স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, গবাদি গৃহপালিত পশু পর্য্যন্ত অকালে শমনসদনে

প্রেরিত হইতেছে কি না তাহা কি আপনারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? দিন দিন বাঙ্গালীর আয়ুঃক্ষয় হইতেছে,— মাত্র ৫০ বৎসর বয়স হইলেই বাঙ্গালী এক্ষণে বৃদ্ধ হয়, ৬০ বৎসর বয়স অতিক্রম করিলেই বাঙ্গালী নাকি আজ কাল দীর্ঘজীবী আখ্যা পাইয়া থাকে। হিন্দুসমাজের উচ্চস্তরেও দীর্ঘজীবী বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। জ্ঞানানুশীলনে বাঙ্গালী আজ অন্যান্য প্রদেশবাসীগণের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ, অবাঙ্গালী আসিয়া বাঙ্গালার হাট, ঘাট, মাঠ ছাইয়া ফেলিতেছে, ইহার একমাত্র কারণ বাঙ্গালীর (জনসাধারণের) সর্ব্বক্ষেত্রে দুর্ব্বলতা ;—আর এই দুর্ব্বলতার পশ্চাতে সুবিধাবাদীগণের হৃদয়হীন সয়তানি সাধনা কতখানি বর্ত্তমান তাহা কি আমরা আজও চিন্তা করিয়া দেখিব না? ইতালি, আয়রল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ এক একটী রত্ন প্রসব করিয়া ধন্য হইয়া যায়, আর আমরা বাঙ্গালী এতই হতভাগ্য যে শত শত, সহস্র সহস্র কর্ম্মী, ত্যাগবীর, মহাপ্রাণ, মনিষী, লোকহিতব্রতী, দেশগতপ্রাণ, সাধক, দিকপাল প্রভৃতি উজ্জ্বল রত্ন বঙ্গজননীর ক্রোড় আলোকিত করিলেও তাঁহাদের দীপ্তি চারিদিকে বিকীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কিসের প্রভাবে তাঁহাদের অকালে অন্তর্দ্ধান ঘটাইয়া আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যাই! এ সমস্তই কি আপনারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন? বাঙ্গালার কোন প্রচেষ্টা, কোন আন্দোলন সার্থক হইতে পারিতেছে না—কত বিরাট সম্ভাবনা উদয়াচলে অস্তমিত হইতেছে। ইহার পশ্চাতে

স্থবিধাবাদীগণের হৃদয়হীন সয়তানি প্রচেষ্টা--ছিন্নমস্তার অভিনয় রহিয়াছে কি না--হে দেশবাসী, হে তরুণসম্প্রদায়, হে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির নেতৃবর্গ আপনারা তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবার সময় পাইয়াছেন কি? হে অচলায়তন জনশক্তি আপনারা কি একবার ভাবিয়া দেখিবেন না, যে ইংরাজরাজের সংস্পর্শে আসিয়া জগতে অন্যান্য জাতির সহিত বিভিন্ন বিষয়ে সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পাইয়া এবং তাঁহাদের ভাবধারাদির সহিত পরিচিত হইবার অবসর পাইয়া আমাদিগের নিজ সামাজিক ব্যবস্থা বিন্যাস, জন্মান্তরগত অধিকার, শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা প্রভৃতিতে সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতির বিষয় অবগত হইয়া আমাদের প্রকৃত চক্ষু উন্মিলীত হইতেছে কি না? যুগ যুগ ধরিয়া আমরা নিজেদের দোষে স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিয়াছি কি না? তাহার উপর নিজেদের ঘর না সামলাইয়া স্থবিধাবাদীগণের প্ররোচনায় সরকার বাহাদুরের বিরুদ্ধতা করিয়া নিজেদের শক্তি বৃথা নষ্ট করিয়া নিজেরাই নিজেদের অনিষ্ট, অমঙ্গল সহস্রগুণ অধিক পরিমাণে ডাকিয়া আনা কি আমাদের শোভন হইয়াছে ও হইতেছে? অন্যান্য জাতির সহিত হিন্দুরা ন্যায়ানুসারে প্রাপ্য অপেক্ষা কম বা বেশী অধিকার বা নির্ব্বাচন ক্ষমতা পাক বা নাই পাক স্থবিধাবাদীগণের তাহাতে ক্ষতি বা লাভ হইতে পারে কিন্তু অজ্ঞ জনসাধারণের তাহাতে কিছু আসিয়া যায় কি—যদি দেশের মেরুদণ্ড অজ্ঞ জনসাধারণ সর্ব্ব প্রথমে তাহাদের নিজেদের

(শব্দরূপব্রহ্মবিদ্যা) শিক্ষা এবং সমাজসংক্রান্ত আভ্যন্তরিক অধিকার না পায়? তাহারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে বরং সুবিধাবাদীগণের রাজত্বে তাহাদের (আপামর জনসাধারণের) তিমির আরও ঘনীভূত হইয়া আসিবে,—তবে বৃথা রাজরোষে পড়িয়া আমাদের কি লাভ? কিন্তু সুবিধাবাদীগণ শব্দরূপব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া,—কর্ম্মশক্তির মূল উৎস আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হইয়া এবং সামাজিক সকল প্রকারের অধিকার পাইয়া দিন দিন সঙ্ঘবদ্ধভাবে উন্নতশীর্ষ এবং প্রসারিত বক্ষ হইয়া জগতের সম্মুখে বিরাজ করিতে থাকিবেন। ব্যাধিপীড়িত অক্ষম ব্যক্তি, শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির নিকট রাজনৈতিক অধিকার নিষ্ফল।

সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা প্রভাবে বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির উপযুক্ত ব্যক্তিগণের অকালমৃত্যু ঘটিতে থাকা কালীন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা Communal award শিরোধার্য্য করিয়া না লইলে জনসাধারণেরই সমূহ ক্ষতি—কারণ উপযুক্ততা হিসাবে সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনার নিকট জনসাধারণ প্রতিযোগিতা করিতে—দাঁড়াইতে বা টিকিতেই পারে না। তজ্জন্য সামাজিক যে কোন কার্য্য করিতে যাইবার পূর্ব্বে দেশের মেরুদণ্ড আপামর জনসাধারণকে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে সেইরূপ কার্য্যে সকলের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য সুবিধাবাদীগণ কূট-কৌশল জাল বিস্তার করিয়াছেন কি না? ইহা বিশেষরূপ বিচার করিয়া দেখিবার পর নিজেদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা উচিত।

মনিষীব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন—"কোন কার্য্যে জয়লাভ করিলে লোকে সাফল্যের অংশ ভোগ করিয়া থাকে, যে সকল নীরব সাধকগণের সাধনার ফলে বিশ্বের মঙ্গল সাধিত হয় তাহার মঙ্গলজনক প্রভাব কোন ব্যক্তি বিশেষ, শ্রেণী বিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ, বা জাতি বিশেষের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে পারে না,তাহা নিখিল বিশ্বের অমূল্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত।" যদি তাহাই হয়, তবে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি শব্দরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যাশিক্ষার মঙ্গলজনক প্রভাব হইতে স্বধর্ম্মাবলম্বী জনসাধা-রণকে বঞ্চিত রাখিবার জন্য এত বিধিনিষেধের আবশ্যক কেন?

শব্দরূপব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষায় পারদর্শী না হইলে বিশেষতঃ উড্ডীশ শাস্ত্রোক্ত আভিচারিক ক্রিয়ার বিষয় অবহিত না হইলে জনসাধারণ আত্মরক্ষায় কখনই সমর্থ হইবেন না। তজ্জন্য সকলকে আত্মরক্ষায় সচেতন করিবার জন্য নিম্নে বিশেষ প্রয়ো-জনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করা হইল। এই অতি প্রয়োজনীয় অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক—কারণ কেবলমাত্র উড্ডীশ শাস্ত্র পাঠ করিয়া তাহার সম্যক মর্ম্ম অবগত হওয়া সাধারণের পক্ষে এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষেও বহু ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। পঠিত বিদ্যা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কিরূপ কার্য্যকরী হয়,—তাহা জানা একান্ত আবশ্যক।

সুবিধাবাদীগণ বলিবেন যে এই সকল বিষয় সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইলে লোকের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, ইহা

প্রচারের ফলে সমাজে অমঙ্গলই সাধিত হইবে। তদুত্তরে বলিতে চাই—জনসাধারণ সুবিধাবাদীগণের এই প্রকার সয়তানি সাধনার বিষয় অবগত না হওয়ার জন্যই দেশে এরূপ রোগ, দুর্ব্বলতা, অক্ষমতা, অকালমৃত্যু, দরিদ্রতা প্রভৃতি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। জনসাধারণ যদি এই প্রকার অনিষ্টকর প্রক্রিয়ার বিষয় পূর্ব্ব হইতে অবগত হইত তাহা হইলে আজ তাহাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইতে হইত না। সুবিধাবাদীগণ কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিয়া দিন দিন আত্মরক্ষায় সজাগ করিয়া তুলিতেছেন। যেমন লৌহের দ্বারা লৌহ ছেদন করা যায়, কাষ্ঠ দ্বারা কাষ্ঠ ছিন্ন হয়, প্রস্তর দ্বারা প্রস্তর ভেদ করা যায় সেইরূপ শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা অর্থাৎ মন্ত্র দ্বারা অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে মন্ত্রই ঐ প্রকার অনিষ্টের প্রতিরোধ করিতে পারে। সুবিধাবাদীগণ সয়তানি সাধনায় যেরূপ শব্দরূপব্রহ্মবিদ্যার সহায়তা গ্রহণ করেন, তদ্রূপ আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইলে জনসাধারণকেও শব্দরূপব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইবে। *এ বিদ্যা শিক্ষা করিতে অর্থব্যয়ের আবশ্যক হয় না।*

মনুষ্য দ্বারা মনুষ্য, জ্ঞাতি দ্বারা জ্ঞাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়; শ্রেণীর দ্বারা শ্রেণী, সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্প্রদায় এবং জাতির দ্বারা জাতিই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ মুষ্টিমেয় সুবিধা-বাদীগণের দ্বারা সমগ্র সমাজই সর্ব্ব বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে

কি না তাহা জানিতে হইলে আমাদিগকে শব্দরূপ ব্রহ্ম বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে।

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ—বর্ণ সকল উচ্চারণ করিতে কণ্ঠ, তালু, দন্ত, ওষ্ঠ প্রভৃতি কোন না কোন প্রত্যঙ্গের সাহায্য লওয়া হয়, তজ্জন্য উহারা কণ্ঠ্য (Guttural) বর্ণ. তালব্য (Palatal) বর্ণ, মূর্দ্ধন্য (cerebral) বর্ণ, দন্ত্য (dental) বর্ণ, ওষ্ঠ (labial) বর্ণ, কণ্ঠতালব্য (Polato-guttural) বর্ণ, কণ্ঠৌষ্ঠ—(labio guttural) বর্ণ, দন্তৌষ্ঠ (dento-labial) বর্ণ, আনুনাসিক (Nasal) বর্ণ, অযোগ-বাহবর্ণ, উষ্মবর্ণ অর্থাৎ বায়ু প্রধান বর্ণ, অল্প প্রাণ (unaspirated) বর্ণ কিম্বা মহাপ্রাণ (aspirated) বর্ণ প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। ইহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু কোন্ কোন্ বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি বা বীজ বা বীজ সমষ্টি বা মন্ত্র আমাদের শরীরের কোন্ কোন্ ধাতু,পদার্থ প্রভৃতির উপর আধিপত্য করে এবং তাহাদের প্রত্যেকটীর প্রকৃত অর্থ কি তাহা সকলের জানা একান্ত আবশ্যক। তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন বীজ বা মন্ত্র, তাঁহাদের আধিপত্য, ক্রিয়া প্রভৃতির বিষয় নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

মন্ত্র অংশ বা মন্ত্র ভাগ—ও তাহার বিশদ বিবৃতি ঃ—

ক = ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কন্দর্প, অগ্নি, বায়ু, শব্দ, আত্মা, মস্তক, জল, কামদেব, কৃষ্ণ, কালী, রক্ত।

ক্রীঁ = ক = কালী, র = ব্রহ্মা, ঈ = মহামায়া, ঁ = বিশ্বমাতা, ০ = দুঃখহরণ,

= মহামায়া জগজ্জননী কালী আমার দুঃখ হরণ করুন। = শর্ম্মদবজী = এই বীজের আধিপত্য শরীরস্থ রক্তের উপর।

ক্রেঁা = অঙ্কুশবীজ, দৈত্য সম্পাদনী...

ক্রাঁ = রক্ত—ছিন্ন করিবার আধিপত্য, রক্ত—দূষিত হয়। কুষ্ঠ আদি রোগ।

ক্রেঁ = শরীরে রক্ত জমাইয়া দিবার ক্ষমতা বর্ত্তমান।

ক্রৈঁ = শরীর হইতে রক্ত বাহির করিবার ক্ষমতা। অর্শ, নাসা প্রভৃতি।

ক্রৌঁ = শরীরস্থ রক্তের উপর বিবাদ উপস্থিত করিবার শক্তি; রক্তে বিবাদ উপস্থিত হইলে মাথা ধরা, মেনিনজাইটিস, blood pressure, পাগল হওয়া ইত্যাদি...

ক্লীঁ = শররীস্থ শুক্র ধাতুর উপর আধিপত্য, কামবীজ, ক = কামদেব বা কৃষ্ণ, ল্ = ইন্দ্র, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ঈ = তুষ্টি, লক্ষ্মী, ং = দুঃখ হরণ বা দুঃখ নাশন ও সুখপ্রদ,

= সম্পদ, ঐশ্বর্য্যশালী কামদেব বা কৃষ্ণ আমার দুঃখ হরণ করুন ও আমায় সর্ব্বপ্রকার সন্তোষ ও সুখ দিন।...

খ = আকাশ, শূন্য, কর্ম্ম (লগ্ন হইতে দশম স্থান), ব্রহ্ম। সূর্য্য, শরীর, মাংস

ক্ষ = বিদ্যুৎ, প্রলয়, নাশ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্র পাল, নৃসিংহ

ক্ষ্রীঁ = শরীরস্থ mucus, চর্ম্ম, পেশী, মাংসের উপর আধিপত্য

ক্ষ্রাঁ = মাংস, চর্ম্ম, পেশী ছিন্ন করিবার ক্ষমতা, যেমন দদ্রু, চুলকানি ইত্যাদি

ক্ষেঁ = শরীরস্থ মাংস একস্থানে জমাইয়া দিবার শক্তি, যেমন গলগণ্ড, আব প্রভৃতি।

ক্ষ্রৈঁ = শরীর হইতে মাংস, mucus বাহির করিয়া দিবার ক্ষমতা, যেমন সর্দ্দি আদি

ক্ষ্রোঁ = মাংস বা মাংস পেশী আদির সহিত বিবাদ সৃষ্টি হয়, যেমন বুক, পিঠ, হাত, পা, প্রভৃতি স্থানের পেশীতে খিল ধরা, বেদনা হওয়া ; রক্ষা, কামবৃদ্ধি করণ, সর্ব্বাপদ শান্তি করণ।

ট্রাঁ, ট্রীঁ, ট্রুঁ, ট্রেঁ, ট্রৈঁ, ট্রোঁ, ট্রৌঁ, এই বীজসকলের শরীরস্থ অস্থির উপর আধিপত্য।

ক্লীঁ, ক্লাঁ, ক্লুঁ, ক্লেঁ, ক্লৈঁ, ক্লোঁ, ক্লৌঁ, = শরীরস্থ শুক্র ধাতুর উপর আধিপত্য।

শ্রীঁ, শ্রাঁ, শ্রুঁ, শ্রৈঁ, শ্রেঁ শ্রোঁ, শ্রৌঁ = ধনের উপর আধিপত্য, লক্ষী বা রমাবীজ

হ্রীঁ = শক্তিবীজ, লজ্জাবীজ, শম্ভূবনিতা, শাপহবীজ, ভুবনেশী ও মায়া।

হ্রুঁ = বশীভূত করণ

হ্রীঁ ফট্ = মোহন

হ্সৌঃ = নমো, হূঁ = কূর্চ্চবীজ, হুঁ = কবচ, রক্ষা, বর্ম্মবীজ।

হূঁ = হ = শিব, ঊ = ভৈরব, ঁ = পরম, ০ = দুঃখ হরণ = মহাদেব যাঁহার ভৈরব সেই পরমেশ্বরী আমার দুঃখ হরণ করুন।

হৌঁ = প্রাসাদ বীজ, হ = শিব, ঊ = সদাশিব, ং = দুঃখ হরণ = সর্ব্বদা মঙ্গলকারী শিব আমার দুঃখ হরণ করুন।

হ্লীঁ = স্থির মায়া। ওঁ = তার বীজ

অ = বিষ্ণু, আং = পাশ বীজ, ই = কন্দর্প, ক্রোধ। ঈ = কামদেব, লক্ষ্মী, তুষ্টি, মহামায়া; ভেরুণ্ডা, বামনেত্র, গোবিন্দ, উ = ব্রহ্মা, রক্ষা।

ঊ = রক্ষক, চন্দ্র, ভৈরব, ঋ = দেবমাতা, ৠ = অসুর, অদিতি, ঌ = পৃথিবী, অদিতি (দেবতাদিগের মাতা), ৡ = দেবনারী, দৈত্য মাতা, এ = বিষ্ণু, স্মরণ। ও = স্মরণ, ব্রহ্মা, ঔ = পৃথিবী, অনন্ত, শব্দ, বিবাদ।

ফট্ = অস্ত্রবীজ, ঐ = বাগভব, জয়দবীজ, বাগ্বীজ।

স্বাহা = বহ্নিবীজ, বহ্নিসুন্দরি, বহ্নি বধূ, পত্নী বা কান্তা।

গ = গণেশ, সিদ্ধি, গীত, গায়ক, ঘ = ঘণ্টা, ঘর্ঘর শব্দ, ঙ = বিষয়, বিষয় স্পৃহা।

চ = চন্দ্র, চৌর, দ্বন্দ, ছ = ছেদন, গৃহ, শিশু, খণ্ড।

জ = জেতা, বেগযুক্ত, বিষ্ণু, গুরু মধ্যে বর্ণত্রয়, বিষ, তেজ, পিশাচ।

ঋ = বৃষ্টির সহিত ঝড়, ধ্বনি, নষ্ট, দৈত্যরাজ।

ঞ = ঘর্ঘর শব্দ, প্রতিকূলমতি, বৃষভ।

ট = বামন, পদ্ম, শব্দ, টঙ্কার শব্দ, করঙ্ক (মাথার খুলি) শরীরাস্থি, পিশাচ।

ঠ = শূন্য, বৃহৎ ধ্বনি, মণ্ডল, চন্দ্র মণ্ডল। ঠং = চন্দ্র বীজ, চন্দ্র।

ড = শব্দ, ত্রাস, বাড়বানল, ডাকিনী, বৃহৎ অগ্নি। ঢ = ধ্বনি ণ = ভূষণ, জ্ঞান, জলাশয়। ন = বন্ধন, রত্ন। ত = চৌর, ক্রোড়, রত্ন, তারা। থ = পর্ব্বত, রক্ষণ, ভয়।

দ = পর্ব্বত, ভার্য্যা, দুর্গা।

দূঁ = হে জগজ্জননী দুর্গে আমায় রক্ষা কর। দ = দুর্গা। ঊ = রক্ষা। ঁ = বিশ্বমাতা। ০ = কর।

ধ = ব্রহ্মা, কুবের, ধর্ম্ম, ধন। প = বায়ু, পত্র। ফ = ঝঞ্ঝাবাত, ভয়।

ব = বরুণ, জল, যোগী (তন্তুসন্তান), যোনি, বপন, কুম্ভ, গমন।

বং = বরুণ (জল) বীজ। ভ = গ্রহ, নক্ষত্র, শুক্রাচার্য্য, ভ্রমর, ভ্রান্তি।

ম = ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যম, চন্দ্র, বিষ, সময়।

ল, লং = পৃথি্বীজ, পৃথিবী, ক্ষিতি, ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রবীজ, দান, গ্রহণ।

য, যং = বায়ুর উপর আধিপত্য, বায়ুবীজ, যশঃ, যোগ, গতি।

র = অগ্নি, বহ্নিবীজ, তৈজস, রক্ত, প্রকৃতি, তীক্ষ্ণ, কামাগ্নি, তেজ।

শ = শুভ, কল্যাণ, অস্ত্র, মহালক্ষ্মী, সন্ধ্যা।

শ্রীঁ = শ = মহালক্ষ্মী, র = ধন, ঈ = তুষ্টি, ঁ = পরম, ০ = দুঃখহরণ,

= পরমেশ্বরী মহালক্ষ্মী আমার দুঃখ হরণ করুন এবং আমায় ধন ও সন্তোষ দিন, = লক্ষ্মীবীজ, রমাবীজ; ধনের উপর আধিপত্য।

ষ = কেশ, বিনাশ, শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞ।

স = বিষ্ণু, চন্দ্র, জীবাত্মা, লক্ষ্মী, সর্প, দুর্গোত্তারিণী।

স্ত্রীঁ = স = দুর্গোত্তারিণী, ত = তারা, র = মুক্তি, অগ্নি, তেজ, ঈ = মহামায়া, তুষ্টি, ঁ = বিশ্বমাতা, ০ = দুঃখহরণ।

= জগজ্জননী মহামায়া মোক্ষদা (মুক্তিদাতা) দুর্গোত্তারিণী তারা আমার দুঃখ হরণ করুন।

ঁ = বিশ্বমাতা, জগজ্জননী, পরম, ব্যোমবিন্দু, ইন্দু।

০ = দুঃখহরণ। ং = দুঃখ হরণ, সুখ প্রদত্ত।

ঃ = একটী বিন্দুর অর্থ দুঃখ হরণ, অপরটীর অর্থ সুখপ্রদ।

হ, হং = জল, গগন, আকাশ বীজ, রক্ত, মঙ্গল, শিব, প্রাণেশবীজ।

এক্ষণে উড্ডীশ শাস্ত্রোক্ত ভীষণ মারাত্মক মহাকাল মন্ত্র নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

"ওঁ ক্রীঁ হূঁ অমুকং মহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ণ গৃহ্ণ ভিন্দি ভিন্দি শূলেন হূঁ ঠ ঠঃ ওঁ।" এই মন্ত্রের যে বীজ অংশের নিম্নে রেখাঙ্কিত করা হইল সেই অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বীজমন্ত্র (উক্ত সমগ্র মন্ত্রের সহিত) সংযুক্ত করিয়া জপ করিলে ভিন্ন ভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। অমুকং স্থানে অভিষ্ট ব্যক্তির নাম সংযুক্ত করা বুঝায়।

বিভিন্ন বীজের যেরূপ বিভিন্ন রোগোৎপাদন শক্তি বর্ত্তমান নিম্নে তাহা দেওয়া গেল ঃ—

জ্বরপ্রকরণ ঃ—ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি রোগে জল, রক্ত, মাংস ঘটিত জ্বর ; মেহ প্রভৃতি রোগে শুক্র-ঘটিত জ্বর ; কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে অস্থি ঘটিত জ্বর ইত্যাদি ঃ—

ক (১) ওঁ হ্রীঁ ক্রীঁ ক্রঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ অমুকং মহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ণ গৃহ্ণ ভিন্দি ভিন্দি শূলেন হূঁ ঠ ঠঃ ওঁ। ইহার আধিপত্য রক্তের উপর। ক্রীঁ এর আধিপত্য রক্তের উপর বলিয়া রক্ত ঘটিত জ্বর। Blood circulation এর উপর আধিপত্য।

(২) সেইরূপ ওঁ হ্রীঁ ব্রীঁ ব্রঁ ব্রৈঁ ব্রৌঁ ব্রঃ অমুকং মহাকালং...ওঁ।" ইহার আধিপত্য শরীরস্থ জলের উপর। ব্রীঁ এর আধিপত্য জলের উপর বলিয়া শরীরস্থ জলের

দোষ ঘটাইয়া জ্বর হয়। এই জ্বরে শৈত্য বোধ হয়। বেশী জল পিপাসা পায়।

(৩) ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ক্লুঁ ক্লৈঁ ক্লৌঁ ক্লঃ অমুকং মহাকালং ...ওঁ। ইহার আধিপত্য শরীরস্থ শুক্র ধাতুর উপর, মেহ আদি রোগে শুক্র ঘটিত জ্বর। এই মন্ত্র দ্বারা অভিষ্ট ব্যক্তিকে ইচ্ছামত স্বপ্নে দেখাইয়া স্বপ্নদোষ ঘটান যায়। Nervous System এর উপর আধিপত্য।

দুই ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবার ফলে অভিষ্ট ব্যক্তির স্বপ্নদোষ ঘটান যায়; তজ্জন্য বিনা কারণে যাঁহারা স্বপ্নদোষে ভোগেন তাঁহাদের সাবধান হওয়া উচিত:—

এক ব্যক্তি—"ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ক্লুঁ ক্লৈঁ ক্লৌঁ ক্লঃ অমুকং মহাকালং কঙ্কালবদন কীলয় কীলয় দর্শয় দর্শয় স্বাহা ওঁ।" এই মন্ত্র অভীষ্ট ব্যক্তির শরীরে স্থাপন করিবে। অপর ব্যক্তি ওঁ ক্লুঁ ওঁ ক্লুঁ ক্লৈঁ অমুকং মহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ণ গৃহ্ণ ভিন্দি ভিন্দি শূলেন হুঁ ঠ ঠঃ ওঁ এই মন্ত্র জপ করিবে। একই সময়ে দুই ব্যক্তি এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলেই অভিষ্ট ব্যক্তির স্বপ্নদোষ ঘটিয়া থাকে।

(৪) ওঁ হ্রা ক্ষ্রীঁ ক্ষ্রুঁ ক্ষ্রৈঁ ক্ষ্রৌ ক্ষ্রঃ অমুকং মহাকালং ইত্যাদি মন্ত্রে মাংস ঘটিত জ্বর হইয়া থাকে। যক্ষা রোগের সময় জ্বর—ক্ষ্রীঁ এর আধিপত্য শরীরস্থ মাংসের (muscles, glands) এর উপর।

(৫) ওঁ হ্রীঁ ট্রীঁ ট্রুঁ ট্রৈঁ ট্রৌঁ ট্রঃ অমুকং......ওঁ—মন্ত্রে শরীরের অস্থি ঘটিত জ্বর হয়।

(৬) ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রুঁ শ্রৈঁ শ্রৌঁ শ্রঃ অমুকং......ওঁ। জ্বর হইয়া আলস্য বোধ জন্য ধননাশ হয়। অভিষ্ট ব্যক্তিকে নিদ্রিত করা যায়—এই প্রক্রিয়ায় সুবিধাবাদিগণ অভিষ্ট ব্যক্তিকে নিদ্রিত করিয়া চোর ডাকাত প্রভৃতি অসজ্জন ব্যক্তিকে হাত করিয়া থাকে, ইহাকে নিদিলি দেওয়া বলে। নিদিলির বিষয় পরে দেখুন—

(৭) ওঁ হ্রীঁ ড্রীঁ ড্রুঁ ড্রৈঁ ড্রৌঁ ড্রঃ অমুকং......ওঁ। এই মন্ত্রে কালাজ্বর হয়। অগ্নি সহযোগে শরীরে যেরূপ জ্বালা অনুভূত হয়—এই মন্ত্র প্রভাবে শরীরের অবস্থা তদ্রুপ হইয়া থাকে। শরীরস্থ রক্তের উপর মনন করিয়া জপ করিলে রক্ত জ্বালা করিয়া শুষ্ক হইয়া যায়। মাংসের উপর মনন করিয়া জপ করিলে শরীরস্থ মাংস ঝলসাইয়া যায়। এই সকল মন্ত্র অবিচারিত চিত্তে জপ করিলে কোন ডাক্তারের সাধ্য নাই যে ঔষধ বা ইনজেক্‌সনাদি প্রয়োগ দ্বারা রোগীকে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি রোগ হইতে আরোগ্য করিতে পারেন।

(৮) ওঁ হ্রীঁ য্রীঁ য্রুঁ য্রৈঁ য্রৌঁ য্রঃ অমুকং......ওঁ। হাই উঠিয়া, (আলিস্যি ভাঙ্গিয়া) জ্বর।

(৯) ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রুঁ হ্রৈঁ হ্রৌঁ হ্রঃ অমুকং......ওঁ। এই জ্বরে

শরীরের সর্ব্ব শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। শীত করে, শরীরস্থ চর্ব্বির উপর আধিপত্য। ইত্যাদি—

(খ) ওঁ কং কাং কিং কীং অমুকং মহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ন গৃহ্ন ভিন্দি ভিন্দি শূলেন সং হূং কেং কৈং কোং কৌং কং কঃ স্বাহা ওঁ। এই মন্ত্রেও জ্বর হয়।

(গ) ওঁ ক্ষঃ হূঁ অমুকং মহাকালং ...ওঁ। এই মন্ত্রেও জ্বর হয়।

প্রত্যেক মন্ত্রের আদি এবং অন্তে ওঁ সংযুক্ত করিতে হয়। বিভিন্ন মন্ত্রের বিভিন্ন ফলাফল প্রত্যক্ষ অনুভব সাপেক্ষ,—

যে সকল প্রয়োগের ফলাফল লিখিত হইল, লেখক তাহার জন্য কাহারও নিকট হইতে কোন সাহায্য পান নাই, এতবড় বৃহৎ ব্যাপারে বহু ভুল ত্রুটি থাকিতে পারে। উহা সংশোধনের জন্য সকলের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করি। মানব হিতে কেহ যদি ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল দয়া করিয়া জানান, তৎক্ষণাৎ তাহা সাদরে গৃহিত হইয়া পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রকাশিত হইবে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা (Influenza).

(ক) ওঁ ক্রূঁ ক্ষঃ অমুকং মহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ন গৃহ্ন ভিন্দি ভিন্দি শূলেন শ্রীঁ ক্ষঃ হূঁ স্বাহা ওঁ। এই মন্ত্রে গাত্র ভঙ্গ জনিত গাত্রে ব্যথা আদি হয়। (Muscles এর উপর আধিপত্য)

(খ) ওঁ খ খ অমুকং মহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ণ গৃহ্ণ ভিন্দি ভিন্দি শূলেন হুঁ ক্ষঃ স্বাহা ওঁ। এই মন্ত্রেও গাত্রভঙ্গ হয়।

ডিপ্‌থিরিয়া (Diphtheria) নিউমনিয়া, প্লেগ, কর্ণমূল প্রদাহ, শরীরের কোন স্থানে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত স্ফীতি ইত্যাদি :—

(১) ওঁ হূঁ জ খ খ অমুকং মহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ণ গৃহ্ণ ভিন্দি ভিন্দি শূলেন হূঁঠঃ ওঁ। এই মন্ত্রে ডিপথিরিয়া, নিউমোনিয়া, কর্ণমল প্রদাহ, প্লেগ, প্রভৃতি রোগ হইয়া মৃত্যু ঘটে। শরীরের যে কোন স্থানের মাংস, পেশী, Gland এ বায়ূ সঞ্চারিত হইয়া অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে। এই প্রক্রিয়ায় কত বালকাদি অকালে শমন সদনে প্রেরিত হইয়াছে, জনসাধারণ তাহার সংবাদ রাখেন কি? এই প্রক্রিয়ার জন্য সাধক শ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণপরমহংসদেবের মত মহাপুরুষকেও (তাঁহার সকল বার্ত্তা জগতবাসীকে দিবার পূর্ব্বেই) অকালে শরীর ত্যাগ করিতে হইয়াছিল কি না তাহা কে বলিতে পারে? এই প্রক্রিয়ায় অনিষ্ট করিলে গাভীর ও স্তনে অত্যন্ত ব্যথার উদ্রেক হয়, তজ্জন্য দুগ্ধ থাকিতেও গো বৎসকে গাভী তাহার স্তনে মুখ দিতে দেয় না।

(২) ওঁ হূঁ জ ক ক (বা ক্র ক্র) অমুকং...ওঁ। শরীরের রক্তে বায়ু সঞ্চারিত হইয়া (রক্ত) অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয়। ইহা

অতি মারাত্মক রক্ত ঘটিত কুষ্ঠ ব্যাধি। (Blood circulation এর উপর ইহার আধিপত্য)

(৩) ওঁ হূঁ জ ক্লূ ক্লূ অমুকং মহাকালং...ওঁ। শরীরস্থ শুক্র ধাতুতে বায়ু সঞ্চারিত হইয়া অত্যন্ত বেদনা হয় ইহা অত্যন্ত মারাত্মক শুক্র ঘটিত কুষ্ঠ ব্যাধি ; এই প্রক্রিয়ায় শরীর মধ্যে nerve system কে দোষযুক্ত করিয়া সাইনাস্—নালিঘা হইয়া পচিয়া যাইয়া লোক শীঘ্র মারা যায় (Nervous system এর উপর আধিপত্য।)

(৪) ওঁ হূঁ জ ট্র ট্র অমুকং... ওঁ। শরীরস্থ অস্থিতে বায়ু সঞ্চারিত হইয়া অত্যন্ত বেদনা হয়। ইহা অতি মারাত্মক অস্থি সংক্রান্ত কুষ্ঠ ব্যাধি। Skeleton এর উপর আধিপত্য।

এই সকল মন্ত্র অন্যায় পূর্ব্বক অবিচারিত চিত্তে জপ করিলে রোগীর দেহে যতই anti—toxin injection আদি দেওয়া হউক, কোন ডাক্তারই কিছু করিতে পারিবেন না।

Meningitis মেনিন্‌জাইটিস রোগ :—

(ক) ওঁ ক্রোঁ হ্রীঁ অমুকং মহাকালং . ওঁ। এই মন্ত্রে মেনিন্‌জাইটিস রোগ হয় – রোগীর মস্তিষ্কের বিকার ঘটে— রক্তের চাপ বৃদ্ধি হয়, মাথা ঘুরিতে থাকে। মুখের স্বাদ বদলাইয়া যায়। মুখে ফেনা হওয়ার ভাব অনুভূত হয়। মস্তিষ্কের cerebrum এর উপর আধিপত্য।

চক্ষু সংচূর্ণ বিদ্যা (রক্ত, মাংস, অস্থি আদি সংচূর্ণ, হইয়া বিভিন্ন প্রকারের কুষ্ঠ প্রকরণ) ঃ—

(ক) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং ক্রীঁ অমুকং মহাকালং···ওঁ। চক্ষুর মধ্যে পাথরকুচি ইত্যাদি পড়িলে যেরূপ যন্ত্রণা হয় ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণা হইয়া চক্ষু সংচূর্ণ করিয়া দেয়। শরীরের অন্য স্থানে এই যন্ত্রণা সর্ব্বক্ষণ হইতে থাকিলে কুষ্ঠ ব্যাধি হইয়া থাকে।

(খ) চক্ষু লাল, চক্ষু উঠা, শরীরস্থ রক্ত মাংস শুক্র অস্থি আদি দূষিত হইয়া, যন্ত্রণাদি হইয়া কুষ্ঠ ব্যাধি প্রভৃতি সংঘটিত হয়। মন্ত্র যথা ঃ—ওঁ ক্ষ্রঁ ক্ষং ক্ষ্রীঁ . ওঁ ইত্যাদি।

(১) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং ক্রাং অমুকং ..ওঁ। রক্ত দূষিত হয়—চক্ষু লাল হইয়া ঘা হয় ইত্যাদি......

(২) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং ক্রৈঁ অমুকং......ওঁ। ছূচ ফুটাইবার মত অনুভব। ছারপোকা কামড়ানর মত অনুভব।

(৩) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং ক্রুঁ অমুকং...ওঁ = পরে প্রকাশ্য।

(৪) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং ক্রৌঁ অমুকং...ওঁ = অত্যন্ত মাথা ধরা...

(৫) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং ক্রোঁ। অমুকং...ওঁ = পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রকাশ্য।

(৬) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং ক্রেঁ অমুকং...ওঁ। (৭) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং ক্লীঁ অমুকং...ওঁ। (৮) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং ক্লা ...ওঁ

(৯) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং ক্লৈঁ অমুকং...ওঁ। (১০) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং ক্লেঁ অমুকং...ওঁ।

(১১) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং ক্লোঁ অমুকং···ওঁ। (১২) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং ক্লৌঁ অমুকং...ওঁ = পেট কামড়ান প্রভৃতি।

(১৩) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং য্রীং অমুকং...ওঁ ইত্যাদি। (১৪) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং ট্রী অমুকং...ওঁ। ইত্যাদি

(১৫) ওঁ ট্রং টং য্রীঁ অমুকং...ওঁ। ইত্যাদি যাহার মুখের গঠন সুন্দর তাহাকে দন্তহীন করিবার জন্য চেষ্টা। সুবিধা বাদীগণ নিজেরা কিন্তু খুব সজাগ। অস্থি, দন্ত প্রভৃতিতে বায়ু জমিয়া পাইয়োরিয়া হয়।

(১৬) ওঁ ট্রং টং য্রোঁ অমুকং...ওঁ। অস্থি বা দন্তে খিল ধরার মত বেদনা।

ওঁ ট্রং টং ট্রোঁ অমুকং...ওঁ।

(১৭) ওঁ ট্রং টং য্রাঁ...ওঁ=পাইওরিয়া হইয়া দন্ত ভাঙ্গিয়া যাওয়া।

(১৮) ওঁ ট্রং টং য্রৈঁ...ওঁ=দন্তের যন্ত্রণা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

(১৯) ওঁ ক্রঁ কঁ য্রীং অমুকং...ওঁ। ইত্যাদি রক্তে বায়ু জমিয়া কুষ্ঠ রোগ।

(২০) ওঁক্ষ্রং ক্ষং ড্রীঁ অমুকং...ওঁ=ইত্যাদি শরীর জ্বালা, চক্ষু আদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জ্বালা।

(২১) ওঁ ব্রঁ বঁ ড্রাঁ অমুকং...ওঁ। স্নান করিবার সময় বা অন্য সময় জলে নামিলে শরীর জ্বালা করে।

(২২) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং ক্লাং অমুকং...ওঁ। ঠোঁট ফাটা—চর্ম্মের এবং শুক্রের দোষ ঘটাইয়া রেড়ির তৈলের মত শরীরে দুর্গন্ধ।

(২৩) ওঁ ক্ষ্রং ক্ষং ক্ষ্রোঁ অমুকং…ওঁ। পিঠে, ঘাড়ে, বুকে ইত্যাদি অর্থাৎ শরীরের সর্ব্বাঙ্গে ফিক বেদনা, খিলধরা, হার্ণিয়া ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়ায় হাঁচি সংঘটন করান যায়। যে স্থলে দৃষ্টি চলে না, সেইরূপ স্থানে বা অন্য গৃহাদিতে অভিষ্ট ব্যক্তির হাঁচি সংঘটন করিয়া জানা যায় যে অভিষ্ট ব্যক্তি সেই স্থানে আছে কি না ?

(২৪) ওঁ ক্ষ্রূঁ ক্ষঁ ক্লোঁ অমুকং…ওঁ। পেট কামড়ায়।

ওঁ ক্লুঁ কঁ ক্লোঁ অমুকং…ওঁ।

(২৫) ওঁ ক্লুঁ কঁ য্রীঁ অমুকং · ওঁ। ইত্যাদি শুক্রে বায়ু জমিয়া (শ্বেত ?) কুষ্ঠ রোগ জন্মে।

(২৬) ওঁ ক্ষ্রূঁ ক্ষঁ ড্রাঁ=দাড়ি কামাইবার পর দাড়িতে জ্বালা উৎপাদন করা যায়।

(২৭) ওঁ য্রূঁ যঁ য্রোঁ অমুকং · ওঁ=শুষ্ক কাসি (কষ্টদায়ক) ওঁ ক্রুঁ কং ক্লীঁ, ক্লোঁ, ক্লুঁ, ক্লেঁ, ক্লৈঁ, ক্লৌঁ ইত্যাদি ইত্যাদি প্রকারে বীজ পরিবর্ত্তন করিয়া জপ করিলে বিভিন্ন প্রকারের কুষ্ঠ রোগ হয়।

বিস্ফোটক (বিভিন্ন প্রকারের ফোড়া) :—

(ক) (১) "ওঁ ক্রাঁ ক্রেঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ হ্রঃ অমুকং মহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ণ গৃহ্ণ ছিন্দি ছিন্দি হ্রীঁ ঠ ঠঃ ওঁ।"

রক্ত ঘটিত (রক্ত দূষিত জন্য স্ফোটক। অন্যান্য ব্যক্তিগণ অপেক্ষা সুশ্রী সুদর্শন ব্যক্তিকেই বসন্তাদি রোগে

আক্রান্ত হইতে দেখা যায় কেন তাহা চিন্তা করিয়া দেখিয়া সকলের সাবধান হওয়া উচিত। সুবিধাবাদীগণের মধ্যে কোন স্থায়ী ব্যাধি বা মুখাদিতে স্থায়ী দাগ হইতে দেখা যায় না।)

(২) ওঁ ক্লাঁ ক্লোঁ ক্লৈঁ ক্লৌঁ হ্রঃ অমুক…মহাকালং কঙ্কাল-বদন গৃহ্ন গৃহ্ন ছিন্দি ছিন্দি হ্রীঁ ঠ ঠঃ ওঁ। শুক্র দূষিত হইয়া স্ফোটক।

(৩) ওঁ ক্ষ্রাঁ ক্ষ্রোঁ ক্ষ্রৈঁ ক্ষ্রৌঁ হ্রঃ অমুকং…ওঁ। মাংস দূষিত জন্য স্ফোটক।

(৪) ওঁ ব্রাঁ ব্রোঁ ব্রৈঁ ব্রৌ হ্রঃ অমুকং…ওঁ। শরীরস্থ জল দূষিত হওয়ায় স্ফোটক যেমন পাঁচড়া (itches) হওয়া।

(৫) ওঁ হূঁ জ ক্ষ্রাঁ ক্ষ্রোঁ ক্ষ্রৈঁ ক্ষৌঁ হ্রঃ…ওঁ।=রোয়া ফোঁড়া ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

(খ) ওঁ ক্রৌঁ ক্রৌঁ হ্রৌঁ হ্রৌঁ ক্ষৌঁ ক্ষৌঁ খাঁ খাঁ কৌঁ হূঁ ফট সং অমুকং…ফট স্বাহা ওঁ।

<u>খড়গ মন্ত্র ঃ</u>—(অর্থাৎ খড়গ দিয়া কাটিলে শরীরে যেরূপ যন্ত্রণাদি হয় তদ্রুপ অনুভব হয়) ঃ—

(১) ওঁ ক্রৌঁ ক্রঃ ক্রং হূঁ হূঁ ক্রৌঁ অমুকং মহাকালং কঙ্কাল-বদন গৃহ্ন গৃহ্ন ভিন্দি ভিন্দি শূলেন হূঁ ঠ ঠঃ ওঁ। খড়গ দ্বারা রক্ত ছেদন করিলে যেরূপ অনুভব হয় এই মন্ত্র জপে তদ্রুপ অনুভব হয়।

(২) ওঁ ক্লীঁ ক্লঃ ক্লঁ হূঁ হূঁ ক্লীঁ অমুকং...ওঁ। শুক্র ছেদন করিলে যেরূপ অনুভব হয় এই মন্ত্র জপে তদ্রূপ হয়।

(৩) ওঁ ক্ষ্রীঁ ক্ষ্রঃ ক্ষ্রঁ হূঁ হূঁ ক্ষ্রীঁ অমুকং...ওঁ=শরীরস্থ পেশী, চর্ম্ম, মাংস খড়গ দ্বারা ছেদন করিলে যেরূপ অনুভব হয়, এই মন্ত্র জপে তদ্রূপ হয়।

(৪) ওঁ ড্রীঁ ড্রঃ ড্রঁ হূঁ হূঁ ড্রীঁ অমুকং...ওঁ। অত্যন্ত জ্বালা সহকারে খড়গ দ্বারা ছেদনের ন্যায় অনুভব হয়, ভগন্দর প্রভৃতি। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

অন্ধ করিয়া দেওয়া :—

(১) ওঁ ক্ষঁ ক্ষঁ ক্ষঁ হূঁ সং ক্ষুঁ ক্ষুঁ ক্ষঃ অমূকং মহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ণ গৃহ্ণ ভিন্দি ভিন্দি শূলেন হূঁ ঠ ঠঃ ওঁ= মাংস, পেশী, mucus এর উপর আধিপত্য করিয়া অন্ধতা আনয়ন করে। চোখে পিঁচুটি পড়ে।

(২) ওঁ ক্রঁ ক্রঁ ক্রঁ হূঁ সং ক্রুঁ ক্রুঁ ক্রঃ অমুকং...ওঁ। রক্তের উপর আধিপত্য করিয়া অন্ধতা আনয়ন করে।

(৩) ওঁ ক্লঁ ক্লঁ ক্লঁ হূঁ সং ক্লূঁ ক্লূঁ ক্লঃ অমুকং...ওঁ। শুক্রের উপর আধিপত্য করিয়া অন্ধতা আনয়ন করে।

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

মারণ মন্ত্র :—

(ক) (১) ওঁ ক্রীঁ ক্ষঁ ক্রীঁ অমুকং...ঠ ঠঃ ওঁ। শরীরে অত্যন্ত শ্লেষ্মার উদ্রেক হইয়া মাথা আদি ধরিয়া মৃত্যু।

(২) ওঁ ক্লীঁ ক্ষঁ ক্লীঁ অমুকং···ঠঃ ঠঃ ওঁ। শুক্রের দোষ জনিত বাতে মৃত্যু।

(৩) (ক) ওঁ টীঁ ক্ষঁ টীঁ অমুকং···ওঁ=অস্থির দোষ জানিত বাতে মৃত্যু।

(খ) ওঁ টীঁ যঁ টীঁ অমুকং...ওঁ=অস্থিতে বায়ু সঞ্চারিত হইয়া অস্থিবাত জনিত মৃত্যু।

(গ) ওঁ টীঁ ক্লঁ টীঁ অমুকং···ওঁ=অস্থি ও শুক্র ধাতুর দোষ জনিত বাতে মৃত্যু

(ঘ) ওঁ টীঁ ক্রঁ টীঁ অমুকং···ওঁ=অস্থিও রক্তের দোষ জনিত বাতে মৃত্যু।

(৪) ওঁ ক্ষ্রীঁ ক্রঁ ক্ষ্রীঁ অমুকং···ওঁ=মাংসপেশী ও রক্তের দোষ জনিত বাতে মৃত্যু।

(৫) ওঁ ক্ষ্রীঁ ক্লঁ ক্ষ্রীঁ অমুকং···ওঁ=মাংসপেশী ও শুক্রের দোষ জনিত বাতে মৃত্যু।

(৬) ওঁ ক্লীঁ ক্রঁ ক্লীঁ অমুকং...ওঁ=শুক্র ও রক্তের দোষ জনিত মৃত্যু।

(৭) ওঁ ঘ্রীঁ ক্ষঁ ঘ্রীঁ অমুকং···ওঁ=বুক জ্বালা, অম্ল হওয়া, চক্ষু, মুখ জ্বালা, হাত, পা কামড়ান, প্লীহা যকৃতের দোষ ইত্যাদি, অণ্ডকোষের ভগ্নতা আনয়ন করে, আমাশয় উপসর্গ দেখা দিয়া মৃত্যু। ভাল ঘৃতের খাবার খাইলেও বুক জ্বালা।

(৮) ওঁ ক্ষ্রীঁ ক্লঁ ক্ষ্রীঁ অমুকং ··ওঁ
ওঁ ক্লীঁ ক্ষঁ ক্লীঁ অমূকং...ওঁ } বাত, প্লীহা, যকৃতের দোষাদি ঘটিয়া মৃত্যু।

ওঁ ক্লোঁ ক্ষ্রুঁ ক্লোঁ অমুকং ..ওঁ
ওঁ ক্ষৌঁ ক্লুঁ ক্ষৌঁ অমুকং...ওঁ } বাতের যন্ত্রণায় মৃত্যু

(৯) ওঁ ক্রৌঁ ক্ষ্রুঁ ক্রৌঁ অমুকং...ওঁ
ওঁ ক্লোঁ ক্ষ্রুঁ ক্লোঁ অমুকং...ওঁ } মাথাধরা ইত্যাদিতে মৃত্যু।
ওঁ ক্রৌঁ য্রুঁ ক্রৌঁ অমুকং...ওঁ

(১০) ওঁ য্রীঁ ট্রুঁ য্রীঁ অমুকং...ওঁ
ওঁ ট্রীঁ য্রুঁ ট্রীঁ অমুকং...ওঁ } অস্থিবাতে মৃত্যু।

(১১) ওঁ ড্রীঁ ক্ষঁ ড্রীঁ অমুকং...ওঁ
ওঁ ক্ষ্রীঁ ড্রুঁ ক্ষ্রীঁ অমুকং...ওঁ } চক্ষু উঠা, জ্বালা করা, টাইফয়েড, পেট জ্বালা, কোষ্ঠ কাঠিন্য, শরীরস্থ মাংস, পেশী, mucus প্রভৃতি শুকাইয়া যায়।

(১২) ওঁ ড্রীঁ ক্রঁ ড্রীঁ অমুকং...ওঁ
ওঁ ক্রীঁ ড্রুঁ ক্রীঁ অমুকং...ওঁ } রক্ত অত্যন্ত জ্বালা করিয়া শুকাইয়া যায়।

(১৩) ওঁ বেঁ ক্ষঁ বেঁ অমুকং...ওঁ = ফাইলেরিয়া. গোদ, অণ্ড-কোষে জলবৃদ্ধি, প্লীহাবৃদ্ধি। প্রতিকার:—ড্রীঁ ক্ষঁ ড্রীঁ অমুকং...ওঁ এই মন্ত্র জপে শরীরস্থ জল কমাইয়া দেওয়া যায়।

(১৪) ওঁ য্রৈঁ ক্ষঁ য্রৈঁ অমুকং...ওঁ। gastric ulcer.
ওঁ য্রোঁ ক্ষঁ য্রোঁ অমুকং...ওঁ। শরীরে বায়ু সঞ্চারিত হইয়া ঝিঁ ঝিঁ লাগার মত অনুভব।

ওঁ যৈঁ ক্ষৈঁ যৈঁ অমুকং...ওঁ } কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া যায়,
ওঁ যৈঁ ক্ষঁ যৈঁ অমুকং...ওঁ }

ভালরূপ দাস্ত হয়। তজ্জন্য শরীরাভ্যন্তরের বৃহদন্ত, ক্ষুদ্রান্ত প্রভৃতির বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

ওঁ বৈঁ ক্ষঁ বৈঁ অমুকং...ওঁ। প্রসাব হওয়া—শীতকালের রাত্রে বা অন্য সময়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক বেশী প্রস্রাব করান।

ওঁ যেঁ ক্ষঁ যেঁ অমুকং...ওঁ = শরীরস্থ মাংসপেশীতে বায়ু জমিয়া বেরী বেরী হওয়া,

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

(খ) ওঁ হূঁ থঁ থ অমুকং...হন হন স্বাহা ওঁ = মৃত্যু।

(গ) ওঁ হূঁ হৌঁ অমুকং...ফট-স্বাহা ওঁ = মৃত্যু।

জ্বর প্রকরণ :—

ওঁ বাঁ বাঁ বীঁ বীঁ অমুকং...স্বাহা ওঁ = শরীরস্থ জলের দোষ ঘটাইয়া মৃত্যু।

ভঞ্জনী মন্ত্র :—

ওঁ শ্রাঁ মম হহ অমুকং . ওঁ।

সম্পূটবেধ মন্ত্র :—

ওঁ হ্রীঁ ভ্রম ভ্রম চন্দ্রবৎ...ওঁ। হাত, পা প্রভৃতি সর্ব্ব শরীরে সর্ব্বদা কম্পন।

ওঁ হ্রীঁ ক্ষ্ঁ (বা ক্ষ্রোঁ) ভ্রম ভ্রম চন্দ্রবৎ...ওঁ = ঝিন ঝিনে বা থর থরিয়া রোগ = মৃত্তিকাভ্যন্তরে যত্র তত্র

কীলকশল্য প্রোথিত করিবার পর সেই স্থান বা দেশকে যদি মনন করিয়া বহু ব্যক্তি জপ করে তাহা হইলে ভূমিকম্প হয়।

"কীলয় কীলয়" এই শব্দ দুইটী মহাকাল মন্ত্রের মধ্যে রক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি বা স্থানের উদ্দেশে জপ করা যায়, উক্ত অভিষ্ট ব্যক্তি বা স্থানে বায়ু সঞ্চারিত হইয়া থাকে—ইহা লক্ষ্য করিলেই জানা যাইবে।

আলেকবেক্ষ :—

(১) ওঁ হূঁ ক্রোঁ...ওঁ। (২) ওঁ হূঁ ওঁ হূঁ ওঁ হূঁ...ওঁ।

মঞ্জনী মন্ত্র :—

(ক) (১) ওঁ হং ওঁ হূঁ হ্রীঁ অমুকং মাহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ন গৃহ্ন ভিন্দি ভিন্দি শূলেন হূঁ ঠঠঃ ওঁ। এই মন্ত্র জপের দ্বারা শরীরে এতই শক্তি সঞ্চারিত হয় যে মনে হয় যেন শরীরে খুব চর্ব্বি জমিয়া গিয়াছে। শরীরস্থ চর্ব্বির উপর আধিপত্য। শরীরস্থ চর্ব্বি বৃদ্ধি পাইয়া হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। তজ্জন্য নিমন্ত্রণাদি আহারের সময় কেহ যদি অভিষ্ট ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া ইহা প্রয়োগ করে তাহা হইলে শরীরাভ্যন্তর ফুলিয়া যাওয়ার মত বোধ হইয়া অভিষ্ট ব্যক্তি কিছুই আহার করিতে সমর্থ হয় না।

(২) ওঁ হং ওঁ হূঁ হ্রূঁ অমুকং...ওঁ=শারীরিক শক্তি ও চর্ব্বির দোষ সংঘটিত হয়।

(৩) ওঁ হুং ওঁ হ্রূঁ হ্রূঁ অমুকং ..ওঁ=পরে (পরবর্ত্তী সংস্করণে) প্রকাশ্য

(৪) ওঁ হুং ওঁ হ্রূঁ হ্রেঁ অমুকং...ওঁ=শরীরে শক্তি বা চর্ব্বি জমিয়া যায়।

(৫) ওঁ হুং ওঁ হুঁ হ্রৈঁ অমুকং...ওঁ=শরীর হইতে শক্তি বা চর্ব্বি বাহির হইয়া যায়।

(৬) ওঁ হুং ওঁ হ্রূঁ হ্রৈাঁ অমুকং···ওঁ=পরে প্রকাশ্য।

(৭) ওঁ হুং ওঁ হ্রূঁ হ্রৌঁ অমুকং...ওঁ=ঐ।

(খ) (১) ওঁ ক্রঁ ওঁ ক্রূঁ ক্রীঁ অমুকং···ওঁ=ঐ।

(২) ওঁ ক্রঁ ওঁ ক্রুঁ ক্রাঁ অমুকং...ওঁ=রক্তের দোষ ঘটে।

(৩) ওঁ ক্রঁ ওঁ ক্রূঁ ক্রূঁ অমুকং...ওঁ=ঐ।

(৪) ওঁ ক্রঁ ওঁ ক্রূঁ ক্রৈঁ অমুকং···ওঁ=বিনা যাতনায় শরীর হইতে রক্ত বাহির হইয়া যায় যেমন অর্শ, নাসা, রক্ত প্রস্রাব (লাল প্রস্রাব) ইত্যাদি, অতি অল্প সময়ের মধ্যে অভিষ্ট ব্যক্তির রক্ত হীনতা রোগ আনয়ন করা যায়।

(৫) ওঁ ক্রঁ ওঁ ক্রূঁ ক্রোঁ অমুকং...ওঁ=পরে প্রকাশ্য।

(৬) ওঁ ক্রঁ ওঁ ক্রূঁ ক্রেঁ অমুকং...ওঁ=শরীরের কোন স্থানে রক্ত জমাইয়া দেওয়া যায়।

(৭) ওঁ ক্রঁ ওঁ ক্রুঁ ক্রৌঁ অমুকং···ওঁ=রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায়।

(গ) (১) ওঁ ক্লঁ ওঁ ক্লঁ ক্লীঁ অমুকং···ওঁ=পরে প্রক্যশ্য।

(২) ওঁ ক্লঁ ওঁ ক্লঁ ক্লাঁ অমুকং···ওঁ=শুক্র ধাতুর দোষ ঘটিয়া থাকে।

(৩) ওঁ ক্লঁ ওঁ ক্লঁ ক্লৈঁ অমুকং...ওঁ=বিনা যন্ত্রণায় শরীর হইতে শুক্র ধাতু বাহির হইয়া যায়। মেহ।

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি

(ঘ) ওঁ য্রঁ ওঁ য্রঁ য্রীঁ অমুকং...ওঁ। শরীরে বায়ু জমিয়া যায় তজ্জন্য কোন কষ্ট হয় না, পেট ভুটভাট করে।

ওঁ য্রঁ ওঁ য্রঁ য্রৈঁ অমুকং...ওঁ। শরীর হইতে বায়ু বাহির হইয়া যায়—তজ্জন্য পাতলা দাস্ত আদি হইয়া থাকে। শরীরে যন্ত্রণা হয়। পেট সাঁটিয়া ধরে।

ওঁ য্রঁ ওঁ য্রঁ য্রেঁ অমুকং...ওঁ।=শরীরে বায়ু জমিয়া যায়, বেদনা বিহীন আনচিন, আমবাত। বেরীবেরী।

ওঁ য্রঁ ওঁ য্রঁ য্রঁ অমুকং...ওঁ=পরে প্রকাশ্য।

ওঁ য্রঁ ওঁ য্রঁ য্রোঁ অমুকং...ওঁ=বায়ু জমিয়া টন্ টন্ বা দপ্ দপ্ করিয়া যন্ত্রণা হওয়া।

ওঁ য্রঁ ওঁ য্রঁ য্রোঁ অমুকং...ওঁ=পরে প্রকাশ্য।

(ঙ) (১) ওঁ ক্ষ্রঁ ওঁ ক্ষ্রঁ ক্ষ্রীঁ অমুকং...ওঁ=পরে প্রকাশ্য।

(২) ওঁ ক্ষ্রঁ ওঁ ক্ষ্রঁ ক্ষ্রাঁ অমুকং...ওঁ=চর্ম্ম বা মাংসাদি দূষিত হয়।

(৩) ওঁ ক্ষ্রঁ ওঁ ক্ষ্রঁ ক্ষ্রঁ অমুকং...ওঁ=পরে প্রকাশ্য।

(৪) ওঁ ক্ষ্রঁ ওঁ ক্ষ্রঁ ক্ষ্রেঁ অমুকং...ওঁ= } শরীরের যে কোন

(৫) ওঁ ক্ষঁ ওঁ ক্ষঁ ক্ষেঁ অমুকং...ওঁ= } স্থানে মাংস জমিয়া

যাওয়া—যেমন কপাল আদি অঙ্গে সুপারির মত ফুলিয়া উঠে, আব (tumour), গলগণ্ড ইত্যাদি। কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, আঙ্গুলের নখের কোন বসাইয়া দেওয়া যায়, প্লীহা, যকৃত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শক্ত হয়, অণ্ডকোষ (testicle) শক্ত ও বড় হয়।

প্রতিকার ঃ—এই প্রকার রোগ হইলে অর্থাৎ আব, গলগণ্ড, অণ্ডকোষ বা প্লীহাদি বড় এবং শক্ত হইলে "ওঁ য্রীঁ ক্ষঁ য্রীঁ অমুকং...ওঁ" এই মন্ত্র প্রয়োগে উহার প্রতিকার হয়। ওঁ ড্রীঁ ক্ষঁ ড্রীঁ অমুকং...ওঁ এই মন্ত্রেও উপকার দর্শে, তবে ইহাতে জ্বালা অনুভূত হয়। শুক্রঘটিত স্ফোটক প্রকরণের প্রক্রিয়া প্রয়োগেও আরোগ্য হয়।

এক্ষণে মন্ত্রদ্বারা সর্ব্বরোগ উপশমের চিকিৎসা যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। তজ্জন্য বিজ্ঞানানুশীলনের ন্যায় এরূপ অতি আবশ্যকীয় বিষয়ে রাজশক্তি, জনসাধারণ এবং সমগ্র জগতবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করি। শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধে গবেষণা, পরীক্ষা, এবং সাধনাদির জন্য ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েরও আবশ্যক। উহাতে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। এক সম্প্রদায়ের সাধনার ফলাফল বর্ত্তমানে সেই সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া যায়। ঝিনঝিনে বা থরথরিয়া রোগ যশোহর জেলার এক প্রান্তে যে সম্প্রদায়ের সুবিধাবাদীগণের সাধনার ফলে

সর্ব্ব প্রথম সংঘটিত হইয়াছিল, পরে ভিন্ন ভিন্ন জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যখন উক্ত রোগ সংঘটিত হয়, তখন কেবলমাত্র সেই সম্প্রদায়ের সুবিধাবাদীগণের মধ্যেই উক্ত রোগের ভীষণ প্রক্রিয়ার বিষয় প্রচারিত হইয়াছিল কি না তাহা কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের ফলে কত বিভিন্ন প্রকারের রোগ সৃষ্টি হইতে পারে,—এমত অবস্থায় চিকিৎসা শাস্ত্রের (এ্যালোপাথিক, হোমিওপ্যাথিক, হাকিমী, কবিরাজী প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি হইলেও) এবং ডাক্তারগণের সাধ্য কি যে বিভিন্ন রোগের প্রকৃত নিদান প্রকৃত ঔষধ পথ্যাদি নির্ণয় করিয়া রোগ আরোগ্য করিতে পারেন। ঔষধ পথ্যাদিও, শব্দরূপ ব্রহ্ম বা মন্ত্র প্রভাবে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিষে পরিণত করা যায়।

(৬) ওঁ ক্ষ্রঁ ওঁ ক্ষ্রঁ ক্ষ্রৈঁ অমুকং···ওঁ। = শরীরস্থ **mucus** সর্দ্দি, আম প্রভৃতি বাহির হইয়া যায়, তজ্জন্য শরীরে যন্ত্রণা অনুভব হয় না। ভারতের বাহিরের লোকেরা এবং যাঁহারা সুবিধাবাদীগণের সংস্পর্শে আসেন নাই তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা সর্দ্দিতে খুব কমই ভুগিয়া থাকেন ইহা কেহ লক্ষ্য করিয়া থাকেন কি ? এই প্রক্রিয়ায় সুবিধাবাদীগণ অপরের বিশেষতঃ সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত অন্যান্য ছাত্র এবং যাঁহারা লেখাপড়ার কাজ করেন, তাঁহাদের সর্দ্দি করাইয়া মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা সম্পাদন করেন—কিন্তু সুবিধাবাদীগণের সর্দ্দি বা কোন স্থায়ী

ব্যাধি খুব কমই হইয়া থাকে, যদি হয় তাহা হইলে অপরের সম্মুখে যখন তাঁহারা অবস্থিতি করেন সেই সময় অপরকে দেখাইবার জন্য শরীর হইতে সামান্য পরিমাণে জলসর্দ্দি বাহির করিবার চেষ্টা করেন। শরীর হইতে mucus, সর্দ্দি, কাশি, আম প্রভৃতি বাহির হইবার ফলে অপরে কিন্তু লালিত্য বিহীন, শীর্ণ, শুষ্ক, ক্ষীণ মাংসপেশী যুক্ত হইয়া পড়ে—পক্ষান্তরে মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণ দিন দিন হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ ও লাবণ্যযুক্ত হইয়া পড়িতেছেন। অপর ছেলেদের লেখাপড়ায় বিশেষ চেষ্টা, যত্ন, আগ্রহ থাকিলেও সর্দ্দি, কাশি, মাথা ধরা প্রভৃতি অন্যান্য রোগের জন্য মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় লেখাপড়া ছাড়িতে বাধ্য হয় কিন্তু সুবিধাবাদীগণের বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইতে দেখা যায় না। দেশবাসী-গণের উচিত প্রত্যেক বিষয়ে সুবিধাবাদীগণের সহিত তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া দেখা।

সুবিধাবাদীগণ বৎসরে একবার বা দুইবার যেখানে রোগে ভুগিয়া থাকেন, আমরা—জনসাধারণ সেই সময় সমস্ত বৎসর ধরিয়া ভুগিতে থাকি ; সুবিধাবাদীগণের বাটীতে যে সময় এক-বার ডাক্তার আসেন, আমাদের অর্থাৎ জনসাধারণের বাটীতে সেই সময় অন্ততঃ ১০বার ডাক্তার ডাকিতে হয়, সুবিধাবাদী-গণ সংসার চালাইতে যে পরিমাণ খরচ করেন, যেরূপ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন আমরা জনসাধারণ সংসারের জন্য তাহা অপেক্ষা

অনেক অধিক ব্যয় করিলেও এবং সেরূপ খাদ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিলেও, শরীর-চর্চ্চায় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সুবিধাবাদীগণ অপেক্ষা আমরা অধিক সাবধান—সতর্ক হইলেও, আমাদের অর্থাৎ জনসাধারণের স্বাস্থ্য দিন দিন ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে, রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে, ডাক্তার ঔষধ, পথ্য, বায়ু পরিবর্ত্তন প্রভৃতির জন্য খরচ পত্র দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া, আমাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাইতেছে, অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে; এক কথায় আমাদের সংসারে কোন শান্তি নাই। কিন্তু মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণ বেশ সুস্থদেহে সুখে শান্তিতে কালযাপন করিতেছেন। দৈনন্দিন প্রত্যেক ব্যাপারে, প্রত্যেক বিষয়েই সুবিধাবাদীগণের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে হইবে। এই মন্ত্র প্রভাবে (এবংওঁ যৈঁ ক্ষঁ যৈঁ অমুকং মহাকালং কঙ্কালবদন···ওঁ এই মন্ত্র প্রভাবে) কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, অতি সহজে মলত্যাগ হয়। (যেখানে কোন শত্রুব্যক্তি মলত্যাগে বাধা জন্মাইতে চেষ্টা করে, সেই স্থানে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য লওয়া আবশ্যক); জোলাপের কোন আবশ্যক হয় না। জোলাপ লইলে শরীরের অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা কিন্তু শরীরাভ্যন্তরের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ অন্ত্রাদির মধ্যস্থিত কেবলমাত্র মলের বিষয় চিন্তা করিয়া জপ করিলে, মল শরীর হইতে বাহির হইয়া আসে। সর্দ্দির ন্যায় মলও শরীর হইতে সহজে বাহির হইয়া আসে। এই সকল কারণে শরীরাভ্যন্তরের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির Skeleton, Alimen-

tary organs, Circulatory organs, Respiratory organs, Nervous system, Excretory organs, Structural arrangements of the Brain and spinal bulb (medulla oblongata) প্রভৃতি general build, structure and function of the human body, (অন্ততঃ Elementary physiology) প্রভৃতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

(৭) ওঁ ক্ষ্ঁ ওঁ ক্ষ্ঁ ক্ষোঁ…ওঁ = পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রকাশ্য।

(৮) (১) ওঁ ট্রঁ ওঁ ট্রঁ ট্রীঁ… ওঁ। (২) ওঁ ট্রঁ ওঁ ট্রঁ ট্রঁ…ওঁ।

(৩) ওঁ ট্রঁ ওঁ ট্রঁ ট্রেঁ…ওঁ। (৪) ওঁ ট্রঁ ওঁ ট্রঁ ট্রোঁ…ওঁ।

(৫) ওঁ ট্রঁ ওঁ ট্রঁ ট্রৌঁ…ওঁ। = এ সকলের ফলাফল পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রকাশ্য।

ওঁ ট্রঁ ওঁ ট্রঁ ট্রাঁ…ওঁ = দন্তের দোষ বর্ত্তায়।

ওঁ ট্রঁ ওঁ ট্রঁ ট্রৈঁ…ওঁ = দন্ত আপনা আপনি উঠিয়া যায়—তজ্জন্য বিশেষ কোন কষ্ট অনুভব হয় না। ইত্যাদি

(৬) ওঁ ব্রঁ ওঁ ব্রৃঁ ব্রৈঁ…ওঁ
ওঁ বঁ ওঁ বৃঁ বৈঁ ..ওঁ
= গা বমি বমি করিয়া মুখ হইতে জল, পিত্ত উঠে, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম বাহির হয়, প্রস্রাব হয়, বহুমূত্র রোগ।

ওঁ বঁ ওঁ বৃঁ বৈঁ…ওঁ = এই মন্ত্রে শরীর হইতে কেবলমাত্র জল বাহির হয়, কিন্তু ওঁ ব্রঁ ওঁ ব্রৃঁ ব্রৈঁ…ওঁ

=এই মন্ত্রে শরীর হইতে যে জল বাহির হয় তাহা অত্যন্ত অনিষ্টকারক।

ওঁ বঁ ওঁ বৃঁ বাঁ…ওঁ=অত্যন্ত পিপাসা।

ওঁ বঁ ওঁ বৃঁ বেঁ…ওঁ=নারেঙ্গা।

ওঁ বঁ ওঁ বৃঁ বীঁ…ওঁ
ওঁ বঁ ওঁ বূঁ ব্রীঁ…ওঁ
ওঁ বঁ ওঁ বৃঁ বৃঁ…ওঁ
ওঁ ব্রঁ ওঁ ব্রৃঁ ব্রৃঁ…ওঁ
ওঁ বঁ ওঁ বৃঁ বোঁ…ওঁ
ওঁ ব্রঁ ওঁ ব্রৃঁ ব্রোঁ..ওঁ
ওঁ বঁ ওঁ বূঁ বোঁ…ওঁ
ওঁ ব্রঁ ওঁ ব্রঁ ব্রোঁ…ওঁ

পরবর্ত্তী সংস্করণে প্রকাশ্য।

কীলক :—

ওঁ এ্রঁ এ্রাঁ এ্রিঁ এ্রীঁ এ্রুঁ এ্রূঁ এ্রেঁ এ্রৈঁ এ্রোঁ এ্রৌঁ এ্রঁ এ্রঃ অমুকং স্বাহা ওঁ—এই মন্ত্রে কাহারও নামে কীলক প্রস্তুত করা যায়। এই প্রক্রিয়ার পর উক্ত কীলক "ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ অমুকং (সেই অভিষ্ট ব্যক্তির নাম) মহাকালং কঙ্কালবদন কীলয় কীলয় গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা ওঁ"—এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া, অভিষ্ট ব্যক্তির বাসস্থানে প্রোথিত করিলে, ঐ কীলকের অমঙ্গলজনক প্রভাব কেবলমাত্র ঐ অভীষ্ট

ব্যক্তির উপরই অধিক পরিমাণে বর্ত্তিয়া থাকে, সেই স্থানস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিগণের উপর উক্ত কীলক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে না। এই প্রক্রিয়ায় দেশের বহু উপযুক্ত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে এবং হইতেছে—ইহা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

বিষ্ঠানাশের মন্ত্র—মল শুকাইয়া গুট্‌লে বাঁধে ঃ—

ওঁ শ্রীঁ হ্রাঁ ঐঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হং যং বং লং অমুকং...হূঁ ফট্ স্বাহা ওঁ, ইহাতে মুখ বিস্বাদ হয়, মলের পরিমান অত্যন্ত কমিয়া যায় এবং কোষ্ঠ কাঠিন্য রোগ হয়।

প্রাণ আকর্ষণ মন্ত্র ঃ—

ওঁ কঁ হাঁ হৃঁ অমুকং...ওঁ। Medulla Oblongata এবং cerebellum এর উপর আধিপত্য।

যক্ষ্মাকাশ (Phthisis) ঃ—

(১) ওঁ ক্ষ্রাঁ হ্রীঁ ক্ষ্রৈঁ ক্রৈঁ হৃঁ অমুকং...ওঁ = সর্দ্দি গয়ের বাহির হয়; বেশী দিন হইলে গয়েরের সহিত রক্ত দেখা দেয়। কলিকাতা সহরে শতকরা ৯০ জন ব্যক্তি এই রোগে ভুগিয়া থাকেন।

(২) ওঁ ক্ষ্রাঁ হ্রীঁ ক্ষ্রৌঁ ক্রৌঁ হৃঁ অমুকং...ওঁ = সর্ব্ব শরীরে বেদনাসহ উক্ত প্রকার রোগের লক্ষণ।

(৪) ওঁ য্রাঁ হ্রীঁ ক্ষ্রৈঁ য্রৈঁ হৃঁ অমুকং...ওঁ = বায়ুর সঞ্চার হইয়া

অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইয়া, শরীর হইতে সর্দ্দি, গয়ের বাহির হয়।

(৫) ওঁ য্রাঁ হ্রীঁ ক্ষ্রোঁ য্রোঁ হূঁ অমুকং...ওঁ=শরীরে বেদনার সহিত উক্ত প্রকার রোগের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

(৬) ওঁ ব্রাঁ হ্রীঁ ক্ষ্রোঁ ব্রোঁ হূঁ অমুকং...ওঁ

(৭) ওঁ ব্রাঁ হ্রীঁ য্রোঁ ব্রোঁ হূঁ অমুকং...ওঁ

(৮) ওঁ ব্রাঁ হ্রীঁ ট্রোঁ ব্রোঁ হূঁ অমুকং...ওঁ

(৯) ওঁ ক্ষ্রাঁ হ্রীঁ ট্রৈঁ ব্রৈঁ হূঁ অমুকং...ওঁ। ইত্যাদি ইত্যাদি

নিধন প্রক্রিয়া :—

(১) ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হূঁ অমুকং মহাকালং...ওঁ=হার্টফেল হইয়া মৃত্যু।

(২) ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হূঁ মাতঙ্গে ফট্ স্বাহা ওঁ=১।২ নং প্রক্রিয়া আভিচারিক উদ্দেশে প্রয়োগ করিলে বুক ধড়ফড় করিয়া heart fail হইয়া মৃত্যু ঘটে কি না দেখিয়া সাবধান হওয়া উচিত।

(৩) ওঁ হ্রীঁ বিশালাক্ষৈ নমঃ ওঁ=বিশালাক্ষি দেবীর এই আভিচারিক মন্ত্র যে ব্যক্তির উদ্দেশে প্রয়োগ করা যায় তাহার ত্বকের (গাত্রের চর্ম্মের) উপর জ্বালা করিয়া (চিড়্ বিড়্ করিয়া) বহু ঘামাচি বাহির হয়। শত্রুর নিকট হইতে শক্তি সঞ্চয় করা যায়। গ্রীষ্মকালে সুবিধাবাদীগণ এই

প্রক্রিয়া অধিক করিয়া থাকেন। যে সমস্ত ব্যক্তির (বালক বালিকাদিরও) শরীরে অধিক পরিমাণে ঘামাচি হইয়া থাকে তাঁহারা এই প্রক্রিয়ার বিষয় বিশেষভাবে অবহিত হইয়া সাবধান হইবেন।

(৪) ওঁ নমো ভগবতি জ্বালামালিনী গৃধ্রগণ পরিবৃতে হুঁ ফট্ স্বাহা ওঁ।

(৫) ওঁ ক্রীঁ হ্রীঁ বালিকে কঙ্কালী স্বাহা ওঁ—এই মন্ত্রে সাধক শত্রুর নিকট হইতে শক্তি বা বল সঞ্চয় করিতে পারেন। সাধকের সমস্ত শত্রু বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এই প্রয়োগে মাথা, গাত্র আদি জ্বালা করে—মস্তকাদির চুল তৎক্ষণাৎ পাকিয়া যায় এবং বৃদ্ধ দেখায়। এই মন্ত্র প্রয়োগের ফলে কত স্বাস্থ্য সম্পন্ন, লালিত্যযুক্ত যুবককেও (তাঁহাদের চুল পাকিয়া যাওয়ায়) বৃদ্ধের মত দেখিতে হইয়াছে, তাহার সন্ধান কেহ রাখেন কি ?

ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পশুনাম স্বাহা ওঁ. এই মন্ত্রে কঙ্কালের শব্দ বুঝিতে পারা যায়।

(৬) ওঁ হ্রাঁ শ্রীঁ শ্রীঁ বিশালায়ৈ স্বাহা ওঁ—এই মন্ত্র প্রয়োগে শরীরস্থ glands সমূহে অত্যন্ত ব্যথা হইয়া মৃত্যু ঘটে।

(৭) ওঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ পদ্মাসনে মহাকালং কঙ্কাল-বদন ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ গৃহ্ন গৃহ্ন ভিন্দি ভিন্দি শূলেন হূঁ ঠ ঠঃ ওঁ।

অভিষ্ট সিদ্ধি ঃ—

(১) ওঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ অমুকং মহাকালং...ওঁ

(২) ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ...ওঁ

(৩) ওঁ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ...ওঁ

(৪) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ...ওঁ

(৫) ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হূঁ...ওঁ

ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ পশুনাম পদ্মাসনে মহাকালং কঙ্কালবদন বোধয় বোধয় স্বাহা ওঁ।

গাভীর দুগ্ধনাশ মন্ত্র ঃ—(গাভীকে মনন করিয়া) ওঁ হ্রীঁ মহাকালং কঙ্কালবদন চামুণ্ডে বজ্রপানি হ্রীঁ ফট্ স্বাহা ওঁ।

নিদ্রাভিভূত করা (নিদিলীর মন্ত্র) ঃ—

(১) ওঁ হ্রীঁ অমুকং মহাকালং কঙ্কালবদন চণ্ডা ওঁ উগ্রচণ্ডা রিং কাঁ কালিকা নিদ্রয় নিদ্রয় স্বাহা ওঁ।

(২) ওঁ হ্রীঁ অমুকং মহাকালং কঙ্কালবদন শুদ্ধে শুদ্ধে যোগিণী মহানিদ্রে স্বাহা ওঁ।

মন্ত্র অংশ বা মন্ত্রভাগ ও তাহার বিশদ বিবৃতি সমাপ্ত।

মহাকাল কঙ্কালবদন মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত অস্থি বা কাষ্ঠের প্রভাব যে কত অমঙ্গলজনক তাহা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিশ্বাস করেন না। নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে অভিমন্ত্রিত অস্থি আদির অমঙ্গলজনক প্রভাবের বিষয় অবগত হওয়া যাইবে।

(১) সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে দুই ব্যক্তি চেষ্টা করিলে অভিষ্ট ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ অনিষ্ট সাধন করা যায়। দুই ব্যক্তির মধ্যে একব্যক্তি "ওঁঐঁ হ্রীঁ অমুকং মহাকালং কঙ্কালবদন কীলক কীলয় দর্শয় দর্শয় স্বাহা ওঁ– এই মন্ত্র {অভীষ্ট ব্যক্তির শরীরের যে স্থান (মাংস, রক্ত, অস্থি আদি) অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করিবে সেই স্থানে} পতিত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া জপ করিবে; এবং অপর ব্যক্তি "ওঁ ক্রীঁ ক্ষ্রুঁ ক্রীঁ অমুকং মহাকালং কঙ্কাল-বদন গৃহ্ন গৃহ্ন ভিন্দি ভিন্দি শূলেন হূঁ ঠ ঠঃ ওঁ" এই মন্ত্র জপ করিলে অভীষ্ট ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ অনিষ্ট করিতে পারা যায়। শেষ মন্ত্রের বীজ অংশের নিম্নে বা স্থানে রেখাঙ্কিত আছে, ঐ অংশ পরিবর্ত্তন করিয়া বিভিন্ন বীজ সংযুক্ত করিয়া জপ করিলে ভিন্ন ভিন্ন রোগে আক্রান্ত করিয়া নিধন করা যায়। যথা ক্রীঁ ক্ষ্রুঁ ক্রীঁ এই বীজের পরিবর্ত্তে "হূঁ জ খ খ" এই বীজ উক্ত মহাকাল মন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া জপ করিলে অভীষ্ট ব্যক্তির ডিপথিরিয়া, নিউমোনিয়া, প্লেগে মৃত্যু হইয়া থাকে। এই প্রকারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিলে অভীষ্ট ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ অনিষ্ট সাধন করিতে পারা যায়। (কিন্তু অপরের বাসস্থানাদিতে কীলকশল্য স্থাপন করিয়া রাখিলে

অভীষ্ট ব্যক্তির অনিষ্ট সাধন করিতে এক ব্যক্তিই যথেষ্ট) এই সকল কারণে আত্মরক্ষার্থে যত বেশী সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কালাতিপাত করা যায় ততই মঙ্গল। সুবিধাবাদীগণ ইহা বিশেষরূপ অবগত আছেন, কারণ সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বাস করিলে হঠাৎ কেহ অনিষ্ট সাধনে সাহসী হয় না। তজ্জন্য সুবিধাবাদীগণ প্রতিপক্ষের স্ত্রী কিম্বা স্বামীর অকালমৃত্যু সংঘটিত করিয়া থাকেন। এই কারণেই আন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে তথা বাঙ্গালায় বিবাহিতা স্ত্রীর (প্রসূতির) অকাল মৃত্যুর সংখ্যা এত অধিক। ঝিনঝিনিয়া বা থরথরিয়া রোগে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বা একত্রে থাকা কত ভাল তাহা বর্ত্তমানে জনসাধারণ কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেছেন। সকল রোগেই সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করা উচিত। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে চুরি ডাকাতি প্রভৃতি অতি সহজে এবং প্রায় সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করা যাইতে পারে। অবশ্য যে সব ক্ষেত্রে চুরি অতি গোপনে সাধিত হয় এবং চোরকে একবারও চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না, সে ক্ষেত্রে চোরকে বিনাশ করা বা ধরা শক্ত। কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে চোর বা ডাকাতকে জানালাদির মধ্য দিয়া টর্চ্চ লাইট প্রভৃতির দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় সেই স্থানে এই মহাকাল মন্ত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ দুই ব্যক্তি—গ্রামবাসী বা যে কোন দুই ব্যক্তি উক্ত প্রকার চেষ্টা করিলে অন্ততঃ চোর বা ডাকাতদের এক জনেরও কোন অঙ্গের হানি করিয়া বা চলচ্ছক্তি রহিত করিয়া অতি সহজে ধরা যায়। (ওঁ ষ্রোঁ ট্রূঁ ষ্রোঁ অমুকং...)ইত্যাদি বিভিন্ন মন্ত্রে চলচ্ছক্তি রহিত

করা যায়। তজ্জন্য একস্থানে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করা উচিত।

(২) ৪ খণ্ড দ্বাদশাঙ্গুল বা ষষ্ঠাঙ্গুল পরিমিত মনুষ্যাস্থিময় কীলক সংগ্রহ করিয়া ঐ কীলক সকলকে "ওঁ কং হাঁ হূঁ অমুকং (অর্থাৎ যাহার উদ্দেশে প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার নাম) মহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ণ গৃহ্ণ কীলয় কীলয় নমঃ স্বাহা ওঁ" (ইহা কীলক প্রস্তুত করিবার মন্ত্র), এই মন্ত্র দ্বারা ১০৩০ বার অভিমন্ত্রিত করিবার পর সঞ্জিবীত করিয়া ঐ কীলক সকল,অভীষ্ট ব্যক্তির বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে বা যে কোন স্থানের চতুর্দ্দিকে (বা যে স্থানে পরীক্ষা করা হইবে সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে) মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া রাখিতে হইবে। এই প্রকারে কীলক প্রস্তুত করা যায়। কীলক অভিমন্ত্রিত করিবার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক, কারণ ঐ সকল কীলক মহাকাল মন্ত্র দ্বারা দীপন করিলে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় প্রচণ্ড শক্তিশালী হইয়া উঠে। ঐ কীলক সকল যে স্থানে অবস্থিত থাকে, তাহার মধ্যস্থলে যদি কোন ব্যক্তি অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অপরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া কালাতিপাত করিতে হইবে। কারণ তাঁহার প্রতি হিংসাপরবশ হইয়া অপরে যদি সদ্যনিপাতন মহাকাল মন্ত্র প্রয়োগ করে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু অনিবার্য্য।

তৎপরে কীলক কিরূপে জাগরিত করা যায় এবং কি প্রকারে কীলক তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রাণীগণের প্রাণ

হরণ করে তাহা কথিত হইল। যে ব্যধিতে আক্রান্ত করিতে ইচ্ছা করা যায়, সেই প্রকার বীজ মন্ত্রের (বীজ মন্ত্র অন্যত্র দেখ) সহিত মহাকাল মন্ত্র সংযুক্ত করিয়া জপ করিলে (ঐ প্রকারে স্থাপিত কীলককে মহাকাল মন্ত্র দ্বারা জাগরিত করিয়া, অভীষ্ট ব্যক্তি কীলকের উপর অবস্থান করিতেছে এই প্রকার মনন করিয়া জপ করিলে) তৎক্ষণাৎ ঐ অভীষ্ট ব্যক্তির উক্ত রোগ হইবে। বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন তারের সংস্পর্শে আসিলে শরীরে যেমন shock অনুভূত হয়, ভূনিম্নস্থ কীলক শল্যের সংস্পর্শে আসিলে এবং ঐ কীলকশল্য দীপক মন্ত্রদ্বারা সঞ্জিবীত করিলে আমাদের শরীরের মধ্যে সেইরূপ অনুভূত হয়। যেমন কাহাকেও দদ্রু রোগে আক্রান্ত করিতে ইচ্ছা করিলে, "ওঁ ক্ষ্ঁ ক্ষঁ ক্ষাঁ অমুকং মহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ন গৃহ্ন ভিন্দি ভিন্দি শূলেন হূঁ ঠ ঠঃ ওঁ" এই দীপক বা মহাকাল মন্ত্র অভীষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশে জপ করিতে হয়।

অভীষ্ট ব্যক্তির যে অঙ্গের চর্ম্ম মনে করিয়া জপ করা যাইবে তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গের চর্ম্ম চুলকাইয়া দদ্রু হইবে। কাহাকেও নিদ্রাভিভূত করিবার ইচ্ছা করিলে "ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রঁ শ্রৈঁ শ্রোঁ শ্রঃ অমুকং ইত্যাদি" মন্ত্র যাহার মস্তকাভ্যন্তর উদ্দেশে জপ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার ঘুম আসিবে। এই মন্ত্র অপেক্ষা নিদিলীর মন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী--নিদিলীর মন্ত্র অন্যত্র দেখুন। সুবিধাবাদীগণ চোর, ডাকাত এবং তাঁহাদের সংবাদ দাতা প্রভৃতি অসজ্জন ব্যক্তি বা খল প্রকৃতির বিধবাগণ দ্বারা নিদিলীর (নিদ্রাভিভূত

করিবার) ঔষধের প্রলোভনে অপরের বাটীতে বা বাটীর চতুর্দ্দিকে বা সর্ব্বদা গমনাগমন স্থানে কোন কোন ক্ষেত্রে গৃহাভ্যন্তরে অভিমন্ত্রিত অস্থি বা কীলক মৃত্তিকাভ্যন্তরে স্থাপন করাইয়া লইতেছেন কি না—কে ইহার সন্ধান রাখে? পূর্ব্বে স্থানে স্থানে মনুষ্যাস্থি পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত কিন্তু এক্ষণে তাহা দৃষ্ট হয় না কেন, তাহা কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন কি? মাটীর সার প্রভৃতি কার্য্যের জন্য যে সকল ব্যক্তি অস্থি সংগ্রহ করে তাহারা স্থান বিশেষে (সুবিধাবাদীগণের বসত যে স্থানে) পূর্ব্বের ন্যায় মনুষ্যাস্থি খুঁজিয়া পায় না।

বিভিন্ন রোগের জন্য মহাকাল মন্ত্রের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বীজ মন্ত্র সংযুক্ত করিয়া জপ করিতে হয়। এই একই কীলকরূপ দেবতা মৃত্তিকাভ্যন্তরে স্থাপন করিবার ফলে অপরের অলক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের দ্বারা দেশ মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রোগের সৃষ্টি হইতেছে। ইহা সকলকে বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া সাবধান হইতে অনুরোধ করি। প্রচুর তৈলাদি থাকিতেও দীপ শিখা যেমন প্রবল বাতাসে বা ঝড়ে সহসা নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ পরমায়ু থাকিতেও অপরের অলক্ষিতে শব্দরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যার সাহায্যে উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বনে মানবের জীবন দীপ সহসা নির্ব্বাপিত হইতে পারে। ইহাতে কিছু মাত্র বৈচিত্র নাই। যেমন—যিনি পাখা প্রভৃতির দ্বারা প্রবল বাতাস উৎপন্ন করিতে পারেন, তিনিই দীপ শিখা সহজেই নির্ব্বাপিত করিতে পারেন, সেইরূপ যিনি উড্ডীশাদি

মারণ শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে জানেন, তিনি অপরের অলক্ষিতে কেবলমাত্র মন্ত্র জপ দ্বারা অপর ব্যক্তির প্রাণ-প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিতে সক্ষম। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ হস্তরেখা দেখিয়া এবং কোষ্ঠী বিচার করিয়া যাহাকে দীর্ঘজীবী এবং ধন-সম্পত্তিশালী বলিয়া প্রচার করিলেন, উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কোপানলে পতিত হইলে বা তাঁহার সহিত বিরুদ্ধ স্বার্থ বর্ত্তমান থাকিলে ঐ দীর্ঘজীবী ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ অকালে মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হয়; কিম্বা ঐ ব্যক্তিকে রোগে ভুগিয়া ধন সম্পত্তি সমুদয় নষ্ট করিতে হয়। যাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের ফলাফলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন এবং জ্যোতিষের ফলাফল মিলে না কেন বলিয়া প্রশ্ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা এই বিষয় ভাবিয়া দেখিবেন কি ?

আত্মরক্ষায় যত্নবান হইতে হইলে সর্ব্বদা পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দিন দিন সুবিধাবাদী-গণ স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সয়তানি সাধনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিতেছেন। তজ্জন্য দেশে রোগ অকালমৃত্যু দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। যে ব্যক্তি একবার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করেন যে তাঁহার স্ত্রী, পুত্র সকলেই এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করুক, কারণ তাহা হইলে তাহার পরিবারস্থ সকলের প্রচেষ্টায় সমবেত ভাবে তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। এ বিষয়ে সুবিধাবাদীগণ এবং

তাঁহাদের নিয়োজিত ব্যক্তিগণ হইতেই (খল প্রকৃতির বিধবাদি হইতে কিনা লক্ষ্য রাখিলে তাহা জানিতে পারিবেন) অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়গুলির অধিক পরিমাণে অনিষ্ট সাধিত হইবার সম্ভাবনা। সুবিধাবাদীগণের নিয়োজিত বিধবাদি অপরের সকল সংবাদ রাখিতেই ব্যস্ত। যাহারা সুবিধাবাদী-গণের জন্য এরূপ ভাবে সকল কার্য্য করিয়া থাকে তাহারা সুবিধাবাদীগণের যন্ত্রী স্বরূপ এবং অভিমন্ত্রিত অস্থি, দূষিত কাষ্ঠ বা কীলকশল্য সুবিধাবাদীগণের যন্ত্র বা অস্ত্র স্বরূপ। যাহারা যন্ত্রী স্বরূপ হইয়া কার্য্য করিয়া অপরের বাসস্থানাদিতে অভিমন্ত্রিত অস্থি বা কাষ্ঠাদি স্থাপনে সুবিধাবাদীগণকে সহায়তা করে, তাহাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান লওয়া একান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে এই স্বার্থপরতার যুগে প্রাণে বাঁচা বা আত্মরক্ষা করা সম্ভব নহে।

ভদ্রসন্তান, শিক্ষিত বা অবস্থাপন্ন হইলেও সুবিধাবাদীগণ অশিক্ষিত, অসজ্জন, খলপ্রকৃতির লোক বা বিধবা, চোর, ডাকাত বিশেষতঃ চোর, ডাকাত দলের (informer) সংবাদ-দাতা, বিশ্বাসঘাতক, হিংসুক প্রকৃতির ব্যক্তিগণের সহিত পরোক্ষভাবে মিশিতে চেষ্টা করেন এবং মিশিয়া থাকেন—লক্ষ্য করিলে ইহা বুঝিতে পারিবেন। এরূপ করিবার কারণ কি? বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন জনসাধারণের উপর সর্ব্ব বিষয়ে প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য নিদিলীর

ঔষধ আদির প্রলোভন দেখাইয়া ছলে, কলে, কৌশলে সুবিধাবাদীগণের অঙ্গুলি হেলনে চালিত অসৎ ব্যক্তি বা অজ্ঞ বিধবাদির দ্বারা জনসাধারণের বাসস্থানে কোন প্রকারে একবার অভিমন্ত্রিত অস্থি বা কীলকশল্য স্থাপন করাইয়া লওয়াই সুবিধাবাদীগণের একমাত্র উদ্দেশ্য। গ্রামের সকলেই অসজ্জন হইতে পারে না। স্বগ্রামের বা ভিন্ন গ্রামের একটী মাত্র অসজ্জন বা খল প্রকৃতির ব্যক্তি বা বিধবাকে কোন প্রকার প্রলোভনে হাত করিতে পারিলে বা স্বমতে আনিতে পারিলে তাহার দ্বারা অপরের (জনসাধারণের) বাসস্থানে কীলকশল্য স্থাপন দ্বারা মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণ সমগ্র গ্রামের অনিষ্ট সাধন করিতে পারে বা সমগ্র গ্রামের ব্যক্তিবর্গকে নিজের অঙ্গুলি হেলনে চালিত করিতে পারে। আর যে তস্কর, সে ধনী, দরিদ্র, আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতি যাহার সুবিধা পায় তাহারই সমস্ত অপহরণ করিতে চেষ্টা করে, তজ্জন্য এরূপ ব্যক্তিগণের (তস্করাদির) দ্বারা সুবিধাবাদীগণ সকলের বাটীতে কীলকশল্য স্থাপন করাইয়া লইবার সুবিধা বা সুযোগ অন্বেষণ করেন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবেন সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত ধনী, দরিদ্র প্রায় সকল ব্যক্তির বাটী, ভদ্রাসন, সদর দরজার সম্মুখভাগ, বাটীর পার্শ্ব, বাটীতে যাইবার প্রবেশ পথ বা রাস্তার সংযোগ স্থলাদিতে ভূমির নিম্নে কয়েক বৎসরের মধ্যে অতি আশ্চর্য্যজনক ভাবে কীলকশল্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তজ্জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার

প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে এবং অভিমন্ত্রিত অস্থি বা কীলকশল্যের অমঙ্গলজনক স্থায়ী প্রভাবের বিষয় জনসাধারণকে জানাইয়া দিয়া সাবধান করিতে হইবে। তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে—এই প্রকার শল্যের দ্বারা নিদিলীর কার্য্য, দেবতাগণের ভর, বশীকরণ প্রভৃতি যেমন সম্ভবপর, সেইরূপ ইহার প্রভাবে নিজের ইচ্ছামত অপরকে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখান, বিভিন্ন রোগে ভোগান, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত করান যাইতে পারে। যে বাটীতে, যে স্থানে, যে গৃহে এই প্রকার অমঙ্গলজনক অস্থি বর্ত্তমান থাকে সে বাটী, সে স্থান, সে গৃহ রোগ, অকাল মৃত্যুর জন্য লোকশূন্য হইতে বা শ্মশানে পরিণত হইতে বাধ্য। সেই স্থানে, সেই গৃহে বা সেই বাটীতে শান্তি স্থাপনের জন্য যতই শান্তি স্বস্ত্যয়ন, পূজা, হোম, বাস্তুযাগ, যজ্ঞ, চণ্ডিপাঠ, জপ, তপ, মাদুলি, কবচাদি ধারণ, ঔষধ, পথ্য, বায়ু পরিবর্ত্তন প্রভৃতি করা যাউক না কেন—যতই সতর্কতা অবলম্বন করা যাউক না কেন, যতদিন ঐ প্রকার অমঙ্গলজনক অস্থি বা দূষিত কাষ্ঠ সেই স্থান, বাটী বা গৃহ হইতে উদ্ধার সাধন করা বা তুলিয়া ফেলা না হইতেছে, ততদিন কোন প্রকার শুভফল ফলিতে পারে না; অর্থক্ষয়, সম্পত্তি নাশ, রোগ, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি লাগিয়া থাকিবেই। তজ্জন্য কালবিলম্ব না করিয়া অমঙ্গলজনক অস্থি বা দূষিত কাষ্ঠের অমঙ্গলজনক প্রভাবের বিষয় জনসাধারণের অবগতির জন্য এবং আত্মরক্ষায় সাবধান হইবার জন্য হ্যাণ্ডবিল,

বিজ্ঞাপনাদির বহুল প্রচার করা গভর্ণমেণ্ট এবং শিক্ষিত জনসাধারণের একান্ত কর্ত্তব্য।

অস্থি অভিমন্ত্রিত করিলে যেমন তাহার অমঙ্গলজনক প্রভাব বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ খদির কাষ্ঠ, নিম্বকাষ্ঠ প্রভৃতি অভিমন্ত্রিত করিলেও তাহার অমঙ্গলজনক প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু অস্থি যেমন শতাব্দীর পর শতাব্দীর স্থায়ী হইয়া স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে, অমঙ্গলজনক কাষ্ঠাদি (অস্থি অপেক্ষা শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া) অস্থির ন্যায় বহু শতাব্দী ব্যাপী স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। এই অমঙ্গলজনক অস্থি আদির জন্যই দেশে দিন দিন রোগ, অকালমৃত্যু, শিশুমৃত্যু, প্রসূতিমৃত্যু, শষ্যাদির হানি, অজন্মা, অনাবৃষ্টি, পুষ্করিণী আদিতে জলাভাব, ভূমিকম্প প্রভৃতি সাধিত হইতেছে। বহুশত বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে যত অমঙ্গল যত অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে, গত কয়েক বৎসরের মধ্যে রোগ, অকালমৃত্যু, এবং তজ্জনিত দরিদ্রতা,—ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়, অতিশয় গ্রীষ্ম প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় প্রভৃতির দ্বারা তাহা অপেক্ষা আমরা অনেক অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি এবং হইতেছি। এরূপ ব্যাপার যে কেন সম্ভবপর—অভিমন্ত্রিত অস্থি আদি বা কীলকশল্যের বিষয় যতই জানিতে চেষ্টা করিয়া অনিসন্ধিৎসু হওয়া যাইবে, ততই তাহার কারণ বুঝিতে পারা যাইবে। আরও বুঝিতে পারা যাইবে মহাকাল মন্ত্রের কি

অসাধারণ ক্ষমতা, প্রভাব। সর্ব্বোপরি বুঝিতে পারা যাইবে—অগ্নি যেমন বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া সমগ্র বন দগ্ধ করিয়া ফেলে তদ্রূপ সুবিধাবাদীগণের স্বার্থপুষ্ট জ্ঞান, শব্দরূপ ব্রহ্মবলের (মন্ত্রবলের) সহিত মিলিত হইয়া সমগ্র জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে।

কোন স্থানে ১টী কিম্বা ২টী কীলকশল্য থাকিলে তাহা উদ্ধার করা সহজ ব্যাপার, কিন্তু যে স্থানে অধিকসংখ্যক অস্থি বা কাষ্ঠময় কীলকশল্য থাকে, সে স্থানের কীলকশল্য উদ্ধার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কষ্টকর এবং অসাধ্যজনক ব্যাপার, কারণ যাঁহারা কীলকশল্য উদ্ধার করিবার জন্য যত্নবান হইবেন, সুবিধাবাদীগণ ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ প্রাণে অনিষ্ট করিতে পারেন; কীলকশল্যের সংখ্যা যত অধিক হইবে কীলকশল্য উদ্ধার করা বা সেইস্থানে বাস করা ততই বিপজ্জনক হইবে। তজ্জন্য সুবিধাবাদীগণ যাহার অনিষ্ট সাধনে যত্নবান হন, তাহার বাসস্থানে ১টী কিম্বা ২টী মাত্র কীলকশল্য স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন না—অধিক সংখ্যক কীলকশল্য স্থাপনে চেষ্টিত হয়েন। রাঢ়ভূমে গঙ্গার দুই পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সমূহ আজ শ্মশানে পরিণত হইয়াছে কেন—তাহা জনসাধারণ বলিতে পারেন কি? এক্ষণে জনসাধারণের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। আজ যদি মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণকে অপরের (যাঁহারা সমস্ত বৎসর

ধরিয়া ভুগিতে থাকেন) বাসস্থান বা বাটীতে বাস করিতে বাধ্য করিবার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে সুবিধাবাদীগণকেও অপরের মত সমস্ত বৎসর নিশ্চয় ভুগিতে হইবে। মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণ সমস্ত বৎসর সুস্থশরীরে মনের সুখে বাস করিতেছেন। কিন্তু কীলক এবং অকীলকশল্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি কেন যে রোগে ভুগিয়া দিন দিন শীর্ণকায় এবং জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়িতেছেন সে বিষয় কি এখনও চিন্তা করিয়া দেখিবার আমাদের সময় আসে নাই ?

এদেশের জনসাধারণ এ সকল আভিচারিক ক্রিয়ার বিষয় অবগত হইবার পর আত্মরক্ষায় সচেষ্ট না হইয়া যদি কেবলমাত্র শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে মনোযোগী হন, তাহা হইলে তাঁহাদের মনোরথ এদেশে পূর্ণ হইবার আশা নাই। তাঁহাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক —বলই অর্থের মুল। আর সে বল ক্ষত্রিয় বল বা বৈশ্য বল নহে— সে বল হইতেছে শব্দরূপব্রহ্মবল। এই বলের অভাবে—শব্দরূপব্রহ্মবলে অনভিজ্ঞ কত বাঙ্গালীর কত প্রতিষ্ঠান (সুবিধাবাদীগণের কোপে পতিত হইয়া তাঁহাদের সয়তানি সাধনা প্রভাবে) নষ্ট হইয়াছে—তাহার সন্ধান কেহ রাখেন কি ? যাঁহারা শিল্প, বাণিজ্য, ব্যবসা, শিক্ষা প্রভৃতির দ্বারা,—কলকারখানা প্রভৃতি স্থাপনে,—কৃষিকার্য্য, জমিদারী প্রভৃতির দ্বারা

নিজ নিজ আর্থিকাদি অবস্থার উন্নতি সাধনে যত্নবান্ তাঁহারা আজ সুবিধাবাদীগণের কোপে পতিত হইয়া (কারণ সুবিধাবাদীগণ কাহারও আর্থিকাদির উন্নতি দেখিতে পারেন না)—সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা প্রভাবে রোগে ভুগিয়া প্রভৃত অর্থ ক্ষতি দ্বারা ও বিষয় আশয় নষ্ট করিয়াও, ব্যবসা বাণিজ্যাদি রক্ষা করা দূরের কথা, নিজের নিজের স্বাস্থ্য, শরীর-সত্তা রক্ষা করিতেও অক্ষম। ইহাই দেশের বর্ত্তমান অবস্থা। জনসাধারণকে নিজেদের আয়ত্তাধীনে রাখিতে হইলে নিজেদের অঙ্গুলি হেলনে চালিত করিতে হইলে, জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, জনসংখ্যা প্রভৃতি নিজেদের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে—ইহাই সুবিধাবাদীগণের মনোবৃত্তি। এই মনোবৃত্তির জন্যই একদেশদর্শী সামাজিক বিধিব্যবস্থাদির প্রবর্ত্তন,—জনসংখ্যা, শিক্ষা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অবিচারিত চিত্তে সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনার ব্যবস্থা। স্বধর্ম্মাবলম্বীগণ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও সুবিধাবাদীগণের (এই প্রকার মনোবৃত্তির জন্যই) মধ্যে কোন সাড়া দেখিতে পাওয়া যায় না।

"আমাদের সমাজ—তাহার রূপ ও ধ্যান" সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া জনৈক সমাজহিতৈষী মনস্বী লেখক (শ্রীযুক্ত বাবু বীরেন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়) ইঙ্গিত করিয়াছেন—"এত সাধনা, এমন সিদ্ধি, সভ্যতার এমন অভিমান, এত প্রাচুর্য্য! কিন্তু তবুও একি?" এই "একি" সমস্যার সমাধান করিতে

হইলে আমাদের—জনসাধারণের সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হইবে। সুবিধাবাদীগণের মতিগতি যেরূপ স্বার্থপরতায় পূর্ণ, আমাদের সমাজের ক্ষত যেরূপ মূল দেশ-প্রসারী, তাহা হইতে সাবধান হইতে হইলে—আরোগ্য লাভ করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিতে হইলে, আমাদিগকে সকল বিষয়েই সেইরূপ গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

কেবলমাত্র সুবিধাবাদীগণ এবং তাঁহাদের সাহায্যকারী স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি ব্যক্তিগণের উপর লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না—স্বসত বাটীর সর্ব্বত্র,রাস্তা,ঘাট,পাইখানা,বাগান,পুষ্করিণী, যেস্থান দিয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করিতে হয় এরূপ স্থান সকলে কীলক শল্য আছে জানিতে পারিলেই সেই স্থানে অবস্থান বা গমনাগমন করিবে না—সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে, কিম্বা উক্ত স্থানস্থিত কীলকশল্য উদ্ধার করিয়া ফেলিবে। ঐ সকল স্থানস্থিত শল্য দেবতা বা সুবিধাবাদীগণ কর্ত্তৃক ইচ্ছাপূর্ব্বক স্থাপিত কীলকশল্যরূপ দেবতার (electrified bones) উপর দিয়া গমনাগমন কালীন অভীষ্ট ব্যক্তিকে সুবিধাবাদীগণ মহাকাল মন্ত্র দ্বারা ঐ দেবতার আয়ত্বাধীন করিয়া রাখিতে পারেন। তৎপরে সুবিধাবাদীগণ নিজেদের ইচ্ছামত সকল সময়েই অভীষ্ট ব্যক্তির স্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি, ধন, শিক্ষা এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন—অর্থাৎ সুবিধাবাদীগণ ইচ্ছা করিলে অভীষ্ট ব্যক্তিগণকে যে কোন রোগে

ভুগাইতে, স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে, অর্থহানি করাইতে, ছেলেদের শিক্ষা প্রভৃতিতে ব্যাঘাত জন্মাইতে, অর্থ সম্পত্তি নষ্ট করিতে পারেন—এমন কি মুহূর্ত্তে মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত করিতে পারেন। এই কারণে অর্থাৎ কীলকশল্যাদির উপর দিয়া গমনাগমন কালীন বা বাসস্থানাদির চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকাভ্যন্তরে কীলকশল্য স্থাপন জন্য তৎস্থানে অবস্থান কালীন (বা অন্য সময়েও) heart fail, ঝিন্‌ঝিনে, মেনিনজাইটিস্, কলেরা প্রভৃতি রোগ অকালে সংঘটিত হয়।

বর্ষাকালে জলসিক্ত হওয়ায় ভূমি নরম থাকে বলিয়া (এবং অন্য কালেও বৃষ্টি হওয়ায় ভূমি যখন নরম থাকে) কীলকশল্য বা অভিমন্ত্রিত অস্থি আদি ভূমিতে স্থাপন করা অতি সহজ সাধ্য এবং নরম থাকার জন্য ভূমি খনন করিবার পর উপরের মাটী চাপিয়া দিয়া অতি সহজে গর্ত্ত ভরিয়া দেওয়া যায়, তৎপরে সেই স্থানে কেহ গর্ত্ত করিয়াছিল কিনা তাহা উপরের মাটী দেখিয়া কেহ ধরিতে পারে না। তজ্জন্য বর্ষার সময় কিম্বা বর্ষার পর (মাটী যতদিন নরম থাকে) সকলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবেন।

কলিকাতা প্রভৃতি সহরে কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নূতন ড্রেন বসাইবার সময় কিম্বা পুরাতন ড্রেন তুলিয়া ফেলিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে অন্য ড্রেন বসাইবার সময় যখন মৃত্তিকা খনন করা হয়, সুবিধাবাদীগণের এবং তাঁহাদের সাহায্যকারী ব্যক্তিগণের তখন বিশেষ সুবিধাই হইয়া থাকে ; ড্রেনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ

কর্ত্তৃক মৃত্তিকা খনন করিলে, সেই গর্ত্তে অভিমন্ত্রিত অস্থি আদি ফেলিয়া দিলেই সুবিধাবাদীগণের কার্য্য সমাধা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে সুবিধাবাদীগণের মৃত্তিকা খনন করিবার আর আবশ্যক হয় না। যে স্থানে কীলকশল্য প্রোথিত করিবার কোন সুবিধা নাই, সেই স্থানে drain বা ভূনিম্নস্থ pipe যদি তুলিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে সুবিধাবাদীগণ বিনা আয়াসে নিজেদের কার্য্য সমাধা করিয়া লইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্য মনে পোষণ করিয়া সুবিধাবাদীগণ রোগাদির জন্য drainage Systemএর দোষ দিয়া থাকেন কি না তাহা কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন কি? সহরে পিচের রাস্তার জন্য যত্রতত্র অভিমন্ত্রিত অস্থি আদি স্থাপন করা অসুবিধা বোধে সুবিধাবাদীগণ কখন কখন প্রচার করিতে ব্যস্ত পিচের বা Tarmakademএর জন্য typhoid রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশবাসীকে (সকল শ্রেণী, সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে) বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া এইরূপ অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে সতর্ক করা সত্ত্বেও তাঁহারা (দেশবাসীগণ) এ সকল কথায় কর্ণপাত করা উচিত বলিয়া মনেই করেন নাই—পরন্তু যাঁহারা এ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন তাঁহারা আজ সুবিধাবাদীগণের সঙ্ঘবদ্ধভাবে সয়তানি সাধনার প্রভাবে একে একে অকালে মহাকালের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। আর যদি কেহ আত্ম-রক্ষায় যত্নবান হন, অপরের এমন কি আত্মীয় স্বজনের ও কোন প্রকার সাহায্য না পাওয়ায় সুবিধাবাদীগণের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায়,

তাঁহার একার চেষ্টা ফলবতী না হওয়ায় অকালে শমন সদনে প্রেরিত হইতে এরূপ ব্যক্তি বাধ্য হইতেছেন। সকল শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির মধ্যেই এমন কি সুবিধাবাদিগণ যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সেই শ্রেণীর অন্যান্য ব্যক্তিগণের (যাঁহাদের সহিত সুবিধাবাদীগণের বিরুদ্ধ স্বার্থ বর্ত্তমান তাঁহাদের) মধ্যেও অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে; রোগ, দরিদ্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণ সুস্থ দেহে আর্থিক উন্নতি, পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছেন—দিন দিন সমাজে তাঁহাদের প্রভুত্ব, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। এক্ষণে জনসাধারণ এবং সরকার বাহাদুরের এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক নহে কি ?

অভিমন্ত্রিত অস্থি বা কাষ্ঠময় কীলক ভূমিতে স্থাপন করিবার পর সুবিধাবাদীগণ প্রথমে এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপর (বালক বালিকা, দাস দাসী, অশিক্ষিত স্ত্রীলোক প্রভৃতির উপর) মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া দেখে—উক্ত কীলক প্রকৃত শক্তি সম্পন্ন হইয়াছে কি না ? যদি তাহাতে বালক বালিকা, দাস দাসী, অশিক্ষিত স্ত্রীলোক প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ বা তাহাদের মধ্যে কোন এক ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে সুবিধাবাদীগণ বুঝিতে পারে যে তাহাদের প্রোথিত কীলক প্রকৃত প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম। প্রথমেই অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করিয়া রোগগ্রস্ত করিলে সদ্য প্রোথিত কীলকের অবস্থান স্থান শীঘ্র ধরা পড়িতে পারে, সেইজন্য

সুবিধাবাদীগণ প্রথমেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের উপর প্রয়োগ না করিতে পারেন। বর্ষাকালে ম্যালেরিয়াদি রোগ যে সমস্ত কারণে ঘটিয়া থাকে, তন্মধ্যে এই কারণই সর্ব্বপ্রধান। এক্ষণে কীলক শল্যাদি প্রায় সর্ব্বত্রই প্রোথিত হওয়ায় বর্ষা, শীত, গ্রীষ্ম বসন্ত সকল সময়েই রোগ লাগিয়াই আছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের নরকঙ্কালাদি আবিষ্কার করিয়া ভূতত্ব এবং নৃতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে কঙ্কালের (অস্থির) ক্ষয় নাই বলিলেই চলে। মানবের সভ্যতা ও সমৃদ্ধি অতীতের অনন্ত অন্ধকারে বিলীন হইলেও কঙ্কালের অস্তিত্ব বর্ত্তমান আছে। Earth is the reserver of electricity তজ্জন্য অমঙ্গলজনক অস্থি বা অভিমন্ত্রিত কীলকের (electrified bones) প্রভাব (মৃত্তিকা হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া) মৃত্তিকাভ্যন্তরে চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। তজ্জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—"...উদ্ধৃতেন মোক্ষঃ, শান্তিঃ বা সুস্থো ভবতি··· ।" অর্থাৎ ঐ প্রকার অমঙ্গলজনক অস্থি বা অভিমন্ত্রিত কঙ্কাল বাসস্থানাদি হইতে উদ্ধার করিলেই—তুলিয়া ফেলিলেই, রোগ, অকালমৃত্যু, দরিদ্রতা প্রভৃতি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বাসস্থানে অমঙ্গলজনক কীলক থাকিলে যদি কোন ব্যক্তি অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে নিজেদের মঙ্গলাকাঙ্খায় বাস্তুযাগ, দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি দেব দেবীর পূজা, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, জপ, তপ, কবচাদি ধারণ প্রভৃতি করা সত্ত্বেও

কিছুই কার্য্যকরী হয় না ; এই সকল কারণে ঋষিগণ মৃত্যুর পর শব মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিবার পরিবর্ত্তে, দাহ করিবার নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। যে জাতি কঙ্কালের অমঙ্গলজনক প্রভাব সম্বন্ধে যত বেশী সজাগ সেই জাতির সভ্যতা তত অধিক কাল স্থায়ী।

প্রাকৃতিক বিপ্লবে হিমাদ্রি সমুদ্রে, সমুদ্র হিমাদ্রিতে পরিণত হয়—ইহাতে কোন বৈচিত্র নাই—ইহা স্বাভাবিক কিন্তু এরূপ সংঘটন সময় সাপেক্ষ। কিন্তু উড্ডীশ শাস্ত্রোক্ত সয়তানি সাধনা প্রভাবে অর্থাৎ সদ্য নিপাতন কঙ্কালবদন মহাকাল মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত (electrified bones) অস্থিরূপ দেবতা সকল মৃত্তিকাভ্যন্তরে যত্রতত্র প্রোথিত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে মহাকাল মন্ত্র দ্বারা জাগরিত করিলে সেই স্থানস্থিত মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রচণ্ড প্রলয় বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া (ঐ স্থানস্থিত মৃত্তিকা শুষ্কতা প্রাপ্ত হওয়ায়) ভূমির উর্ব্বরতা নষ্ট হইয়া শস্পশ্যামসুন্দর পুষ্পফল-মণ্ডিত সমৃদ্ধিশালী জনপদ-সমূহও ভীষণ মরুভূমিতে পরিণত করিতে এক পক্ষও সময় লাগে না। যে সমস্ত স্থানে অমঙ্গলজনক কঙ্কালাদি বর্ত্তমান থাকে, সেই সকল স্থানের ভূনিম্নস্থ জলরেখাও ক্রমশঃ বহু নিম্নে নামিয়া যায়। (একবার এরূপ হইলে পূর্ব্বের ন্যায় ভূমির সরসতা, উর্ব্বরতা আনয়ন করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত—এরূপ ক্ষেত্রে বড় বড় বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ারগণ ভূনিম্নস্থ

জলরেখাকে পূর্ব্ব অবস্থায় আনয়ন করিতে সক্ষম নহেন)। তজ্জন্য ঐ সকল স্থানের মানুষ, গাছ, পালা, মৎস্য, কীট, পতঙ্গ, জীব, জন্তুর পক্ষেও জীবন ধারণ করা (জলাভাবে) কষ্টকর হইয়া উঠে,—রোগ, অকাল মৃত্যু দিন দিন বৃদ্ধি পায়। যে স্থানে কীলকশল্যের অমঙ্গলজনক প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, সেই স্থান মরুভূমিতে পরিণত হয়। তজ্জন্য সকল স্থানেই বিশেষতঃ যে সকল জনপদে লোক সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই সকল স্থানে, মনুষ্য, জীবজন্তু,—সকল প্রাণীর অস্থি যাহাতে যত্রতত্র নিক্ষিপ্ত না হয়, সর্ব্বোপরি যাহাতে অস্থির অস্তিত্ব লোপ পায়, তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আমাদের শাস্ত্রে মনুষ্যাস্থির প্রতি যথাকর্ত্তব্য অবধারণ করিবার নির্দ্দেশ আছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সকল প্রাণীর অস্থিই নিরাপদ নহে। বহু দিবস যাবত কোন স্থান বিশেষে (যেখানে কর্ত্তৃপক্ষের কড়া পাহারার বন্দবস্ত আছে বা ভবিষ্যতে হইবে এরূপ স্থলে) পশু পক্ষী জীব জন্তুর অস্থি সংগৃহিত হইবার পর উহা চূর্ণ করিয়া ফেলিয়া জমির সার বা অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত করিবার ব্যবস্থা করাই সমিচীন। আমাদের ঋষিগণ কঙ্কালের অমঙ্গলজনক প্রভাবের বিষয় অবগত হইয়াই শবদাহ করিবার ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সুবিধাবাদীগণ বিভিন্ন দূষিত কাষ্ঠ এবং কঙ্কালের অমঙ্গলজনক প্রভাবের বিষয় অবগত হইয়াও অপরের উপর অন্যায় প্রভুত্বের আশায় তাহাদের (জনসাধারণের) বাসস্থানাদিতে অভিমন্ত্রিত অস্থি

আদি স্থাপন করিতে ব্যাস্ত ;—বিশেষ লক্ষ্য করিলে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্যই সুবিধাবাদীগণের এই প্রকার মনোবৃত্তি। যে দেশ অমঙ্গলজনক কঙ্কালাদি বা কীলকশল্যাদির বিষয় যত বেশী সজাগ তাহার (সেই দেশের) সভ্যতা তত অধিককাল স্থায়ী। তজ্জন্য বহু পূর্ব্বে (সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিবার পূর্ব্বেই) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সমন্বয় সাধনের যুগোপযোগা বার্ত্তা আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। আমাদের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে কেন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন—"সতত বিবদমান, আপাতঃ দৃষ্টি বহুধা বিভক্ত, সর্ব্বদা বীপরীত আচার —সঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশ কাল যোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মখণ্ড সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্ম্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ হইয়া লোকহিতায় নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন..." আজ বিশ্বব্যাপী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শত বার্ষিকী অনুষ্ঠানে সুবিধাবাদীগণ আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন কি ?

বিহারের মুঙ্গেরাদি জেলার ভীষণ ভূমিকম্প উপলক্ষে

মহাত্মা গান্ধি বলিয়াছিলেন যে উহা আমাদের স্বকৃত পাপেরই ফল। তজ্জন্য অনেকে মহাত্মাকে বিদ্রুপ করিতে ছাড়েন নাই। কিন্তু কেহ নিঃসন্দেহে বলিতে পারেন কি যে বিহারের ভূমিকম্পন সুবিধাবাদীগণের সমবেত প্রচেষ্টায়—সয়তানি সাধনা প্রভাবে সংঘটিত হয় নাই? রাঢ় দেশের আদিম অধিবাসিগণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অসাবধানতার জন্য সুবিধাবাদীগণ যত্রতত্র অমঙ্গলজনক অস্থি বা কীলকশল্য স্থাপন করিয়া সয়তানি সাধনা প্রভাবে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, থাইসিস, বেরী বেরী, ড্যাঙ্গু, টাইফয়েড, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, বসন্ত, হার্টফেল্, মেনিন্‌জাইটিস্, ডায়েবিটিস্, রক্তহীনতা, ঝিনঝিনে প্রভৃতি রোগ, এবং অন্যান্য নিত্য নূতন রোগে আক্রান্ত করিয়া রাঢ়ের শিক্ষিত, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, মনিষী, দিকপালগণ প্রভৃতি উপযুক্ত ব্যক্তিগণের (রাঢ়ের আদিম অধিবাসিগণের) অকালে অন্তর্ধান ঘটাইয়া রাঢ়ের সমৃদ্ধ জনপদ সমূহকে শ্মশানে পরিণত করিবার পর, রাঢ়ভূমির উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিবার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা যখন দেখা যাইল, তখন বিহার প্রদেশের প্রতি সুবিধাবাদীগণের দৃষ্টি পড়িল কি না—তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিতেছেন? বিহার ভূমির প্রাচীন সভ্যতা বিদ্ধস্ত করিয়া তাহারই ধ্বংস স্তূপের উপর সুবিধাবাদীগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টার জন্যই বিহার ভূমিকম্পের সৃষ্টি কি না তাহা বুঝ লোক যে জান সন্ধান। বর্ত্তমান যুগ রাঢ় দেশ বিজয় অভিযানেরই যুগ।

স্থবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনার জন্যই আমরা আজ অক্ষম দুর্ব্বল, আর আমাদের দুর্ব্বলতার স্থবিধাগ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্মাবলম্বি ভিন্ন প্রদেশবাসী এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ আসিয়া আমাদের (রাঢ় দেশবাসিগণের) বহু কার্য্য হস্তগত করিতেছেন। তজ্জন্য স্থবিধাবাদীগণ দেশবাসিকে পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিতে প্ররোচিত করেন। কিন্তু স্থবিধাবাদীগণ বঙ্গের কোন দিক বাসী এবং তাঁহাদের দ্বারা দেশ এবং সমাজ কিরূপ অনিষ্টগ্রস্ত হইতেছে—তাহা কেহই লক্ষ্য করেন না, ইহাই আশ্চর্য্য। বিশেষ লক্ষ্য করিলে আমরা জানিতে পারিব স্বধর্ম্মাবলম্বী ভিন্ন প্রদেশবাসী এবং (স্থবিধাবাদীগণ ব্যতীত) পূর্ব্ব বঙ্গবাসিগণ কর্ত্তৃক দেশবাসীকে এ পর্য্যন্ত রোগ এবং অকালমৃত্যু ভোগ করিতে হয় নাই। অধিকন্তু স্থবিধাবাদীগণ ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীগণ আমাদের মতই রোগ ভোগ করিতেছেন এবং তাঁহাদের মধ্যেও দিন দিন অকালমৃত্যু সংঘটিত হইতেছে। তবে কেন আমরা পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিব? কেবল মাত্র ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের উপর নহে—স্বধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির উপরও সকল ক্ষেত্রে সকল বিষয়ে নিজ সম্প্রদায়ের বা নিজ শ্রেণীর স্বার্থ, নিজেদের প্রভুত্ব, কর্ত্তৃত্ব, আধিপত্য যে কোন প্রকারে বজায় রাখাই স্থবিধাবাদীগণের সর্ব্বদা লক্ষ্য।

কোন ব্যক্তি বিশেষ, শ্রেণী বিশেষ, সম্প্রদায় বিশেষ বা জাতি বিশেষকে, সুবিধাবাদী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, সুবিধাবাদীগণের কথাবার্ত্তা, কার্য্য কলাপ, মতিগতি, ব্যবহারাদি লক্ষ্য করিলেই সুবিধাবাদীগণকে ধরা সহজ হইবে, তজ্জন্য সুবিধাবাদীগণের কতক কতক স্বরূপ মধ্যে মধ্যে বর্ণিত হইবে।

বহু ক্ষেত্রে সমাজহিতে সুবিধাবাদীগণের সাহায্যকারী অজ্ঞ বিধবাগণের ক্রিয়া কলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়াছি, তজ্জন্য কেহ যেন লেখকের প্রতি কটাক্ষপাত না করেন। **মাতৃ-জাতির প্রতি সর্ব্বতোভাবে সম্মান, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করাই লেখকের উদ্দেশ্য।** নিজস্বার্থ সাধনোদ্দেশে যাহাতে কেহ মাতৃ-জাতিকে ক্রীড়নকহিসাবে না দেখিতে পারে, প্রত্যেক সমাজহিতৈষী নর-নারীর সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। জন্ম নিয়ন্ত্রণ হেতু এবং অজ্ঞ বিধবাগণ দ্বারা সুবিধা-বাদীগণের হীন স্বার্থসাধনোদ্দেশে বহু প্রকারের কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিয়া এবং সুবিধাবাদীগণ অজ্ঞ বিধবাগণের দ্বারা নিজেদের স্বার্থ সাধনে যেরূপ সুযোগ এবং সুবিধা পান আর কাহারও দ্বারা সেরূপ সুযোগ এবং সুবিধা পাওয়া সম্ভব নহে বলিয়া সুবিধাবাদীগণ বিধবা বিবাহের একান্ত বিরুদ্ধবাদী। সুবিধা-বাদীগণ তাঁহাদের সাহায্যকারী অজ্ঞ নিস্ব বিধবাগণের দ্বারা পাড়া, গ্রাম এবং পল্লীর প্রায় প্রত্যেক বাটীর বহু সংবাদ রাখিয়া থাকেন, তজ্জন্য হিন্দুগণের মধ্যে হিংসাদ্বেষ বর্দ্ধিত হয়। এই বিধবা-

গণের দ্বারাই অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে নিজস্বার্থসাধনোদ্দেশে স্বীয় ইচ্ছামত সহস্রশীর্ষ জনরব প্রচারে সুবিধাবাদীগণ অদ্বিতীয়। বিধবাগণের বিবাহের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে সুবিধাবাদীগণকে এ সকল সুযোগ হারাইতে হইবে। অবশ্য যে জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী এবং সংসারের মধ্যে শিক্ষিত অবস্থাপন্ন, চিন্তাশীল, মনস্বী, আত্মসম্মানযুক্ত, বিচক্ষণ, উপযুক্ত ব্যক্তি বর্ত্তমান সেই জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী এবং সংসারের বিধবাগণ কখনও অপরের বাটীতে অবাধ গমনাগমন করিতে এবং সকলের সঙ্গে আলাপ আদি করিতে পান না। এরূপ বিধবাগণের দ্বারা সুবিধাবাদীগণ কোন সাহায্যই পান না। তজ্জন্য প্রত্যেক জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী এবং সংসারের আত্মসম্মানযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে অশিক্ষিত, অজ্ঞ, নিস্ব বিধবাগণের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন তাঁহারা সুবিধাবাদীগণের অঙ্গুলি হেলনে চালিত না হন। অশিক্ষিত, অজ্ঞ, নিস্ব বিধবাগণ উদরান্নের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারস্থ হইয়া বেড়াইবেন—তাহাতে আমাদের সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ বিন্দুমাত্র লজ্জিত হন না। উদরান্নের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট দ্বারস্থ হইয়া এরূপ ভাবে সময় কাটান অপেক্ষা পুনর্ব্বিবাহ অনেক ভাল। কিন্তু বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিলে সুবিধাবাদীগণের নিকট যত দোষ বর্ত্তিয়া থাকে। এই সুবিধাবাদীগণ নিজ স্বার্থসাধনোদ্দেশে নারী জীবনকে অচেতন পদার্থের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তদ্রূপ ব্যবহার করিতে চাহেন। (১) স্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ

যদি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন তাহা হইলে সুবিধাবাদীগণের কোন চিন্তার উদ্রেক হয় না। (২) বিধবাগণ প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়াও যদি অতি কষ্টে কালাতিপাত করেন তথাপি সুবিধাবাদীগণের—চক্ষু উন্মিলীত হয় না। এরূপ হইবার কারণ কি—তাহা আমাদের এক্ষণে ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। জনসাধারণের উপর সুবিধাবাদীগণের প্রভুত্ব বজায় রাখিতে হইলে জন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে, জনসাধারণের মধ্যে আর্থিক আদি অবস্থার উন্নতি হইলে, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইলে, সুবিধাবাদীগণের প্রভুত্ব বজায় রাখা কখনও সম্ভব হইবে না। এই জন্যই সুবিধাবাদীগণ স্বধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষপাতী নহেন—বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধবাদী বরং স্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে এই সুবিধাবাদীগণের কোন চিন্তার উদ্রেক না হইয়া বরং তাঁহাদের মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হইয়া থাকে। বিধবা বিবাহের প্রচলন না থাকায় দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়া হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরিক বহু অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে। আমরা এ পর্য্যন্ত সুবিধাবাদীগণের সকল কার্য্যেরই কেবলমাত্র সমর্থন করিয়া আসিয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সকল কার্য্য এবং সামাজিক বিধি ব্যবস্থা দ্বারা আমরা লাভবান হইতেছি কিম্বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি তাহা দেখিবার জন্য তাঁহাদের কার্য্যের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। বৈধব্য জীবন যাপন করিতে বাধ্য করায় হিন্দুগণের

তথা সমগ্র সমাজের মঙ্গল হইয়াছে কি অমঙ্গল হইয়াছে তাহা বিশেষরূপ ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। এই জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগে কোন ব্যক্তিকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালিত করা—মানব জীবনকে যন্ত্রবৎ—পশুবৎ চালিত করা কখনও শোভা পায় কি? সুবিধাবাদীগণ সুখে, আরামে, ভোগে, জীবনযাপন করিলেই হইল এবং বহু ক্ষেত্রে (যে স্থানে সুবিধাবাদীগণের বসতি সেই স্থানে) অশিক্ষিত, অজ্ঞ, বিধবাগণ গ্রাম বা পল্লীস্থ বিভিন্ন বাটীর সাংসারিক প্রভৃতি সংবাদাদি লইয়া সুবিধাবাদীগণকে সরবরাহ করিতে সহায়তা করিলেই হইল কিন্তু নিস্ব বিধবাগণ খাইতে বা পরিতে না পান, প্রকৃত আশ্রয় অভাবে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান, তাঁহাদের অভাব অভিযোগের জন্য সমাজমন হিংসা দ্বেষে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাক, বিধবাগণের যথাসর্ব্বস্ব অপরে লুঠিয়া লউক, সে সকল বিষয় লক্ষ্য করা সুবিধাবাদীগণ আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। ৯ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়া ১০ বৎসর বয়সে বিধবা হইলে সেই বিধবার জীবন নাকি বৃথা—তাঁর বাঁচিয়া থাকিয়া কোন লাভই নাই—যে সমাজে সুবিধাবাদীগণ কর্ত্তৃক নারী হত্যার এরূপ কত উপদেশরাজি জনসাধারণকে উপহার দেওয়া হয়, সে সমাজ যে আজও বাঁচিয়া আছে—ইহাই আশ্চর্য্য। (অবশ্য হিন্দুগণের একদেশদর্শী সঙ্কীর্ণ বিধি ব্যবস্থার ফলে হিন্দুসমাজ আজও টিকিয়া আছে—এরূপ নহে—হিন্দু সমাজ টিকিয়া আছে শব্দরূপ ব্রহ্ম বলে বলীয়ান হইয়া—অর্থাৎ আধ্যাত্মিক

বলে বলীয়ান হইয়া)। জগতের আর কোনও দেশে এরূপ সম্ভব কি? প্রকৃত শিক্ষার দ্বারা অন্তরের সূচিতা এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের ব্যবস্থা না করিয়া সুবিধাবাদীগণ কেবল-মাত্র বাহ্যিক সূচিতা দ্বারা বিধবাগণের জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করিতেই ব্যস্ত। আর বাহ্যিক সূচিতা দ্বারা যদি বৈধব্য জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করাই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য আত্মীয় স্বজন ব্যতীত ভিন্ন সংসার (পরিবার), ভিন্ন শ্রেণী, ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন জাতির ব্যক্তিবর্গের গৃহে সধবাগণের ন্যায় বিধবাগণেরও গতিবিধি বিশেষরূপ নিয়ন্ত্রিত করা এবং অবস্থা বিশেষে রহিত করা—ইহাতে সুফলই ফলিয়া থাকে। এ বিষয়ে অন্যান্য বহু জাতির ব্যবস্থা হিন্দুগণের বর্ত্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল। বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ বাহ্যিক সূচিতা বা পবিত্রতা রক্ষা করিতে হিন্দু সমাজে বিধবাগণ অপেক্ষা সধবাগণই সক্ষম। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে,বিভিন্ন বাটীর বহু প্রকারের সংবাদাদি লইবার বা পাইবার পক্ষে সুবিধাবাদীগণের বিশেষ অসুবিধা হইবে—তজ্জন্য সুবিধাবাদীগণকে বৈধব্য জীবন যাপনের ব্যবস্থা যে কোন প্রকারে করিতেই হইবে। তাহা না হইলে ভারত (প্রাচীন ভারত?) নাকি অশুদ্ধ হইয়া যাইবে। বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তন হইলে, অজ্ঞ অশিক্ষিত, নিস্ব বিধবাগণকে সুবিধাবাদীগণের অঙ্গুলি হেলনে চালিত করিবার বিশেষ

অসুবিধা হইবে ভাবিয়া এই সকল সুবিধাবাদীগণ প্রচার করিতে ব্যস্ত যে নারী সমাজে বিবাহিত বিধবাগণ নিন্দিতা এবং উপেক্ষিতা। কিন্তু যে জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী এবং বংশ বা পরিবার যে ক্ষেত্রে বিধবাগণের আশ্রয় নিজেরা দিতে পারেন না এবং বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী বা পরিবারের বাটীতে উদরান্নের জন্য অবাধে যাইতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন,সেই জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণী বা পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের মুখ যে কি প্রকারে উজ্জ্বল হইয়া থাকে তাহা ত বুঝিয়া পাওয়া যায় না। ইহা অপেক্ষা পুনর্ব্বিবাহ অনেক ভাল নহে কি? বিধবাগণ ভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় বা শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের বাটীতে যাইলেই যে পবিত্রতা নষ্ট হইবে এরূপ কথা সর্ব্বক্ষেত্রে উত্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু তৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে সাবধানতা অবলম্বন না করা আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার নহে কি।

হৃদয়ের দিকে নারী উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন, পুরুষ উৎকর্ষ লাভ করেন প্রজ্ঞানের দিকে—ইহাই স্বাভাবিক। শিক্ষা কিন্তু নর-নারী নির্ব্বিশেষে উভয়কে উভয়দিকেই উৎকর্ষ-লাভে সহায়তা করে।

সর্ব্বোপরি বর্ত্তমানে সুবিধাবাদীগণ যাহাতে অশিক্ষিত অজ্ঞ, নিম্ন, অল্পে সন্তুষ্ট বিধবাগণের নিকট হইতে বিভিন্ন পরিবারের বা সংসারের সংবাদাদি পাইবার সুবিধা না পান তদ্বিষয়ে সকলের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

বিবেচনা, ন্যায়, যুক্তি, প্রমানাদি ত্যাগ করিয়া যে ধর্ম্ম মানুষকে সর্ব্বাপেক্ষা যন্ত্রের মত, পশুর মত চালিত করে, তাহা কখন ধর্ম্ম নামের যোগ্য হইতে পারে না। চুরি, ডাকাতি প্রভৃতির দ্বারা সমাজে যে অনিষ্ট সাধিত হয়, বৈধব্য জীবন যাপন করিতে বাধ্য করায় হিংসা, দ্বেষাদি বৃদ্ধি পাইয়া হিন্দু-সমাজ তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে—ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। যতদিন হিন্দুসমাজে বৈধব্য জীবন যাপন করিতে বাধ্য করা হইবে—ততদিন অল্পে সন্তুষ্ট নিরক্ষর বিধবাগণের প্রতি মিষ্ট কথায় মুখের দরদ দেখাইয়া যৎসামান্য কিছু দিয়া সুবিধাবাদীগণ তাহাদের দ্বারা অপরের বাসস্থানাদিতে কীলক-শল্যাদি প্রোথিত করিয়া লইবার অবসর পাইতেছেন কি না তদ্বিষয়ে সকলের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সকল সুবিধাবাদীগণের প্ররোচনায় অজ্ঞ, অল্পে সন্তুষ্ট হিন্দু বিধবা-গণই চোর ডাকাত প্রভৃতি অসজ্জন ব্যক্তিগণকে অধিক সাহায্য করে কি না তাহাও আমাদের অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক। যে সকল সুবিধাবাদী বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধবাদী, সকলের উচিত বিশেষতঃ বিধবাগণের উচিত সেই সকল সুবিধাবাদীগণকে বিশেষরূপ চিনিয়া রাখা, বৈধব্য জীবনের কষ্ট দূরীভূত না হইলে, হিন্দুসমাজের কখন উন্নতি নাই।

অন্যান্য দেশের বালকবালিকা, যুবকযুবতী, বৃদ্ধ প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত কর্ম্মতৎপর ; রৌদ্র, জল, শৈত্য প্রভৃতি তাঁহারা কিছুই গ্রাহ্য করেন না ; লাফালাফি, অধিক পরিশ্রম, পতন, কর্ত্তন প্রভৃতি সামান্য আকস্মিক দুর্ঘটনাদি তাঁহারা গ্রাহ্যও করেন না,তথাপি তাঁহাদের শরীর দিন দিন বলিষ্ঠ,কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে অধুনা কাহারও অল্প আঘাত লাগিলে,—ছুটা ছুটা করিয়া সামান্য পড়িয়া যাইলে,—শরীরে অল্প পরিমাণ রৌদ্র, শৈত্য, ঠাণ্ডা লাগাইলে বা জলে ভিজিলেই রোগে ভুগিতে হয় এবং সেই রোগ পরিশেষে অকালমৃত্যুর কারণ হইয়া পড়ে। ইহার কারণ একমাত্র সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা। একস্থলে কয়েকজন ব্যক্তিকে কোন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইবার সময় অল্প পরিমাণ রৌদ্র ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই বিষয় সুবিধাবাদীগণ পূর্ব্বে জানিতেন না, কিন্তু যখন সুবিধাবাদীগণের সাহায্যকারী কোন বিধবার নিকট হইতে উহা জানিতে পারিলেন, তখন (স্থানান্তরে যাইবার একদিন পরেও) কেবলমাত্র সুবিধাবাদীগণের পরিচিত ব্যক্তিরই ভীষণ মাথা ধরিতে আরম্ভ করিল—অন্যান্য ব্যক্তিগণের কিছুই হইল না। সমস্ত দিন ধরিয়া ভিজিলেও কিছু হয় না, কিন্তু অল্প ভিজিলে যদি সুবিধাবাদীগণ জানিতে পারেন তাহা হইলে সর্দ্দি আদিতে অত্যন্ত ভুগিতে হয়। সুবিধাবাদীগণ কোন ব্যক্তিকে তাহার দন্তধাবনের সময় দেখিতে পাইলে, দন্তের যন্ত্রণা উৎপাদন

করিতে, বা দন্ত দিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিতে পারেন, মলত্যাগের সময় কোষ্ঠবদ্ধতা, পাতলা দাস্ত, অর্শ প্রভৃতি সংঘটিত করিয়া দিতে পারেন,—স্নান করিবার সময় শরীরে শ্লেষ্মার উদ্রেক করিয়া জ্বর প্রভৃতি সংঘটন করিতে পারেন, আহারের সময় উদরের যন্ত্রণা, উদরে বায়ু সঞ্চারাদি করিয়া দিতে পারেন। এই প্রকারে উঠিতে, বসিতে, চলিতে, খাইতে, শুইতে সকল কার্য্যেই সুবিধাবাদীগণ সকলকে বাধা দিতেছেন কি না, এরূপ ঘটনা দৈনন্দিন ব্যাপারে পর্য্যবসিত হইয়াছে কি না—তাহা আপনারা লক্ষ করিয়াছেন কি? জনসাধারণের প্রত্যেক ব্যাপার স্ত্রীসুবিধাবাদীগণ জানালা, চিক, প্রভৃতির মধ্য দিয়া লক্ষ্য করিয়া থাকেন—ইহা কি আপনাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছে? তাহার উপর তাঁহাদের সাহায্যকারী অজ্ঞ বিধবাগণ তাঁহাদের কত প্রকারে সংবাদ সরবরাহ করিতে চেষ্টা করেন তাহার সংবাদ আপনারা রাখেন কি?

সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা যে সমস্ত স্থানে বর্ত্তমান আছে বলিয়া আশঙ্কা হয়, সেই সমস্ত স্থানে কাষ্ঠ (পূর্ব্বপ্রচলিত খড়ম আদি) কিম্বা রবারের পাদুকাদি ধারণই প্রশস্ত। সুবিধাবাদীগণের নিকট পাত্রাপাত্র বিচার নাই, আজ যে ব্যক্তি দরিদ্র, কাল যদি তিনি ধনবান হন, তাহা হইলে তাঁহাকে সুবিধাবাদীগণের কোপে পড়িতে হইয়া থাকে। তজ্জন্য সর্ব্ববিষয়ে প্রতিযোগিতার এবং স্বার্থপরতার যুগে রবারের পাদুকা

এবং খড়মাদি ব্যবহার করাই সমীচীন। লৌহাদি ধাতুর চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল আদির পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ, রবার, কাচ নির্ম্মিত (Non-Conductor) দ্রব্যাদির ব্যবহার কতক পরিমাণে নিরাপদ জনক। তজ্জন্য ভারতবর্ষে বিশেষতঃ ছিন্নমস্তার অভিনয়ক্ষেত্র এই বাঙ্গালায় রবার, কাষ্ঠ, কাচ শিল্পের প্রভূত প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। মার্কিনে এক প্রকার কাচের ইষ্টক প্রস্তুত হইতেছে— সে ইষ্টক গৃহাদি নির্ম্মিত করিলে কাচের ইষ্টক ভাঙ্গিবার বা চূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, গৃহমধ্যে বাহিরের শব্দ কলরব বা রৌদ্রের উত্তাপ কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে পারে না, অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। এ প্রকার গৃহে বাস করিলে অমঙ্গল-জনক কীলকশল্যের প্রভাব হইতে নিজেকে রক্ষা করা যাইতে পারে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। যে স্থলে বিনা কারণে, রোগ স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু প্রভৃতির আশঙ্কা বর্ত্তমান, সেইস্থানে রোগীকে বৃহৎ লৌহপিঞ্জরের মধ্যে রক্ষা করিলে কতকটা শুভ ফল দর্শাইতে পারে। কোন ব্যক্তি বজ্রপাতকালীন লৌহপিঞ্জর মধ্যে অবস্থান করিলে যেমন কোন ভয় থাকে না, সেইরূপ সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনারূপ বজ্রাগ্নি (যাহাকে চালিত কথায় পূর্ব্বে ব্রহ্মশাপ বলিত) হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হইলে লৌহপিঞ্জর অতি সামান্য পরিমাণে সহায়তা করিতে পারে। লৌহপিঞ্জর স্পর্শ করিয়া কখনও অবস্থান করিতে নাই। কিন্তু কেবলমাত্র ঐ প্রকারের বাহ্যিক সাবধানতা অবলম্বন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া না থাকিয়া

মহাকাল মন্ত্রের এবং অন্যান্য মারাত্মক মন্ত্রের বিষয় অবহিত হইয়া আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হওয়াই সকলের কর্ত্তব্য।

দেখিতে পাই—অধুনা যে সমস্ত বাটী, অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইতেছে, বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাহার দরজা ও জানালা প্রভৃতির উপর এবং উপর তলায় ছাদের নিকট চতুর্দ্দিকে কার্নিশ, সিলিং প্রভৃতি দেওয়া হয়; কিন্তু বাটীর বাহিরে দেওয়ালের নিকট, সদর দরজা, জানালা আদির নিকট মৃত্তিকায় যদি কেহ কোন প্রকার অমঙ্গলজনক অস্থি আদি প্রোথিত করিয়া দেয়, সে দিকে জনসাধারণের আদৌ লক্ষ্য নাই। তজ্জন্য আমাদের উচিত বাটীর মনিবন্ধ (কার্নিশ, সিলিং আদি) হউক বা না হউক, কটিবন্ধ করা (অর্থাৎ বাটীর বহির্দ্দেশে চতুর্দ্দিকে দেওয়াল আদির নিকট মৃত্তিকায় যাহাতে কেহ কিছু স্থাপন করিতে না পারে তজ্জন্য রোয়াক, দাবা প্রস্তুত করা কিম্বা ইষ্টকাদি স্থায়ীভাবে প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা করা) সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। সুবিধাবাদীগণ এ বিষয়ে খুব সজাগ—হুঁসিয়ার, তাঁহারা জানেন ভূমিস্থিত একটী মাত্র কীলকশল্য বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড সদৃশ; কারণ আমাদের এই পৃথিবী (যাহা reserver of electricity) হইতে ভূগর্ভস্থ কীলকশল্য সর্ব্বদাই শক্তি সঞ্চয় করিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া থাকে। কলিকাতা সহরে রাস্তার পার্শ্বে যে সমস্ত বাটীর নিকট ড্রেন আদি বর্ত্তমান, সেই সকল স্থানে রাস্তার অব্যবহিত পরেই গৃহ অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ না করিয়া গৃহস্বামীর উচিত রাস্তার পার্শ্বে

কতক পরিমাণ ভূমি ফেলিয়া রাখিবার পর গৃহাদি নির্ম্মাণ করা। সুবিধাবাদীগণ এ বিষয়ে খুব হুঁসিয়ার।

(১) মৃত্তিকার উপরে অবস্থিত এবং (২) ভূনিম্নস্থ কীলক সকলের প্রভাব কত উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত এবং পার্শ্বে কত দূরবর্ত্তী স্থান পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে তাহা বৈজ্ঞানিকগণকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। বাড়ীর plinth বা মেঝে ভূমি হইতে যতবেশী উচ্চ হয় ততই ভাল। ভদ্রাসন বাটীর উপর দিয়া সকলকে চলাচলের রাস্তা দেওয়া কখনই উচিত নহে। সহরে—যেখানে ড্রেনের জন্য ভূমি মধ্যে মধ্যে খনন করিতে হয় সেইরূপ স্থানে—গৃহ, বাটী বা বসবাসের স্থান হইতে ড্রেন যাহাতে কিছু দূরে অবস্থিত হয় তদ্বিষয়ে সকলের লক্ষ্য রাখা উচিত। অনেকে বাসস্থান বাটীর প্রাচীরাদির অতি নিকটেই পুষ্পোদ্যান রচনা করিয়া থাকেন—ইহা কখন যুক্তিযুক্ত নহে। বাসস্থান গৃহ বা বাটীর প্রাচীরের নিকটবর্ত্তী ভূমিতে যাহাতে কেহ গর্ত্ত প্রভৃতি খনন করিতে না পারে তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক সজাগ থাকিতে হইবে—তজ্জন্য ইষ্টক বা প্রস্তরাদির দ্বারা বাসবাটীর চতুর্দ্দিকে নিকটবর্ত্তী স্থান গাঁথিয়া দেওয়া বা রোয়াক প্রভৃতি প্রস্তুত করা উচিত। মাটীর গৃহাদির পরিবর্ত্তে ইষ্টক নির্ম্মিত বা টিন, কাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত গৃহাদির বহুল প্রচলন হওয়া আবশ্যক। এরূপ করিলে এদেশে সুবিধাবাদীগণ অপরের অনিষ্ট সাধনে বিশেষ সুযোগ পাইবেন না। তজ্জন্য ইষ্টক শিল্পের প্রভূত উন্নতি হওয়া

আবশ্যক। এদেশে ইষ্টক যত অধিক পরিমাণে নির্ম্মিত হইবে ততই মঙ্গল।

সুবিধাবাদীগণের অনিষ্টকারক আবহাওয়া হইতে দূরে থাকিয়া নিজ নিজ শরীর সত্তাকে রক্ষা করিবার জন্য এবং জপ, তপ, সাধনাদি অভীষ্ট কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিবার মানসে সাধুসন্ন্যাসীগণ তাঁহাদের অবস্থান স্থানের চতুর্দ্দিকে ইষ্টক প্রস্তরাদি স্থাপন করিবার পক্ষপাতী। তজ্জন্য যাঁহারা অবস্থান স্থানের চতুর্দ্দিকে ইষ্টক প্রস্তরাদি স্থাপনে অক্ষম এবং লোক-চক্ষুর অন্তরালে (সুবিধাবাদীগণের দৃষ্টির বাহিরে) থাকিয়া কার্য্য করিতে অভিলাষী, তাঁহারা (সাধু সন্ন্যাসীগণ) মৃত্তিকা রহিত স্থানে কেবলমাত্র প্রস্তর বেষ্টিত গিরিগুহায় অবস্থান করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তি এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে অভিলাষী নহেন, এই স্বার্থপরতার যুগে সুবিধাবাদীগণের কোপে পতিত হইয়া তাহাদের শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া যায়, ইহা লক্ষ্য করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

আরও বহু বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বাটীর ছাদ হইতে জলরাশি নিচে পাতিত করিবার জন্য আমরা যে নলের ব্যবস্থা করি—তাহার প্রতি (সেই নলের প্রতি) যেন সকলের বিশেষ লক্ষ্য থাকে। বহুব্যক্তি (সুবিধাবাদীগণের সাহায্যকারী স্ত্রী পুরুষ) দুরভিসন্ধিবশতঃ নলের মধ্যেও অমঙ্গলজনক অস্থি, কাষ্ঠ আদি প্রবেশ করিয়া দিয়া থাকে। নলটী যদি বক্রভাব ধারণ করিয়া নীচে নামিয়া আসে, অস্থি আদি অমঙ্গলজনক পদার্থ নলের অভ্যন্তরে বক্রস্থানে আটকাইয়া থাকে। ইহার

দ্বারাও সুবিধাবাদীগণের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে বহু সহায়তা করে। দেওয়াল, রোয়াক বা দালানাদির অভ্যন্তর ভাগ (মধ্য) দিয়া যেন কখনও নল নির্ম্মিত না হয়। এই সকল বিষয় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। নলের মধ্যে যেখানে এরূপ অমঙ্গলজনক পদার্থের আশঙ্কা হইবে তখন নলের মধ্য হইতে উহা বাহির করিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা উচিত কিম্বা গরম জল কিম্বা গরম ফেন নলের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া উক্ত অমঙ্গলজনক পদার্থের প্রভাবের হানি করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। এরূপ করিলে সুবিধাবাদীগণের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে বিলম্ব হইতে পারে ইহা জানিয়া সুবিধাবাদীগণ বহুক্ষেত্রে জনসাধারণকে পরামর্শ দিয়া থাকেন যে ঐরূপ করিলে নল শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু নল অপেক্ষা আমাদের স্বাস্থ্য যে অধিক মূল্যবান ইহা জনসাধারণের বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। বহুস্থানে এরূপও অনুমানাদি করা গিয়াছে যে কাহারও, গৃহ, বাটী, দরজা, জানালা, দেওয়াল, সদর দরজাদির পার্শ্বে, সম্মুখে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে কীলকশল্য স্থাপনের পর, ঐ প্রকার কীলকশল্য স্থাপিত স্থানে অতিরিক্ত গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়া বাসোপযোগী করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, উক্ত গৃহাদিতে বাস করিলে রোগাদিতে ব্যাতিব্যস্ত হইতে হয়; ঐ সকল গৃহাদিতে ভূত, প্রেত, উপদেবতাদির আবেশ হইয়াছে তজ্জন্য রোগাদি হইতেছে—সুবিধাবাদীগণ এইরূপ প্রচার করিতে ব্যস্ত। কিন্তু তাঁহারা জনসাধারণের নিকট কীলকশল্যাদি স্থাপনের

বিষয় কখনও উত্থাপন করেন না ; কারণ কীলকশল্যাদি উদ্ধার করিয়া ফেলিলে অপরের গৃহাদি বাসযোগ্য হইয়া উঠিবে এবং গৃহস্বামী তাহাতে লাভবান হইবেন—ইহা সুবিধাবাদীগণ মনে প্রাণে চাহেন না। জনসাধারণের জানিয়া রাখা ভাল—যত শক্তিশালী ভুত প্রেত আদি উপদেবতাই হউন নিম্নলিখিত বীর্য্যবান সংস্কৃত মন্ত্র প্রভাবে তাঁহাদের স্থানান্তরিত করা, শুষ্ক, বিবর্ণ এবং নিপাত করা অতি সহজ ব্যাপার। উড্ডীশ শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র যথা :—

(১) ওঁ ঠ ঠঃ মৈং বাং ঠঃ ক্রঃ ক্রোঁ ক্রীঁ ক্ষ্রেঁ ক্ষৌ ক্ষঁ চৌঁ তৌঁ বৌঁ ক্ষঁ। ক্রীঁ স্মঁ স্ত্রীঁ স্ত্রীঁ সর্ব্বেশ্বরী হূঁ ফট্ ফট্ স্বাহা ওঁ।

(২) ওঁ চঁ ঐঁ ঐঁ ঐঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ফেঁ ফেঁ ফেঁ হ হ হ হুঁ ফট্ ওঁ।

উক্ত মন্ত্র প্রয়োগে যদি কোন সুফল না পাওয়া যায়, তাহা হইলে বাসস্থানাদির অমঙ্গলজনক প্রভাবের জন্য—রোগাদির জন্য কীলক এবং অকীলকশল্যের আশঙ্কা করা উচিত।

বালক বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য সুবিধাবাদীগণকে কখনও শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত নহে। শিক্ষায়তন গুলিকে সুবিধাবাদীগণ ক্রমশঃ হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছেন কি না,—তাহার সন্ধান জনসাধারণ রাখেন কি ? যে শিক্ষায়তনের ছাত্রগণের (সুবিধাবাদীগণের আত্মীয়স্বজন ব্যতীত অন্যান্য ছাত্রগণের) স্বাস্থ্য দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে,

রোগের জন্য বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে এবং উচ্চশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সেই শিক্ষায়তনের মধ্যে কোন সুবিধা-বাদী শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন কি না—তাহার আশঙ্কা করিয়া দেখিয়া বুদ্ধি বিবেচনাপূর্ব্বক যথাকর্ত্তব্য অবধারণ করা উচিত।

জনসাধারণকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে সুবিধাবাদীগণ, তস্কর ডাকাত প্রভৃতি অসজ্জন ব্যক্তি, সুবিধাবাদীগণের সাহায্যকারী বিধবা, informer প্রভৃতির সহিত মিশিয়া গোপনে কিরূপ কার্য্য হাসিল করিয়া লইতেছেন। সুবিধাবাদীগণ, এরূপ অসাধু ব্যক্তিগণকে নিদিলীর (নিদ্রাভিভূত করিবার) ঔষধ দিবার প্রলোভন দেখাইয়া পরোক্ষভাবে তাহাদের দ্বারা নিকটস্থ এবং দূরবর্ত্তী (গ্রামান্তরের) অভীষ্ট ব্যক্তিগণের বাটী বা বাসস্থানাদির চতুর্দ্দিকে কীলকশল্য স্থাপন করাইয়া লইতেছেন কি না? তস্কর (চোর) যে, সে ধনী, দরিদ্র, আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সকল ব্যক্তির জিনিষই (যাহা পায় তাহাই) অপহরণ করিয়া থাকে, তজ্জন্য ধনী, দরিদ্র, আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতি সকল ব্যক্তির বাটী—বাসস্থানাদিতে গোপনে নিদিলীর ঔষধ প্রয়োগ করিবার জন্য (অমঙ্গলজনক অস্থি, কাষ্ঠ আদি ভূনিম্নে স্থাপন করিবার জন্য) সুবিধাবাদীগণ কর্ত্তৃক তস্করেরা প্রলোভিত হয় কি না—সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় যাহারা সুবিধাবাদীগণের যন্ত্রীস্বরূপ হইয়া এইরূপ কার্য্য করে,—মূর্খ, অজ্ঞ, নির্ব্বোধ, হীনস্বার্থপর,

হিংসাপরায়ন এবং অদূরদর্শী বিধায় তাহারা কীলকের ভীষণ মারাত্মক ক্রিয়ার বিষয় এবং অন্যান্য বহু প্রকার অশুভ ক্রিয়ার বিষয় অবগত নহে। তাহাদের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া সুবিধাবাদীগণ এই সকল ব্যক্তিকে কেবলমাত্র জানাইয়া দেন যে এই কীলক কেবল মাত্র নিদিলীর কার্য্য করে অর্থাৎ তাহাদের অভীষ্ট বাটীর ব্যক্তিগণকে নিদ্রাভিভূত করে।

মহাকাল মন্ত্রের সহিত ভিন্ন ভিন্ন বীজ মন্ত্র সংযুক্ত করিয়া একই কীলকশল্যরূপ দেবতার উদ্দেশে জপ করিলে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধিত হয়—ইহা ঐ সকল অজ্ঞ, নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণের জানা নাই। বস্তুতঃ এই কীলকই অন্যান্য ব্যক্তি, শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির উপর সুবিধাবাদীগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে প্রভুত্ব, একাধিপত্য স্থাপনের প্রধান যন্ত্র বা অস্ত্র—এই কীলকই (সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত) অন্যান্য ব্যক্তি, শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির গলার ফাঁসি। যাহারা যন্ত্রী হইয়া কার্য্য করে (এই সকল কীলকশল্যের অমঙ্গলজনক প্রভাবের বিষয় সম্যক অবগত না হওয়ায়) তাহারা তাহাদের আত্মীয় স্বজনদের বাসস্থানাদিতেও কীলকশল্য স্থাপনে দ্বিধা বোধ করে না, ফলে তাহাদের আত্মীয় স্বজনাদি রোগে ভুগিতে থাকে এবং তাহাদের মধ্যে রোগ, দরিদ্রতা, অকালমৃত্যু সংঘটিত হয়—এমন কি যদি উদ্দীপন মন্ত্র প্রয়োগ করা যায়, উক্ত প্রকারে কীলক স্থাপিত অপরের বাসস্থানাদিতে কেহ বাস করিতে পারেন না।

বাঙ্গালার যে সমস্ত জেলায় দস্যুভীতি বিশেষতঃ চুরি ডাকাতি দ্রুত বাড়িতেছে এবং পূর্ব্বে বাড়িয়াছিল. সেই সমস্ত জেলার লোকের স্বাস্থ্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক কি না,—তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সুবিধাবাদীগণের কূট কৌশলজাল কতকটা জানা যাইতে পারে। যাহারা যন্ত্রী হইয়া কার্য্য করে তাহারা জানে না যে তাহাদের দ্বারা একবার অপরের বাসস্থানাদিতে কীলকশল্য স্থাপন করিয়া লইবার পর তাহাদের সহিত আর কোনও বিশেষ সম্পর্ক রাখিবার সুবিধাবাদীগণের আবশ্যক নাও থাকিতে পারে, কারণ কীলকশল্যের ক্ষয় নাই বলিয়া অপরের উপর সুবিধাবাদীগণের প্রভুত্ব চিরস্থায়ী রাখিবার পক্ষে এই প্রকারে স্থাপিত কীলকশল্য সর্ব্ব প্রকারে সহায়তা করে—ঐরূপ স্থানে পুনঃ কীলকশল্য স্থাপনের জন্য সুবিধাবাদীগণ তাঁহাদের নিয়োজিত যন্ত্রীগণের সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকতা আর অনুভব করেন না। অগ্নি যেমন বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া সমগ্র বন দগ্ধ করিয়া ফেলে, সুবিধাবাদীগণের স্বার্থপুষ্ট জ্ঞান সেইরূপ শব্দরূপ ব্রহ্মবলের সহিত (উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রোক্ত আভিচারিক ক্রিয়ার সহিত) একত্র মিলিত হইয়া সুবিধাবাদীগণ দেশের মেরুদণ্ড আপামর জনসাধারণকে মৃত্যুপথের পথিক করিয়া ফেলিতেছে কি না—তাহা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে সকলকে অনুরোধ করি।

কীলক এবং অকীলক শল্যের প্রভাবে নিদ্রাবস্থায় অভীষ্ট ব্যক্তিকে নিজ ইচ্ছামত স্বপ্ন দেখান যায়। নিদ্রিত ব্যক্তির

চতুর্দ্দিকে অকীলকশল্য চালান করিয়া (চালান করিবার মন্ত্র যথা :—ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ পদ্মাসনে চন্দ্রতপে হ্রৌঁ হ্রীঁ বদ বদ সিদ্ধি শল্যং কীলয় কীলয় দর্শয় দর্শয় স্বাহা ওঁ। (২) ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ মহাকালং কঙ্কালবদন কীলয় কীলয় দর্শয় দর্শয় স্বাহা ওঁ। এই দুই মন্ত্রের যে কোন এক মন্ত্র দ্বারা অকীলকশল্য চালান করা যায়) নিম্নলিখিত দুইটী মন্ত্রের মধ্যে যে কোন একটী মন্ত্র দ্বারা নিদ্রিত ব্যক্তিকে নিজ ইচ্ছামত স্বপ্ন দেখান যায় (মন্ত্র যথা :— (১) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ পদ্মাসনে চন্দ্রতপে ঐঁ হ্রীঁ বদ বদ সিদ্ধিশল্যং দর্শয় দর্শয় স্বাহা ওঁ (২) ওঁ ঐঁ হ্রীঁ মহাকালং কঙ্কাল-বদন গৃহ্ণ গৃহ্ণ বদ বদ দর্শয় দর্শয় স্বাহা ওঁ)। এই শেযোক্ত মন্ত্র দুইটী জপ কালীন জাপক যেরূপ চিন্তা করিয়া অভীষ্ট নিদ্রিত ব্যক্তিকে স্বপ্ন দেখাইবার চেষ্টা করিবেন নিদ্রিত ব্যক্তি ও ঠিক সেইরূপ স্বপ্নে দর্শন করিবেন। তজ্জন্য এরূপ স্থলে স্বপ্নকে বিশ্বাস করা কখন উচিত নহে। শত্রু ব্যক্তি নিদ্রিতাবস্থায় তাহার ইচ্ছামত অপরকে স্বপ্নে দেখাইতে পারে। এদেশে দেবতার স্থানে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখিয়া (চলিত কথায় দেবতার নিকট হত্যা দিয়া) অনেকের রোগ আরোগ্য হয়—ইহার পশ্চাতে স্থবিধাবাদীগণের ইচ্ছামত স্বার্থ সিদ্ধি, বিভিন্ন অভিসন্ধি প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে কি না তাহা জনসাধারণ কখন কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ব্রাহ্মণের পক্ষে "হত্যা দেওয়া" নিষিদ্ধ কেন, তাহার কারণ কেহ (জনসাধারণ) অবগত আছেন কি? স্থবিধাবাদীগণের

ইচ্ছামত অপরকে পরিচালিত করিবার—ইহা এক অপূর্ব্ব কৌশল। সুবিধাবাদীগণের ইচ্ছামত উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে সুবোধ বালকের মত সকল কার্য্য করিতে পার—বাঁচিতে পারিবে, না পার তাহার ফলভোগ কর,—পরোক্ষভাবে ইহাই বুঝিতে বাকি থাকে না।

গভীর জলে নিজের আয়ত্তের বাহিরে কখন অবতরণ করিবে না। কুম্ভীরাদির ভয় না থাকা সত্ত্বেও বহু স্বাস্থ্যবান এবং সন্তরণপটু যুবককেও বিনা কারণে (পরন্তু কেবলমাত্র সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা প্রভাবে) জলের মধ্যে ডুবিয়া প্রাণ হারাইতে হইয়াছে—ইহা জনসাধারণ অবগত আছেন কি? নিজেদের আয়ত্তের অতিরিক্ত জলে গিয়া সন্তরণ করিতে করিতে বহু ব্যক্তিকে হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিতে শুনা গিয়াছে যে বিনা কারণে হঠাৎ তাহারা সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা অনুভব করিতেছে, তাহাদের আর সন্তরণ করিবার ক্ষমতা নাই. কেহ কেহ কিছু বলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও বাকশক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়া জলে নিমজ্জিত হইয়াছে।—এরূপ ক্ষেত্রে সুবিধাবাদীগণের হীন আভিচারিক ক্রিয়া যে নাই তাহা কে বলিতে পারে?

অস্ত্রোপচার, পতন, কর্ত্তন প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনা, রোগাদি প্রভৃতির কথা, কোন বিষয়ে নিজের মতামত প্রভৃতি সাধারণে প্রকাশ করিতে নাই। কারণ সুবিধাবাদীগণ জানিতে পারিলে, আকস্মিক দুর্ঘটনা, এবং রোগাদির ভোগাদি

বর্দ্ধিত করিয়া দিতে পারেন—এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত করিতে পারেন—বিশেষ লক্ষ্য করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ ইহা ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন। আজকাল প্রায় সকল অবস্থাপন্ন ব্যক্তির সংসারে (সুবিধাবাদীগণের সংসার ব্যতীত) বহু দাস, দাসী, বিধবাদি দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা তাহাদের মনিবের সংসারের যাবতীয় সংবাদ অপরকে সাদরে সরবরাহ করিয়া থাকে। এরূপ দাস, দাসী, বিধবা প্রভৃতি হইতে সকলের বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে যাহারা মনিবের সকল বিষয় অতি যত্নের সহিত গোপনে রাখিতে চেষ্টা করে বা করেন, সকল মনিবের উচিত তাঁহাদিগকে অতি আপনার লোক বলিয়া বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের অভাব অভিযোগ দূর করিতে চেষ্টা করা। আজকাল প্রায় সকল স্থানে বিশেষতঃ কলিকাতা প্রভৃতি সহরে দেখিতে পাওয়া যায় সংসারের কাজকর্ম্ম ঠিকা লোকের দ্বারাই সম্পাদিত হয় কিন্তু এরূপ লোক (দাস দাসী) যদি সুবিধাদীগণের সাহায্যকারী রূপে কার্য্য করিয়া থাকে বা তাহারা যদি মনিবের সংসারের সকল কথা সুবিধাবাদীগণকে প্রকাশ করিয়া দেয় তাহা হইলে তাহাদের এবং তাহাদের মনিবগণের উভয় পক্ষেরই অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য মহাভারতে লোকাচারাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার জন্য বহু উপদেশ বা নির্দ্দেশ আছে। সুবিধাবাদীগণ লোকাচারাদির প্রতি বিশেষ সতর্ক।

বহু কীলকশল্য স্থাপিত এবং অকীলকশল্য চালিত স্থানাদিতে অকস্মাৎ ঝটিকা, ঘুর্ণিবাত্যার উৎপাত, ভূমিকম্পন, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অত্যধিক গ্রীষ্ম, রোগ, অকালমৃত্যু প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্জ্জয় সংঘটিত হইয়া থাকে।

ভদ্রাসনে বা বাসস্থানে কখন গর্ত্তাদি খনন করিয়া রাখিবে না—এমন কি গাভি বাঁধিবার জন্য যদি কীলক (খোঁটা) পুঁতিবার আবশ্যক হয়,কীলকাদি মৃত্তিকায় স্থাপিত না করাই প্রশস্ত, ভদ্রাসনে যত কম গর্ত্ত খনন করা যায় ততই মঙ্গল।

মহাকাল মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত কোন খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ করিলে রোগ এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত হইতে পারে। তজ্জন্য যত্রতত্র (অর্থাৎ সকলে দৃষ্টি দিতে পারে এরূপ স্থানে) খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া ভোজন করা বিবেচকের কাজ নহে। দোকানের চা, খাদ্যদ্রব্য, হোটেলের ভাত, বা কোথাও (আত্মীয় স্বজনের বাটীতেও) নিমন্ত্রণ প্রভৃতি খাইবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। নিমন্ত্রণে আহারাদি করিয়া অকস্মাৎ বিনা কারণে বহু লোকের মৃত্যু হইতে মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। তজ্জন্য যাঁহাদের সহিত শোণিতগত সম্বন্ধ নাই এবং শোণিতগত সম্বন্ধ থাকিলেও যাহাদের স্বার্থ নিজের স্বার্থ হইতে ভিন্ন এরূপ লোকের সহিত একত্রে আহারাদি করা কখনই সমীচীন নহে। তজ্জন্য অনেক ব্রাহ্মণ এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক, তাঁহারা কাহারও দৃষ্ট বা স্পৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য কখনও ভোজন করেন না। তাঁহাদের ন্যায় প্রত্যেক

শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির ব্যক্তিবর্গের এ বিষয়ে সজাগ হওয়া—সতর্ক হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে এই স্বার্থপরতা, স্বাস্থ্যহীনতা, রোগ এবং অকালমৃত্যুর যুগে আত্ম-রক্ষা করিতে কেহই সক্ষম হইবেন না।

এই শিশুমৃত্যুর যুগে শিশুদের নাম (যে সমস্ত শিশুসন্তান সর্ব্ববিষয়ে অপরের সাহায্য না পাইলে বাঁচিতে পারে না, কথা বলিতে পারে না এবং জীবনীশক্তি অল্প—তাহাদের নাম) সকলকে জানিতে দেওয়া উচিত নয়। নাম জানিতে পারিলে নামের সাহায্যে (মন্ত্রের মধ্যে নাম সংযুক্ত করিয়া) সুবিধাবাদী-গণ সহজেই শিশুর অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন। সুবিধাবাদী-গণ এ বিষয়ে খুবই সজাগ বলিয়া শিশুগণের নামকরণ বহু পরে করিয়া থাকেন এবং নাম রাখিলেও অপরকে নাম জানিতে দেন না। নাম না জানিলেও কেবলমাত্র কণ্ঠস্বর, আকৃতি আদি জানিতে পারিলেও শিশুর অনিষ্ট সাধন করা যায়।

পুরুষসুবিধাবাদীগণ ছলে, বলে, কৌশলে অপরের বাস-স্থানাদিতে কীলকশল্য স্থাপনে প্রয়াস পান এবং স্ত্রীসুবিধাবাদী-গণ উক্ত কীলকশল্যরূপ দেবতার সাহায্যে মহাকাল মন্ত্রপ্রভাবে অপরের অনিষ্ট করিয়া থাকেন। এই প্রকারে অকালমৃত্যু সংঘটিত করিয়া কত শিক্ষিত, চিন্তাশীল, মনিষী, ধনবান প্রভৃতি উপযুক্ত ব্যক্তিগণের বংশধারা লোপ পাইয়াছে এবং পাইতে বসিয়াছে; কিন্তু তাহা কি আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন? যে সংসারের আভ্যন্তরিক সংবাদাদি পাওয়া

কখন সম্ভব নহে, অর্থাৎ যে সংসার অন্তর্মুখীন, সেই প্রকার সংসারের গৃহলক্ষ্মী বা গৃহস্বামীর অকালমৃত্যু সংঘটিত করিয়া সেই সংসারকে বহির্মুখীন করিয়া সুবিধাবাদীগণ তাহার সকল সংবাদ রাখিবার পথ প্রশস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন এবং ফেলিতেছেন কি না—তাহাও কি আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন? এরূপ অবস্থায় সংসারের সকল সংবাদাদি সুবিধাবাদীগণের সাহায্যকারী বিধবাদির নিকট প্রকাশ হইতে দিবার সুযোগ না দিয়া বিপত্নীক এবং বিধবাগণের উচিত পুনর্ব্বিবাহ করা।

যখন নিজ বাটীতে থাকিয়া ডাক্তারের নির্দ্দেশিত ঔষধ-পথ্যাদি গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিনা কারণে বিভিন্ন রোগে বিশেষতঃ স্থায়ী রোগে স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে দেখিবে, তখন সর্ব্বপ্রথমেই বাসস্থানে কীলকশল্য এবং অকীলকশল্যের আশঙ্কা করিবে। ডাক্তারের পরামর্শমত জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানান্তরে গিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না—নিজের বাসস্থানের কোনস্থানে কিরূপ দোষ বর্ত্তিয়াছে, সর্ব্বপ্রথম নিরূপণ করিয়া, তাহার প্রতিবিধান করিতে সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবে। তাহা না হইলে বায়ু পরিবর্ত্তনের পর স্বস্থানে আসিলে (বাসস্থানে স্থাপিত কীলকশল্যের গ্রাসে পুনঃ পতিত হইলে) শারীরিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হইয়া শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে—বিদেশে যাইয়া অবস্থান করিবার ফলে বাসস্থান দূষিত করিবার সুযোগ সুবিধাবাদীগণ আরও

অধিক পাইবেন। কিন্তু লক্ষ্য করিলে জানিতে পারিবেন সুবিধাবাদীগণ নিজেদের বাড়ী ঘর ছাড়িয়া কখনও অন্যত্র যাইতে চাহেন না। বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যেরূপ খরচ পড়ে,সেই খরচে স্ব-গ্রাম বা পল্লীতে লৌহচক্রযুক্ত কাষ্ঠ বা টিনের চলন্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অসুস্থাবস্থায় বসতি করিয়া বাসস্থান বাটী হইতে অমঙ্গলজনক প্রভাবের কারণ দূর করিতে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বাটীর অন্তঃপুরে বা খিড়কী আদিতে অতি বিশ্বাসী ব্যক্তি ব্যতীত কাহাকেও যাইতে দেওয়া কখন উচিত নহে। এই সকল অতি সাধারণ কথা নূতন করিয়া বলিবার আবশ্যক হইত না, যদি সকলে পূর্ব্ব হইতেই এ সকল বিষয়ে সাবধান হইতেন। আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিকে এরূপ কত বিষয়ে সাবধান করিতে যাইয়া স্বয়ং হাস্যাস্পদ হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আর কোন কথা না বলিয়া জনসাধারণকে এক্ষণে সতর্ক করিয়া দিতে মনোযোগী হইয়াছি।

জনসাধারণ যক্ষ্মারোগ, প্রসূতি পরিচর্য্যা প্রভৃতির জন্য হাঁসপাতাল স্থাপনেরই পক্ষপাতী কিন্তু লোকে যাহাতে ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হইতে না পারে, তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতেই শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার বহুল প্রচলন দ্বারা সাবধানতা অবলম্বনের পক্ষপাতী হওয়া সকলের উচিত নহে কি ?

লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবেন একবার যদি কোন ছলে, কলে,কৌশলে বা কোন কার্য্যব্যপদেশে সুবিধাবাদীগণ বা তাঁহাদের সাহায্যকারী ব্যক্তিগণ অপরের বাটীতে প্রবেশ করিবার বা

অপরের আয় ব্যয়াদি ব্যাপারে সকল তথ্য জানিবার অবসর পায়, তাহা হইলে লোকচক্ষুর অন্তরালে পরোক্ষভাবে সুবিধা-বাদীগণ সয়তানি সাধনা দ্বারা তাহাদের অনিষ্ট সাধনে যত্নবান হয়েন। যেসকল স্থানে বা বাটীতে গৃহকর্ম্মাদির জন্য সুবিধাবাদী-গণের সাহায্যকারী ব্যক্তিবর্গকে নিযুক্ত কবিবার পর, গৃহ, বাটী প্রভৃতি বাসের আযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, রোগ অকালমৃত্যু সংঘটিত হইতেছে, সেই সকল স্থানে চিন্তার ফটোগ্রাফের ন্যায় যন্ত্রাদির সাহায্যে মৃত্তিকাভ্যন্তরের অমঙ্গলজনক পদার্থ তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক।

বিশেষ লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবেন—সুবিধাবাদীগণের সর্ব্বপ্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য—কি প্রকারে অপরের বাসস্থানে অভিমন্ত্রিত অস্থি স্থাপন করা যায়। দিন দিন লোকের বাস-স্থানে কীলকশল্য স্থাপন এবং অকীলকশল্য চালান করিবার ফলে, তাঁহাদের বাটী, বাসস্থানাদি ক্রমশঃ বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছে—দিন দিন এই প্রকার বাটী বা বাসস্থানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া স্বাস্থ্যহীনতা, রোগ, দরিদ্রতা, অকালমৃত্যু-ও সেই সমস্ত বাটীতে বৃদ্ধি পাইতেছে। এই প্রকার কীলক-শল্য স্থাপিত বাটীতে বাস করিতে হইলে সুবিধাবাদীগণের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। সুবিধাবাদীগণ ইচ্ছা করিলে মুহূর্ত্তের মধ্যেই মৃত্যু পর্য্যন্ত সংঘটিত করিতে পারেন,—স্বাস্থ্যহানি ঘটাইতে—রোগে ভোগাইয়া অর্থনাশ করাইতে পারেন—এরূপ ব্যাপার আজ কাল বাঙ্গালীর প্রতিদিনের

সাধারণ ব্যাপারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। অন্য শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে একব্যক্তির সহিত অপরের শত্রুতা হইলে, যাহাদের মধ্যে শত্রুতা বর্ত্তমান, তাহাদের মধ্যেই মামলা, মোকদ্দমা, দ্বেষ, হিংসা, মারপিট, রক্তপাতাদি ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সুবিধাবাদীগণের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য—স্বার্থরক্ষার জন্য, জাতি বর্ণ, ধর্ম্ম, সম্প্রদায় এবং শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে দেশের মেরুদণ্ড আপামর জনসাধারণ আজ ভগ্নস্বাস্থ্য, রোগ, অকালমৃত্যু, দরিদ্রতা প্রভৃতিতে মৃত্যুপথের পথিক হইয়াছে এবং দিন দিন হইতেছে, কে আজ তাহাদিগকে দেখে ?

সুবিধাবাদীগণের কার্য্যকলাপাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাঁহাদের যে কি লক্ষ্য—তাহা স্থির করিতে কষ্ট পাইতে হয় না। পূর্ব্বে জনসাধারণ অজ্ঞানতার অন্ধকারে যেরূপ আচ্ছন্ন ছিল, নিজ স্বার্থ বা হিতাহিত না বুঝিয়া ঘৃতের পরিবর্ত্তে সমপরিমান তৈলাদি লইয়া যেমন সন্তুষ্ট থাকিত, নিজেদের স্বার্থ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য,শুভাশুভ জ্ঞানবিবর্জ্জিত হইয়া সুবিধাবাদীগণের হাতের পুত্তলিকাবৎ হইয়া যেমন নাচিত এবং দা'ঠাকুর যা বলেন (তাহা তাহার নিজের পক্ষে অশুভ হইলেও) তাই ঠিক—এইরূপ মনস্থ করিয়া যেমন সকল কার্য্যে অগ্রসর হইত……সুবিধাবাদীগণ বর্ত্তমানেও জনসাধারণকে সেইরূপ বর্ব্বরতার যুগে লইয়া যাইতে সর্ব্বদা আগ্রহশীল। তজ্জন্য বর্ত্তমানে এত অধিক সংখ্যক ছাত্র (যদিও অন্যান্য সভ্যদেশ অপেক্ষা সংখ্যার অনুপাতে ছাত্রসংখ্যা এদেশে অল্প) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইতেছে

দেখিয়া সুবিধাবাদীগণের আশঙ্কার আর সীমা থাকে না। এই সুবিধাবাদীগণ চাহেন তাঁহাদের সকল কাজে জনসাধারণ প্রাণপণ তাঁহাদের সাহায্য করুক, কিন্তু কোন সার্ব্বজনীন কার্য্যে জনসাধারণ যাহাতে উপকৃত হন সেইরূপ কার্য্যে সুবিধা-বাদীগণের স্বার্থত্যাগ দৃষ্ট হয় না। সুবিধাবাদীগণ লোকাচার বিষয়ে এই প্রকার সতর্ক—কেবল বড় বড় মুখের কথায় সকলকে ভুলাইয়া রাখিতে চান।

সুবিধাবাদীগণ ঢিল দিয়া ঢিল ভাঙ্গিতে অর্থাৎ শত্রুর দ্বারা শত্রুকে বিনষ্ট করিতে সিদ্ধহস্ত। সুবিধাবাদীগণ সকলকেই সর্ব্ব বিষয়ে নিজেদের আয়ত্তাধীন রাখিতে চাহেন। সুবিধাবাদীগণ সর্ব্ব প্রথম লোকের সহিত মিশিয়া কথাবার্ত্তায় অপরের মতিগতি চিনিতে চেষ্টা করেন। পরে যে ব্যক্তি যেরূপ ব্যবহার ভালবাসে, তাহার সহিত সেই প্রকার ব্যবহার করিয়া তাহার মনস্তুষ্টি করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি চাটুতা ভালবাসে তাহাকে কথায়বার্ত্তায় বড় করিয়া দিয়া সন্তুষ্ট করেন। বিবদমান দুই ব্যক্তি বা দুই দলের সহিত মিশিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রত্যেক দলের মনেরমত কথাবার্ত্তা বলিয়া দুই ব্যক্তি বা দুই দলের মনোমালিন্য, কলহ, বিবাদ যাহাতে স্থায়ী আকার ধারণ করে সে বিষয়ও সুবিধাবাদীগণ সিদ্ধহস্ত। সুবিধাবাদীগণের বসতি যেস্থানে, সেস্থানে স্থায়ী বিবাদ, মনোমালিন্য, কলহাদি বর্ত্তমান থাকিবেই; কারণ বিবদমান দলের সহিত মিশিবার অবসর পাইলে, তাহাদের অন্তরের গোপন কথা সকল সহজে

জানিতে পারা যায়। এমত অবস্থায় যখনই বুঝিতে পারা যাইবে যে সুবিধাবাদীগণের গোপন চেষ্টায় অপর দুই ব্যক্তি বা দলের মধ্যে কলহ, বিবাদ, মনোমালিন্য বর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে বা আশঙ্কা আছে, তখনই বিবদমান ব্যক্তি, দল, সম্প্রদায় এবং জনসাধারণের উচিত সুবিধাবাদীগণকে গোপনে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া। জগতে সকল কার্য্যই বুদ্ধির আয়ত্ত। যিনি জ্ঞান চক্ষু দ্বারা নিজেদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় সকল অবলোকন করিতে পারেন, তিনি যথার্থই চক্ষুষ্মান এবং যিনি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা অপর ব্যক্তিবর্গের অজ্ঞাত বিষয় সকল বুঝিতে পারেন তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্। এই স্বার্থপরতার যুগে সংসারে থাকিতে হইলে আমাদিগের সকলকেই প্রকৃত চক্ষুষ্মান এবং বুদ্ধিমান হইতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা আমাদের শত্রু, মিত্র এবং অপরের অভিপ্রায় বুঝিতে সক্ষম হইব। আজ যাহার সহিত হৃদ্যতা করিতে সুবিধাবাদীগণ উদ্‌গ্রীব, কাল যদি তাহার নিকট হইতে তাহার নিজের বা তাহার শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির গোপনীয় যাবতীয় কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে সুবিধাবাদীগণ তাহার সহিত সেই সৌহার্দ্দ বজায় রাখিবার জন্য আর সেরূপ চেষ্টিত হন না। সুবিধাবাদীগণ বিরুদ্ধ স্বার্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রতি মুখে বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ করেন না। যাহা মনে আছে তাহা মনেই পোষণ করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে জনসাধারণকে সাবধান হইতে হইবে—কাহারও সহিত মিশিতে আপত্তি নাই,

তবে যাঁহারা আত্মরক্ষায় বিশেষ পারদর্শী নহেন, তাঁহাদের স্বতন্ত্র থাকাই মঙ্গল। নিজের বিষয়, স্বশ্রেণী, স্ব সম্প্রদায়, স্বজাতি বা আত্মীয় স্বজনের গোপনীয় কথা যাহাকে তাহাকে প্রকাশ করা কখন উচিত নহে।

সুবিধাবাদীগণ যদি কোন প্রকারে জানিতে পারেন যে কোন ব্যক্তি বেশ অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন কিম্বা তাহার কিছু অর্থ সম্পদ বর্ত্তমান আছে, সুবিধাবাদীগণ কাল বিলম্ব না করিয়া তাহাকে এবং তাহার পরিবারস্থ সকলকে ভুগাইয়া, ঔষধ, পথ্য, ডাক্তার খরচ প্রভৃতি করাইয়া তাহার সমস্ত অর্থ নষ্ট করিতে প্রাণপণ চেষ্টায় রত থাকেন। তজ্জন্য সকলকে সাবধান হওয়া উচিত।

কীলকশল্য স্থাপিত স্থানে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা কখন, লঙ্কা গোলমরিচ প্রভৃতির ঝাল খাইতে পারেন না।

শল্যস্থাপিত বাটীতে বা স্থানাদিতে গরু, কুকুর অবস্থান করে না—তাহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া থাকে। শল্য-স্থাপিত বাটীতে বা স্থানে বসিয়া জপাদি করিলে জপতপাদির ফল অতি সহজে হরণ করা যায়। আমরা জপ তপ যাহাই করিনা কেন, তাহার (ঐ প্রকার জপ তপের) একমাত্র উদ্দেশ্য—ঐ প্রকার প্রক্রিয়া অবলম্বনের ফলে প্রকৃতি হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি (আমাদের শাস্ত্রীয় কথায় দৈবিক শক্তি) সংগ্রহ করা কিন্তু যে স্থানে অবস্থান করিয়া আমরা জপ করি বা বাস করি—সে স্থান যদি কীলক শল্যাদি স্থাপন দ্বারা

অত্যন্ত অধিক পরিমাণে বৈদ্যুতিক বা দৈবিক শক্তি সম্পন্ন করিয়া রাখা যায় তাহা হইলে জপ, তপ, যোগাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা আমরা আমাদের শরীরে কোন প্রকার দৈবিক শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারিব না বা কখনই সমর্থ হইব না—বরং আমাদের শরীরের অন্তর্নিহিত যাবতীয় শক্তিকে আমাদের বাসস্থানে স্থাপিত ঐ সকল প্রবল প্রভাবসম্পন্ন কীলকশল্য টানিয়া লইবে। মৃত্তিকাভ্যন্তরে স্থাপিত একটী মাত্র অভিমন্ত্রিত কীলক একটী বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে যদি অল্পশক্তিশালী একখণ্ড অগ্নি রক্ষিত হয়, তাহা হইলে ঐ অল্পশক্তিসম্পন্ন অগ্নির তেজ, বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডের তেজ বা শক্তির নিকট অন্তর্হিত হইয়া যায়। সেইরূপ আমাদের ক্ষুদ্র জীবনীশক্তিকে আমাদের বাসস্থানে প্রোথিত বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডসদৃশ কীলকশল্য [যাহা অতি শক্তি সম্পন্ন পৃথিবী (earth is the reserver of electricity) হইতে সর্ব্বদা শক্তি সঞ্চয় করিতেছে] সর্ব্বদা বীর্য্যহীন করিয়া দিতেছে, তজ্জন্য আমাদের রোগ, স্বাস্থ্যহীনতা, অকালমৃত্যু, শিশুমৃত্যু, প্রসূতি মৃত্যু, দরিদ্রতা দিন দিন বাড়িতেছে। আজ কাল অনেক সাধু সন্ন্যাসি দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহাদের শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে—সৌন্দর্য্য এবং লাবণ্যহীন হইতেছে, কিন্তু সুবিধা-বাধীগণ দিন দিন হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ট, লাবণ্যযুক্ত হইয়া তেছেন। এই সকল সাধু সন্ন্যাসীগণকে কীলক এবং

অকীলকশল্যের অমঙ্গলজনক প্রভাবের বিষয় অবহিত হইয়া সজাগ থাকিতে অনুরোধ করি। কীলকশল্য স্থাপিত স্থানে কোন প্রকারে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন বা পালন করা সম্ভবপর নহে। যেমন অধিক শক্তিসম্পন্ন আলোকের নিকট অল্পশক্তিশালী আলোকের অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না, সেইরূপ অতিশয় শক্তি-সম্পন্ন কীলকশল্য স্থাপিত স্থানে বসিয়া জপাদি করিলে কোন প্রকার ফল লাভ করা যায় না—অধিকন্তু ন্যাসাদি যৌগিকক্রিয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠে। কিন্তু সুবিধাবাদীগণের বাটী বা বাসস্থানাদি কীলক এবং অকীলশল্য শূন্য থাকায় তাঁহারা চিরজীবন শান্তিতেই কাটাইতেছেন এবং ইষ্ট ও অভীষ্ট মন্ত্র জপে অতি অল্প আয়াসেই নিজেদের ইষ্ট—অভিষ্টসিদ্ধি করিতেছেন।

সুবিধাবাদীগণ নিজ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরুদ্ধ স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিকে এবং অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির ব্যক্তিবর্গের প্রতি এই ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া (বাস-স্থানাদিতে কীলকশল্য স্থাপন করিয়া) তাহাদিগকে শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার আস্বাদন হইতে বঞ্চিত করিবার চেষ্টায় আছেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐ উদ্দেশ্য সাধনে তাঁহারা বিশেষ সাফল্যলাভ করিয়াছেন,—ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মঘাতি, হীন ভেদ সৃষ্টির ফলে যেমন নিম্নজাতিসকলের ব্রাহ্মণগণের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ সুবিধাবাদীগণ অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ

সম্প্রদায় সকলকেও নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণের মত সামাজিক উচ্চ (?) আসন দিবার জন্য তাঁহাদের (সুবিধাবাদীগণের) মধ্য হইতে নূতন রঘুনন্দন আদির ন্যায় ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়া স্মার্ত্তের বাণী আওড়াইতে থাকিবেন—সে দিন আসিতে আর অধিক বিলম্ব নাই। তখন অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে কে রক্ষা করিবে? অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের বাসস্থানে স্থাপিত কীলকশল্যের প্রভাবেই সুবিধাবাদীগণ তাঁহাদিগের (অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের) উপর সকল শক্তিই অর্জ্জন করিয়া বসিয়াছেন—তখন ইহাই সকলে জানিতে পারিবেন। সকলের বাসস্থানে কীলকশল্য স্থাপিত হইলে সুবিধাবাদীগণের হাতে সকলের জীবন-মরণ নির্ভর করিবে, তজ্জন্য সুবিধাবাদীগণ যখন যাহা বলিবেন বা মনস্থ করিবেন তখন সকলকে তাহাই শুনিতে হইবে। গ্রাম বা পল্লীর মধ্যে সুবিধাবাদীগণের একটী কিম্বা দুইটী বাটীর জন্য, রোগ অকাল-মৃত্যু প্রভৃতি সংঘটিত হইয়া সমস্ত গ্রাম বা পল্লীর দুর্দ্দশা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। তথাপি সতর্ক করিয়া দেওয়া সত্বেও কেহ সাবধান হইতেছেন না—ইহাই আশ্চর্য্য। হে নিম্ন-বর্ণের ব্রাহ্মণসম্প্রদায়, হে নিম্নবর্ণ, হে মৌলিক, হে ভঙ্গ, আসুন আমরা সকলে আর্য্যধর্ম্মে দীক্ষিত হই,—যে ধর্ম্মে শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা আনয়ন করে না, যে ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠানে কাহাকেও হেয় করিবার হীন প্রবৃত্তি জাগে না—যে ধর্ম্মে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরূপ ভীষণ আত্মঘাতী ভেদ সৃষ্টির বিধান নাই। সুবিধাবাদীগণের নিকট হইতে আমাদের সকল

বিধান না লইয়া আমাদের স্ব স্ব শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতেই সেই বিধান লইতে হইবে—তাঁহারাই আমাদের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমাদের ঋষি মহর্ষিগণ কোন প্রকার ভেদ সৃষ্টি করিয়া যান নাই। সুবিধাবাদীগণই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাদি ভেদের প্রবর্ত্তক।

এ সম্বন্ধে নদীয়া কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা মজুমদার উকিল মহাশয়ের সারগ্রাহী মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে আভিজাত্যের অতি সহজ ভগ্নপ্রবণ ভাব হ্রাস এবং দূর করিবার জন্য উক্ত শ্রেণীর সমাজপতিগণকে তাঁহাদের শ্রেণীর কুলীন, কাপ এবং শ্রোত্রীয়গণের মধ্যে ক্রমশঃ একীকরণ সুগম করিবার চেষ্টায় রত থাকিয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত গঠনমূলক কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এ বিষয় রাঢ়ীয়, বৈদিক প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের এবং অন্যান্য জাতির উচিত বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের প্রদর্শিত এইরূপ বিভিন্ন গঠনমূলক পন্থা অবলম্বন করা। রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের মধ্যে কুলীন, ভঙ্গ, শ্রোত্রীয়, পীরিলী, বর্ণের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কত আত্মধ্বংসী ভেদ, পার্থক্য, থাক, প্রভৃতি থাকিয়া কোথাও কোথাও চিরকালের জন্য শোণিতগত সম্বন্ধ পর্য্যন্ত রহিত করিবার চেষ্টা বা ধ্বংসমূলক কার্য্য চলিয়া আসিতেছে; শিক্ষামূলক আভিজাত্যের পরিবর্ত্তে শোণিতগত সম্বন্ধমূলক আভিজাত্যের প্রশ্রয় দেওয়া যুক্তিযুক্ত এবং বাঞ্ছনীয়

কি ? যাঁহারা সেরূপ শোনিতগত আভিজাত্যের গৌরব লইয়া থাকিতে বলেন সমাজের অন্যান্য স্তরের প্রতি তাঁহাদের প্রকৃত সহানুভূতি, দরদ থাকিতেই পারে না। প্রত্যেক শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গের উচিত তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে স্বীয় অভিমত প্রকাশের জন্য সাময়িক পত্রিকাদি বাহির করা।

খোলা স্থানের (Open space) এর পরিবর্ত্তে গৃহ, বৃক্ষ, ছাদ বা আবরণাদি বিশিষ্ট স্থানের মধ্যে বা নিম্নে থাকিলে অগ্নিকুণ্ড যেমন তাহার প্রভাব অতিশয় বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেইরূপ চিরজাগ্রত কীলক বা অকীলকশল্য গৃহ, ছাদ, বৃক্ষ, মাচান প্রভৃতি আবরণযুক্ত স্থানের নিম্নে থাকিলে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া থাকে। তজ্জন্য গৃহ, বাটী, পায়খানাদি বা তৎসংলগ্ন ভূমির উপর (যেখানে পুত্র, কন্যা, গৃহলক্ষ্মী প্রভৃতি সকলকে সদা সর্ব্বদা চলাফেরা করিতে হয়, সেইরূপ স্থানের উপর) বৃক্ষাদি রাখা কোন প্রকারে যুক্তিযুক্ত নহে। সাধু সন্ন্যাসিগণকে (যাঁহারা প্রায় বৃহৎ বৃক্ষাদির নিম্নে অবস্থান করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে) এ বিষয় সাবধান হইতে অনুরোধ করি। এই সকল কারণে যাঁহারা সুখে শান্তিতে বসবাস, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি করিবার জন্য বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে, স্কুল, কলেজ, হাঁসপাতাল স্থাপন করিতে বা যে সকল ব্যক্তি জপ, তপ প্রভৃতির জন্য আশ্রম, মঠাধি প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের উচিত অনিষ্টকারক সুবিধাবাদীগণকে

অস্থি বা কাষ্ঠ ময় কীলকশল্যাদি প্রোথিত করিবার সুযোগ না দিয়া সর্ব্বপ্রথমেই অধিক পরিমিত স্থান (সে স্থানে প্রত্যহ স্নান, আহার, অবস্থান, পঠন, পাঠন, জপ, তপ, সাধন, ভজন, কোষ্ঠ পরিষ্কারাদি ক্রিয়া সমাপন করিতে হয়) প্রস্তর বা বা ইষ্টকাদি দ্বারা উত্তমরূপে গাঁথিয়া বা সিমেণ্ট করিয়া লওয়া। সুবিধাবাদীগণ এ বিষয়ে খুবই হুঁসিয়ার। এই প্রকার স্থানেই মঠ, আশ্রম, বিদ্যায়তন, স্বাস্থ্য চর্চ্চা, পূজা, হোম প্রভৃতি করা আবশ্যক। মৃত্যুর সময়ও কীলকশূন্য স্থানে অবস্থান করা উচিত।

কীলক যাহার নামে অভিমন্ত্রিত করা যায়, সেই ব্যক্তির উপরই উহার প্রভাব অধিক বিস্তার লাভ করিয়া থাকে। অন্যান্য ব্যক্তিগণের উপর এই প্রকার কীলক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে না। যেমন যে স্থানে ক, খ, গ, ঘ, এবং ঙ, এই পাঁচ ব্যক্তি বাস করেন, সেই স্থানে যদি 'ক' এই ব্যক্তির নামে কীলক অভিমন্ত্রিত করিয়া প্রোথিত করা যায়, তাহা হইলে উক্ত কীলক, "ক" যত দিন জীবিত থাকেন তত দিন উক্ত "ক" এর উপরই সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। "ক"এর মৃত্যুর পর, খ, গ, ঘ, এবং ঙ র উপর ঐ কীলক তাহার অমঙ্গলজনক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

আমরা শল্যের প্রভাবেই "হাভাতে" এবং "হাঘরে" দুই-ই হইয়াছি; এক্ষণে জনসাধারণকে যদি আমরা ঠিক মত চালিত করিতে না পারি, তাহা হইলে বাসের জন্য তাঁবুর (tentএর)

কিম্বা লৌহ চক্রেযুক্ত সচল কাষ্ঠ বা লৌহ নির্ম্মিত গৃহের ব্যবস্থা বা প্রচলন না করিলে আর আমাদের রক্ষা নাই। যত দিন আমরা উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রের বিষয়ে বিশেষরূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না পারি, তত দিন শম্বুকের (শামুকের) ন্যায় নিজের পৃষ্ঠেই নিজের গৃহ বহন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ডাক্তার, কবিরাজ এবং হাকিমের পরামর্শমত কেবলমাত্র জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্থানান্তরে যাইবার ব্যবস্থা করিলে আমরা আত্মরক্ষা করিতে কিছুতেই সমর্থ হইব না।

কিছু দিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রের স্তম্ভে দেখিয়াছিলাম—শেফিল্ড, ফীড্‌স, ম্যাঞ্চেষ্টার, গ্লাসগো, লিভারপুল, ডার্ব্বি ও হাল এই কয়টী নগরে স্বাস্থ্যহানী প্রচুর পরিমাণে ঘটিতেছে—তজ্জন্য সেখানকার flats নির্ম্মাণ পদ্ধতিতে আমূল সংস্কারের সঙ্কল্প হইয়াছে—এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা অতি সমীচীন। কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী, জাতি এবং গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক—এদেশ হইতে সুবিধাবাদীগণের (সংখ্যায় অতি অল্প হইলেও) দেশান্তরে যাইবার ফলে এরূপ সংঘটিত হইতেছে কিনা? তজ্জন্য সুবিধাবাদীগণ যাহাতে ভিন্ন দেশে যাইয়া অভিমন্ত্রিত অস্থি আদি যত্র তত্র স্থাপন করিবার অবসর না পান—তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সতর্কতা অবলম্বন করা সকল শ্রেণী, সম্প্রদায়, জাতি এবং সকল গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। যেমন বিভিন্ন জাতির হাবভাব, শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইবার ফলে, আমরা সার্ব্বজনীন আদর্শের আস্বাদ

পাইয়া, আমরা আমাদের আচার ব্যবহারে—শিক্ষা দীক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক ব্যবস্থাবিন্যাসে একদেশদর্শিতা প্রভৃতির বিষয় ক্রমশঃ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি—সেইরূপ যুগ যুগ ব্যাপি সুবিধাবাদীগণের অধীনতা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে জগতের অন্যান্য জাতি এবং ধর্ম্মাবলম্বীগণকেও সুবিধাবাদীগণের সয়তানী সাধনা সম্বন্ধে সজাগ করিয়া দিতে হইবে। সুবিধাবাদীগণ দিন দিন সমগ্র ভারতকে যেরূপ তাঁহাদের মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের মোহিনী শক্তি যে দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িবে না—তাহা কে বলিতে পারে। অন্যান্য দেশবাসী সুবিধাবাদীগণের স্বরূপ বুঝিতে যদি সক্ষম হন, তাহা হইলেই ভারতের জনসাধারণের ভবিষ্যৎ আশা কিছু থাকিতে পারে—জনসাধারণের মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থা বিন্যাসে, শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতিতে প্রকৃত মানবতার স্ফূর্ত্তি সাধন হইতে পারে ;—তদ্ভিন্ন ভারতের জনসাধারণের আত্মরক্ষার কোন আশা নাই। অন্যান্য দেশের বা জাতির বিভিন্ন ভাব ধারা শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়া আমাদের জীবনে যে আশা, যে আলোক পাইব বলিয়া ইচ্ছা করি, তখন তাহা হইতেও আমরা বঞ্চিত হইব।

ব্রাহ্মণপাড়া, কায়স্থপাড়া, নাপিতপাড়া, কুমারপাড়া প্রভৃতি হইতে বুঝিতে পারা যায়—এক এক জাতি, সম্প্রদায় বা শ্রেণীর বসতি এক এক স্থানে বর্ত্তমান কিন্তু ঐ সকল

স্থানস্থিত জাতি, সম্প্রদায় এবং শ্রেণীর স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলের সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন অপরে তাহাদের পল্লী, গ্রাম বা পাড়ার যত্রতত্র কীলকশল্য স্থাপন করিতে না পারে—অপর ব্যক্তিকে যত্রতত্র শল্য স্থাপন করিবার সুযোগ দিলে যে পল্লী, গ্রাম, পাড়া বা বাটীতে কীলকশল্য স্থাপিত হইবে, সেই স্থানের লোকের কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া, বেরী বেরী, থাইসিস, heart fail, meningitis, ঝিনঝিনে, টাইফয়েড, প্রভৃতি রোগে অকালমৃত্যু সংঘটিত হইবে। কেহ যেন মনে না করেন—যে গ্রামের মধ্যে কোন এক ব্যক্তির বাটীতে কীলকশল্যাদি স্থাপন করিলে কেবলমাত্র সেই বাটীস্থ ব্যক্তিরই অমঙ্গল। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ অমঙ্গলজনক কীলকের জন্য পাড়া, গ্রাম বা পল্লীর সকলকেই কখন না কখন ভুগিতে হয়। তবে যে ব্যক্তির বাটীতে ঐরূপ কীলক-শল্য অবস্থিত থাকে, তিনি সপরিবারে ধনে, প্রাণে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে স্থানে, গ্রামে, পল্লীতে বা পাড়ায় অধিক সংখ্যক অমঙ্গলজনক অস্থি বর্ত্তমান থাকে, সে স্থানে লোকের ঘন বসতি থাকিতে পারে না—লোক সংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যায়। প্রজাবর্গের সংখ্যা হ্রাসে রাজশক্তির আয়াদি হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় কিন্তু লোক সংখ্যা ক্ষয় হইলে অল্প সংখ্যক জনসাধারণের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখা সুবিধাবাদীগণের সহজ হয় বলিয়া সর্ব্ব বিষয়ে জন-সাধারণের উপর তাহাদের প্রভুত্ব বজায় রাখার সুবিধা হয়।

ভবঘুরে জ্যোতিষী, সাধু, সন্ন্যাসী, পাগল প্রভৃতি ব্যক্তিগণের মধ্যে সুবিধাবাদীগণের গুপ্তচর দুই একজনকে দেখা যায়—তাহারা সংখ্যায় অতি অল্প। সুবিধাবাদীগণ এই প্রকার জ্যোতিষীর দ্বারা অপর ব্যক্তির বাটীস্থ অজ্ঞ গৃহলক্ষ্মীগণের নিকট হইতে মনের কথা, গুপ্ত সংবাদাদি যাহাতে জানিয়া লইতে না পারেন,—পাগলের মধ্যে সুবিধাবাদীগণের সাহায্য-কারী ভবঘুরে কৃত্রিম পাগল দ্বারা সুবিধাবাদীগণ স্বয়ং যে সকল স্থানে যাইবার সুযোগ পান না সেই সকল স্থানে যাহাতে কীলকশল্য স্থাপন করাইয়া লইতে না পারেন,—সাধু, সন্ন্যাসী সাজিয়া যাঁহারা বিভিন্ন গ্রামে গিয়া অবস্থান করেন, তাঁহাদের মধ্যে সুবিধাবাদীগণের সাহায্যকারী কোন ব্যক্তি থাকিলে যাহাতে এরূপ ব্যক্তি গ্রামের যত্রতত্র কীলকশল্য স্থাপন করিবার অবসর না পান—তজ্জন্য জনসাধারণের বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় সাধু সন্ন্যাসীগণ যে সকল স্থানে বা গ্রামে আসিয়া অবস্থান করেন, সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইবার পরে সেই সকলস্থান বা গ্রামে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগে মড়ক দেখা যায়; এই সকল বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া জনসাধারণকে সাবধান হইতে অনুরোধ করি।

পরিকল্পনা ঃ—

(ক) আবহবিভাগের মানমন্দিরের যন্ত্র সাহায্যে বহু দূরবর্ত্তী স্থানের আবহাওয়া, ভূমিকম্প প্রভৃতির বিষয় আমরা অবগত হই। ঐ প্রকার যন্ত্রের মত যদি এমন একটী সূক্ষ্ম

নিপুণ (অথচ দরিদ্র বা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের পক্ষে ক্রয়োপযোগী এবং electricityর সাহায্য ব্যতীত সুদূর মফস্বলে ব্যবহারোপযোগী) যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারা যায় যাহার সাহায্যে এক বিঘা কিম্বা ঐরূপ পরিমিত ভূমির মধ্যে শরীরের কোন অনিষ্ট কারক (electrified) পদার্থ আছে কি না জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে মানব জাতির প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। মৃত্তিকাভ্যন্তরে যে স্থানে শরীরের কোন ক্ষতিকারক বা হানিজনক পদার্থ বা কীলকশল্য (electrified bones or wood etc) বর্ত্তমান থাকে সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া কিম্বা সেই স্থানের মৃত্তিকাভ্যন্তর মনন করিয়া ওঁ হ্রীঁ ক্ষ্রৌঁ ভ্রম ভ্রম চন্দ্রবৎ মহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ণ গৃহ্ণ ভিন্দি ভিন্দি শূলেন হূঁ ঠ ঠঃ ওঁ এই মন্ত্র জপ করিলে (১) সেই এক বিঘা কিম্বা ঐরূপ পরিমিত ভূমির ঠিক কোন কোন স্থান হইতে এবং (২) সেই স্থানের মৃত্তিকাভ্যন্তরের কত নিম্নদেশ হইতে কম্পন অনুভূত হইতেছে তাহা জানিতে পারিলে, মৃত্তিকা খনন করিয়া তৎস্থানস্থিত অমঙ্গলজনক পদার্থ উদ্ধার করা যাইবে, কিম্বা (৩) উক্ত পরিমিত ভূমির বহির্ভাগ হইতে যদি কোন কম্পন তরঙ্গ উত্থিত হইয়া উক্ত ভূমিস্থিত কোন প্রাণীর জীবন নাশের চেষ্টা করে তাহা হইলে উক্ত ভূমির বহির্ভাগের পূর্ব্বাদি দিকের কোন দিক হইতে ঐ কম্পন তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে তাহা জানিতে পারা যাইবে। পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্রে মৃত্তিকার কম্পন উত্থিত হয়। কিন্তু উত্তাপ তরঙ্গ উত্থিত করিবার যদি বাসনা

থাকে তাহা হইলে নিম্নলিখিত মন্ত্রের যে কোন একটী মন্ত্র জপ করিয়া দেখিলে চলিবে ঃ—

(১) ওঁ ক্ষ্রুঁ ক্ষঁ ড্রৌঁ (কিম্বা ওঁ ক্ষ্রুঁ ক্ষঁঃ ড্রৈঁ) মহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ণ গৃহ্ণ ভিন্দি ভিন্দি শূলেন হূঁ ঠ ঠঃ ওঁ।

(২) ওঁ হ্রীঁ দ্রীঁ দ্রুঁ দ্রৈঁ দ্রৌঁ দ্রঃ মহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ণ গৃহ্ণ ভিন্দি ভিন্দি শূলেন হূঁ ঠ ঠঃ ওঁ।

(৩) ওঁ ড্রাঁ ড্রেঁ ড্রৈঁ ড্রৌঁ হ্রঃ মহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ণ গৃহ্ণ ছিন্দি ছিন্দি হ্রীঁ ঠ ঠঃ ওঁ। ইত্যাদি ইত্যাদি

(খ) Electro-physiological laboratory of the Scientific Ins:itute of the Brain, Moscow এর সভ্যগণ চিন্তার ফটোগ্রাফ নামক এক প্রকার greatly improved apparatus বাহির করিয়াছেন, ঐ যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক কৌশলে মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে বিবিধ প্রকার চিন্তার তরঙ্গ বা স্তরের ফটোগ্রাফ লওয়া যায়। Transformer যন্ত্রের সহিত তার সংযুক্ত সূক্ষ্ম সূচের অগ্রভাব মানুষের মস্তিষ্কের দুই প্রান্তে বিদ্ধ করিলে আমাদের মস্তিষ্কের চিন্তার হ্রাস বৃদ্ধিরূপ অতি সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ প্রবাহ (electrical current) উক্ত সূচ ও তারের মধ্য দিয়া transformer যন্ত্রে আসিয়া বহু গুণ বর্দ্ধিতাকারে প্রতিফলিত হয়। মানুষের চিন্তা-তরঙ্গের হ্রাস বৃদ্ধি পরিমাপ করা যেরূপ যন্ত্রের সাহায্যে সম্ভব এবং সহজ হইয়াছে, ঐ প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে তদ্রুপ মৃত্তিকাভ্যন্তরের কোন স্থানের বিদ্যুৎ প্রবাহের চাঞ্চল্য বা সাড়া কিরূপ তাহা জানা সম্ভব এবং সহজ

হইতে পারে। ঐ প্রকার যন্ত্রের দ্বারা বাসস্থানাদিতে মানুষের জীবন ক্ষয়কারী (ভূমধ্যস্থ) অমঙ্গলজনক কীলকশল্য আদির উদ্ধার সাধন করা সম্ভব পর হইবে। তাহা হইলে জগতের বিশেষতঃ ভা৺তের প্রকৃত এবং স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইবে। কেবলমাত্র মানুষের চিন্তার স্তর বা তরঙ্গ পরিমাপের জন্য এরূপ যন্ত্র (apparatus) ব্যবহৃত না হইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরের বিভিন্ন স্থানের বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপের জন্য (for recording or catching the powerful electrical currents that are present in some places under the ground or earth) প্রয়োগ করা আবশ্যক। প্রাণী এবং মৃত্তিকা উভয়েরই মধ্যে বিদ্যু প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি পরিমাপ করাই এই যন্ত্রের লক্ষ্য কেন্দ্র হওয়া উচিত। এই যন্ত্র আবিষ্কারে প্রথমে যেমন ইন্দুরাদি বিবিধ ইতর প্রাণী লইয়া বিবিধ পরীক্ষা ও অনুশীলন চলিয়াছিল, মৃত্তিকাভ্যন্তরের বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপ করিবার জন্য সেইরূপ মৃত্তিকাভ্যন্তরে ইচ্ছাপূর্ব্বক স্থাপিত অভিমন্ত্রিত কীলকশল্য (electrified bones or wood) লইয়া পরীক্ষা, অনুশীলনাদি করা আবশ্যক। এই যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীতে অন্ততঃ অর্দ্ধেক অকালমৃত্যু নিবারিত হইবে এবং ভারতবর্ষ তথা বাঙ্গালাকে বেরী বেরী, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, থাইসিস, কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড, ঝিন্‌ঝিনে প্রভৃতি রোগ এবং অন্যান্য নিত্য নূতন রোগ এবং তজ্জনিত দুর্ব্বলতা, দরিদ্রতা, অকাল মৃত্যু প্রভৃতি হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে

এবং মানুষের জীবন কালও বৃদ্ধি পাইবে। এই যন্ত্র আবিষ্কারের পর সুবিধাবাদীগণ অসজ্জন ব্যক্তিগণের দ্বারা এবং তাঁহাদের নিয়োজিত অজ্ঞ, নিরক্ষর, দায়িত্বজ্ঞানহীন বিধবাদির দ্বারা অপরের বাসস্থানে কীলকশল্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেও—বৈধব্য জীবনের প্রবর্ত্তনাদি একদেশদর্শী সামাজিক বিধি ব্যবস্থাদির প্রচলনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেও সুবিধাবাদীগণ সমাজের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতে সক্ষম হইবেন না। এই বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে যিনি সাফল্য লাভ করিবেন, তাহার গৌরব চিরদিন স্থায়িত্ব লাভ করিয়া পৃথিবীতে তিনি অমর হইয়া থাকিবেন। কীলক প্রস্তুত করিবার এবং তাহাকে জাগরিত করিবার প্রক্রিয়াদি বর্ণন করায় যে সকল সুবিধাবাদী আপত্তি তুলেন, তাঁহারা বিশেষরূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন—"যেমন মৃগ দ্বারা মৃগ, হস্তি দ্বারা হস্তি, পক্ষী দ্বারা পক্ষীকে ধৃত করা যায়, (জ্ঞেয় পদার্থ জ্ঞান দ্বারা গৃহীত হয় বলিয়া) কীলকশল্য কিরূপ অমঙ্গলজনক প্রভাব বিস্তার করে জানিতে পারিলে, অসজ্জন ব্যক্তিগণের দ্বারা স্থাপিত অনিষ্টকারক কীলকশল্য হইতে তদ্রূপ আত্মরক্ষা করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইবে।" তজ্জন্য এ সকল বিষয় অবগত হওয়া জনসাধারণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কেবলমাত্র সুবিধাবাদীগণ এবং তাঁহাদের আত্মীয়, স্বজন, স্বশ্রেণী বা স্বসম্প্রদায় অবগত হইলে জন-

সাধারণের পক্ষে এমন কি সরকার বাহাদুরের পক্ষেও ভবিষ্যতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব।

আমেরিকায় এক প্রকার কাচের ইষ্টক প্রস্তুত হইয়াছে—ঐ ইষ্টকে গৃহাদি নির্ম্মিত হইলে, গৃহ ভাঙ্গিয়া বা চূর্ণ হইয়া যাইবে না, বাহিরের শব্দ এবং উত্তাপ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে না। এই ইষ্টকের দ্বারা কীলকশল্যের প্রভাব কতক পরিমাণে তিরোহিত হয় কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

যে সকল ব্যক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করে, (যেমন রাজমিস্ত্রির দল, হরিনামের দল, পুষ্করিণী আদি খনন করিবার বা ইষ্টক প্রস্তুত করিবার দল, কর্পোরেশনের রাস্তা, ড্রেনেজ বিভাগের মজুরের দল প্রভৃতি) তাহাদের মধ্যে যিনি দলপতি বা কর্ত্তা হইয়া কার্য্য করেন, তাঁহার লক্ষ্য রাখা উচিত তাঁহার দলের মধ্যে কোন ব্যক্তি অপরের বাস স্থানাদিতে কীলকশল্য স্থাপন করিয়া স্থবিধাবাদীগণের সাহায্যকারীরূপে কার্য্য করিতেছে কিনা? কারণ তাঁহাদের দলের মধ্যে এরূপ লোক থাকা প্রকাশ পাইলে এই সকল দলপতিরই ভবিষ্যতে দুর্নাম রটিতে পারে। সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে একের মঙ্গলে অপরের মঙ্গল সাধিত হয়—অপরের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে নিজের অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের ফলে শোণিতগত সম্বন্ধ চিরকালের জন্য রহিত হওয়ায় স্থবিধাবাদীগণ যদি স্বধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রতি দরদহীন হইয়া অবিচারিত চিত্তে যথা পূর্ব্বং তথা পরং ভাবে

সয়তানি সাধনা চালাইতে থাকেন তাহা হইলে আমাদের উচিত —যে ব্যক্তি যেরূপ ব্যবহার করে তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করাই ধর্ম্ম। ইহা তাঁহাদিগকে (মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণকে) ভালরূপ বুঝাইয়া দেওয়া।

যাঁহারা Chronic disease বা স্থায়ী কোন ব্যাধিতে ভুগিতেছেন তাঁহাদের প্রথমেই দেখিতে হইবে—তাঁহাদের বাসস্থানাদিতে কীলকশল্য বা অকীলকশল্য আছে কি না। কীলকশল্য থাকিলে কাল বিলম্ব না করিয়া অপরের সাহায্যে তাহা উদ্ধার করিয়া ফেলিবে—এ কাজে শ্রেণীসম্প্রদায় জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাহায্য করা একান্ত আবশ্যক। আর অকীলক শল্য থাকিলে মন্ত্র প্রভাবে তাহা বাসস্থানাদি হইতে সরাইয়া দিবেন। কার্য্যব্যপদেশে স্থানান্তরে যাইলে (কিম্বা বাটীতে থাকিলেও) সুবিধাবাদীগণ মন্ত্র প্রভাবে বাসস্থানাদিতে অকীলকশল্য চালাইয়া রাখেন। ইহা কি প্রকারে সম্ভব তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল। বাহিরে কার্য্যব্যপদেশে সমস্ত দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিবার পর সুবিধাবাদীগণ চালিত অকীলকশল্যে পূর্ণ নিজ গৃহাদিতে প্রবেশ করিবামাত্র সুবিধাবাদীগণ কর্ত্তৃক মহাকাল মন্ত্র জপ দ্বারা অনিষ্ট প্রাপ্ত হওয়ায় জনসাধারণ পেটব্যথা, কোষ্ঠ-বদ্ধতা, মাথাধরা, সর্দ্দি, চর্ম্মরোগ, অর্শ, অম্ল, প্রভৃতি স্থায়ী ব্যাধিতে প্রত্যহ ভুগিতে থাকেন কি না তাহা সকলের লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। এরূপ অনিষ্টগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা

যে স্থানে থাকে সেইরূপ স্থানে পরিবারস্থ পিতামাতা, ভ্রাতা ভগিণী, পুত্র কন্যা, আত্মীয় স্বজন, বিশেষতঃ স্ত্রীর একান্ত কর্ত্তব্য— বাসস্থান কীলক এবং অকীলকশল্যশূন্য রাখা—সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর ক্লান্ত হইয়া বাটিতে ফিরিবার পর সুবিধাবাদীগণের কোপে পতিত হইয়া রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িলে শরীর কত দিন রোগ ভোগ করিয়া টিকিতে পারে? তজ্জন্য নিম্নবর্ণিত উপায়ে গৃহাদি অকীলকশল্যশূন্য করিয়া রাখিবে ঃ—

কোন লৌহদণ্ডের নিকট যদি কেহ অবস্থান করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে নিজের দুই বাহুর মধ্যে রক্ষা করিয়া ঐ লৌহদণ্ডকে নিজের দুই বাহুর দ্বারা ধারণ করিয়া ঐ অভীষ্ট ব্যক্তিকে চাপিয়া ধরিয়া লৌহদণ্ডের নিকটবর্ত্তী করিয়া উহার সহিত তাহাকে (ঐ অভীষ্ট ব্যক্তিকে) পিষ্ট করিতে পারি, সেইরূপ নিজ বাসস্থান হইতে দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত কোন কীলকশল্যকে আশ্রয় করিয়া বাসস্থানাদির অকীলকশল্য আমার দুই বাহুর মধ্যে অবস্থিত আছে—এইরূপ মনন করিয়া "ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ শত্রুচালিত মহাকালং কঙ্কালবদন কীলয় কীলয় স্বাহা ওঁ" এই মন্ত্র জপ দ্বারা নিজ-বাসস্থানাস্থিত ঐ প্রকার অকীলকশল্যকে কীলকশল্যের নিকট চালিত করা যায়। অকীলকশল্য স্থানান্তরিত করিবার সময় আমাদের অন্তরে বিশেষ কোন বাধা অনুভব হয় না। কিন্তু উহা যদি ভূমিস্থাপিত কীলকশল্য হয়, তাহা হইলে আমরা অন্তরে

অন্তরে বেশ বাধা অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু কীলকশল্য বাসস্থানের (মৃত্তিকার) উপর রক্ষিত হইলে বাধা অনুভূত হয় না।

সর্ব্বসাধারণের গতিবিধি যেখানে, (এরূপ স্থানের উপর অর্থাৎ পোষ্ট অফিস, রেজিষ্ট্রী অফিস, থানা, কালেক্ট্রী, আদালত, সরকারী অফিস সমূহ, সর্ব্বসাধারণের রাস্তা, মিউনিসিপ্যাল অফিস, রেলওয়ে ষ্টেশন ও অফিস, রেলওয়ে কোয়াটার, পুলিশ কোয়াটার, সৈন্যাবাস প্রভৃতি স্থানের উপর) সরকার বাহাদুরের সেইস্থলে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কোন স্থানে যদি অমঙ্গলজনক অস্থি বা কাষ্ঠময় কীলকাদি আছে বলিয়া অনুমিত হয়, তাহা হইলে Moscow Institute of the Brain হইতে যে মানুষের চিন্তাতরঙ্গ পরিমাপক ফটোগ্রাফ (improved apparatus) বাহির হইয়াছে, তাহার সাহায্যে কিম্বা ঐ প্রকার অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্যে উহার উদ্ধার সাধন করা আবশ্যক।

অজ্ঞ, মূর্খ ব্যক্তিগণকে অমঙ্গলজনক অস্থি এবং কাষ্ঠময় কীলকের প্রভাবের বিষয় সর্ব্বত্র নোটীশ বা বিজ্ঞাপন প্রভৃতির দ্বারা ভালরূপ বুঝাইয়া দেওয়া প্রত্যেক সমাজহিতৈষী শিক্ষিত ব্যক্তি এবং সরকার বাহাদুরের একান্ত কর্ত্তব্য।

যত্রতত্র অমঙ্গলজনক কীলকশল্যের অবস্থান স্থান দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া বহু স্থান যেরূপ বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে ভিন্ন প্রদেশবাসী বা অন্য দেশবাসী ইচ্ছা করিলেই

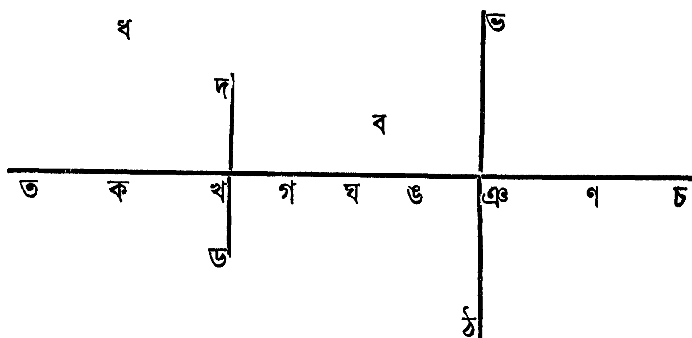
আমাদের সকলের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন। যে গ্রাম, পল্লী বা স্থানে অমঙ্গলজনক কীলকশল্যের সংখ্যাধিক্য অনুমিত হয়, সেই স্থানস্থিত ব্যক্তিবর্গ ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, বেরী বেরী, কলেরা, বসন্ত, থাইসিস্, ঝিনঝিনে, heart fail, মেনিনজাইটিস্, টাইফয়েড, বাত,বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে অকালে অধিক ভুগিতে থাকেন। তজ্জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির বাসস্থানাদি কীলকশূন্য রাখিতে চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক।

মানুষের উপর যে প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিলে ঝিনঝিনে বা থর-থরিয়া রোগ হয়, মৃত্তিকার প্রতি সেই প্রক্রিয়া ব্যাপক ভাবে (সকলের মিলিত চেষ্টায়) প্রয়োগ করিলে ভূমিকম্প হইয়া থাকে।

য়ুরোপে মহাসমর সংঘটিত হওয়ায় প্রতীচ্যে যে লোকক্ষয়, ধন ক্ষয় আদি অমঙ্গল সাধিত হইয়াছিল, সুবিধাবাদীগণের হৃদয়হীন সয়তানি সাধনাদ্বারা রোগ অকাল—মৃত্যু প্রভৃতি সংঘটিত করিয়া তাহা অপেক্ষা অধিক অমঙ্গল—গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে (যিনি সমগ্র ভারতের কথা চিন্তা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন—করিতে পারেন, কিন্তু বর্ত্তমানে বাঙ্গলার প্রসঙ্গই উত্থাপন করিব) সাধিত হইয়া আসিতেছে। সাধারণের অবগতি এবং আত্মরক্ষার জন্য সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা বা আভিচারিক ক্রিয়ার স্বরূপ নিম্নে কিছু বিবৃত হইল :—

শল্য দেবতা দুই প্রকারঃ—(১) কীলকশল্য এবং (২) অকীলকশল্য। সাধক ও দেবতা (কীলকশল্য কিম্বা অকীলকশল্য) এই দুই এর অবস্থিতি স্থানদ্বয়কে একটী কল্পিত সরল রেখা দ্বারা সংযোজিত করিয়া সাধক ও দেবতার মধ্যবর্ত্তী ঐ কল্পিত সরল রেখার উপর যে কোন স্থানে অভীষ্ট ব্যক্তি বা বলিকে স্থাপন করিতে হয়। এইরূপ ভাবে অবস্থিত হইলে অর্থাৎ কল্পিত একই সরল রেখান্তর্ব্বর্ত্তি স্থানের এক প্রান্তে সাধক বা পুরোহিত এবং অপর প্রান্তে দেবতা (কীলক শল্য এবং অকীলকশল্যাদি) এবং তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তি কল্পিত সরল রেখান্তর্ব্বর্ত্তি স্থানের উপর অভীষ্ট ব্যক্তি বা বলি অবস্থিত হইলে, অভীষ্ট ব্যক্তি বা বলির প্রাণ ধারণ করা সাধকের ইচ্ছাধীন অর্থাৎ সাধকের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া অভীষ্ট ব্যক্তি বা বলিকে প্রাণ ধারণ করিতে হয়। যেমন ক, চ মধ্যস্থিত সরল রেখার উপর যদি ক সাধক এবং চ দেবতা হন, তাহা হইলে খ, গ, ঘ, ঙ, ঞ এবং ণ এই অভীষ্ট ব্যক্তি বা বলি সকলের প্রাণ ধারণ করা ক এর দয়ার উপর নির্ভর করে। ক ইচ্ছা করিলে চ দেবতার সাহায্যে খ, গ, ঘ, ঙ, ঞ এবং ণ এই অভীষ্ট ব্যক্তি বা বলি সকলের মৃত্যুগ্রস্ত করিতে পারেন। এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে খ, গ, ঘ, ঙ, ঞ এবং ণ ইহাদের বাসস্থানে কীলকশল্য স্থাপন না করিয়াও ঐ অভিষ্ট ব্যক্তি বা বলি সকলের অনিষ্ট সাধন করা যাইতে পারে। অপরকে অনিষ্ট করিবার সময় সুবিধাবাদীগণ

তাঁহাদের নিজেদের অবস্থান স্থান অপরকে না জানিতে দিবার উদ্দেশে এবং নিজেকে গোপন রাখিবার উদ্দেশে অনেক স্থলে গোপনে স্বস্থান ত্যাগ করিয়া থাকেন।



এই প্রক্রিয়ায় অভীষ্ট ব্যক্তি বা বলিসকলের বাসস্থানে দেবতা স্থাপন করিবার আবশ্যক হয় না। তবে অভীষ্ট ব্যক্তি বা বলিসকলের নাম বা আকৃতি বা স্বর প্রভৃতির মধ্যে যে কোন একটী জানা আবশ্যক। তাহা হইলে দেবতার সাহায্যে সাধক অপরের (অভীষ্ট ব্যক্তির) অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন। এই প্রক্রিয়ায় সুবিধাবাদীগণের পাড়া প্রতিবাসীগণের কত উপযুক্ত আত্মীয় স্বজনগণকে (যাঁহাদের বসতি দূরবর্ত্তী স্থানে বা ভিন্ন গ্রামেও) অকালে শমন সদনে প্রেরিত হইতে হইতেছে তাহার সন্ধান কেহ রাখেন কি? এই সকল আভিচারিক ক্রিয়ার বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে বা অন্য কোন কার্য্যোপলক্ষে আত্মীয় স্বজনগণের বাটীতে

যাইবার অবসর ঘটিলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া থাকেন, কিন্তু আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির বাটী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তাঁহাদের কেন যে রোগে ভুগিতে বা অকালে শমন সদনে প্রেরিত হইতে হয় তাহার সন্ধান কেহ রাখেন কি? সুবিধা-বাদীগণ অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ। তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহাদের পাড়া-প্রতিবাসীগণের আত্মীয় স্বজনগণের মঙ্গল কখন দেখিতে পারেন না। জনসাধারণের উচিত পূর্ব্ব হইতে সকল বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা।

দেবতা ও অভীষ্ট ব্যক্তি বা বলির সহিত সাধক যখন কল্পিত একই সরল রেখান্তর্ব্বর্ত্তি স্থানে অবস্থান না করেন, তখন সাধক কি প্রকারে অভীষ্ট ব্যক্তি বা বলির অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন তাহাও জানিয়া রাখিয়া সাবধান হইবে। যখন সাধক অপরের সাহায্য না পান, তখন অভীষ্ট ব্যক্তি বা বলি যে স্থানে অবস্থিতি বা বাস করে বা প্রত্যহ যে স্থানে গমনাগমন করে (যেমন পায়খানা, পুষ্করিণী, রাস্তা, কর্ম্মস্থল প্রভৃতি) সাধক সেই সকল স্থানে দেবতা বা কীলকশল্য ভূমিতে স্থাপন করিয়া বা অকীলকশল্য মন্ত্রপ্রভাবে চালান করিয়া রাখিতে পারেন; তজ্জন্য সাধক যাহাতে অভীষ্ট ব্যক্তির শয়নাদি অবস্থান স্থান জানিতে না পারে তদ্বিষয়ে সাবধান থাকা উচিত। তৎপরে সাধক নিজের ইচ্ছামত ঐ সকল স্থানে অকীলকশল্য চালিত করিয়া অভীষ্ট ব্যক্তির স্বাস্থ্যহানি করিতে পারেন—এমনকি প্রাণ পর্য্যন্ত লইতে পারেন। অভীষ্ট ব্যক্তি যদি সমুদ্র পারে কিম্বা বহু দূরবর্ত্তী

স্থানেও অবস্থান করে, তাহা হইলেও তাহার রক্ষা নাই—তাহাকে সাধকের ইচ্ছাধীন হইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিতে হয়। তজ্জন্য আত্মরক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হয়, যেন কেহ অভীষ্ট ব্যক্তির বাসস্থানাদিতে কীলকশল্য (ভূমিতে) স্থাপন করিয়া এবং অকীলকশল্য মন্ত্র প্রভাবে চালান করিয়া না রাখে। কিন্তু দুই এক স্থলে কোন কোন অজ্ঞ পরশ্রীকাতর বিধবাদি সাধকের (সুবিধাবাদীগণের) গুপ্তচর হিসাবে কার্য্য করিয়া অভীষ্ট ব্যক্তির বাটীতে চাকুরী আদি বিভিন্ন কার্য্য করিবার অছিলায় অভীষ্ট ব্যক্তির বাটীর সংবাদাদি লইয়া সুবিধাবাদীগণকে অভীষ্ট ব্যক্তির অবস্থান স্থানাদি বহু প্রকারের সংবাদ সরবরাহ করিয়া থাকে। (বিধবা বিবাহের প্রচলন থাকিলে এই প্রকার বিধবাগণের দ্বারা সমাজের অনিষ্ট না হইয়া—বহু প্রকারে সমাজের মঙ্গলই সাধিত হইত)। আরও লক্ষ্য করিলে জানিতে পারিবেন সুবিধাবাদীগণের মধ্যে বহু যুবকাদি কেবলমাত্র অপরের সকল সংবাদ রাখিবার জন্য বহু আড্ডার সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ফলে কৌশলে, কথায় বার্ত্তায়, গল্প প্রভৃতির দ্বারা এই সকল যুবকাদি জানিতে ইচ্ছা করেন ও চেষ্টা করেন,—কে কিরূপ অর্থোপার্জ্জন করে, কোন বিষয়ে কাহার কিরূপ ধারণা, কাহার কোন স্থানে বা কোন বিষয়ে দুর্ব্বলতা আছে প্রভৃতি। সুবিধাবাদীগণ কর্ত্তৃক চালিত, উৎসাহিত এবং পরোক্ষভাবে প্রতিপালিত এই সকল ব্যক্তিগণের প্রতি কার্য্য লক্ষ্য করিলেই,

তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলম্ব হইবে না—অতি সাধারণ ব্যক্তিও অল্প আয়াসে এই সকল সুবিধাবাদীগণকে চিনিয়া ফেলিতে পারিবেন। তজ্জন্য সুবিধাবাদীগণের সাহায্যকারী যুবক এবং বিধবাদি ব্যক্তিগণ জনসাধারণের বাসস্থানে কীলক-শল্য এবং অকীলকশল্য স্থাপন করিতে সহায়তা করিতেছে কি না তদ্বিষয়ে সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

সাধক যদি অপর ব্যক্তির সাহায্য পান তাহা হইলে কীলকশল্য এবং অকীলকশল্য অভীষ্ট ব্যক্তির বাসস্থানাদিতে স্থাপন বা চালান না করিয়াও অভীষ্ট ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে পারেন। সাহায্যকারী ব্যক্তি যদি অভীষ্ট ব্যক্তির শরীরাভ্যন্তরে "ওঁ ঐঁ হ্রীঁ (কিম্বা ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ) অমুকং (অভীষ্ট ব্যক্তির নাম) মহাকালং কঙ্কালবদন কীলয় কীলয় দর্শয় দর্শয় স্বাহা ওঁ" এই মন্ত্র দ্বারা মহাকাল দেবতাকে স্থাপন করে, তাহা হইলে সাধক সদ্য নিপাতন মহাকাল মন্ত্র দ্বারা অভীষ্ট ব্যক্তির জীবনে তৎ-ক্ষণাৎ অনিষ্ট করিতে পারেন। আজকাল heart fail meningitis, কলেরা, বসন্ত, থাইসিস আদি রোগে অকাল মৃত্যু বা হঠাৎ মৃত্যুর সংখ্যা এই কারণে এবং যত্রতত্র কীলক এবং অকীলকশল্য স্থাপনের জন্যই অধিক সংঘটিত হইতেছে। কত সুবিধাবাদী তঁহাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতির সাহায্যে কত সংসার অকালে গৃহলক্ষ্মী, পতি, পুত্রহীন করিয়া শ্মশানে পরিণত করিয়াছেন—তাহা কে লক্ষ্য করে? পরন্তু সুবিধাবাদীগণ মনের সুখে স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া ঘর সংসার

করিতেছেন। এই সকল কারণে এই নিবেদক প্রথমতঃ তাঁহার আত্মীয় স্বজন, স্বসম্প্রদায়, স্বশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে আত্মরক্ষায় সাবধান করিতে কত প্রকারে চেষ্টা পাইয়াছেন কিন্তু সাবধান হওয়া দূরের কথা, প্রায় সকলের নিকটই হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। স্ব-শ্রেণীর মধ্যে যে সকল পণ্ডিত, বৃদ্ধ, শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তি এ সকল বিষয় বুঝিতেন তাঁহারা একে একে সুবিধাবাদীগণের সঙ্ঘবদ্ধ কোপে পতিত হইয়া প্রায় সকলে অকালে অন্তর্ধান করিয়াছেন। স্বশ্রেণীর মধ্যে উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এক্ষণে যদিও এই নিবেদকের দৃষ্টি গোচর হয় না, তথাপি স্বশ্রেণী এবং অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির মধ্যে বহু ব্যক্তি এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সুবিধাবাদী হইয়া পড়িতে পারেন তজ্জন্য সকলের কর্ত্তব্য পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা। কিন্তু তৎপূর্ব্বে যে সমস্ত মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণের (তিনি যে শ্রেণী, যে সম্প্রদায়, যে জাতি বা যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন) সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় বর্ত্তমানে দেশের শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের প্রতি বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। নিজ সম্প্রদায় বা শ্রেণীর মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য যাঁহারা পূর্ব্ব হইতে সাবধানতা অবলম্বন না করিয়াছেন, কোন প্রকার ছিদ্রান্বেষণে সুবিধাবাদীগণ তাঁহাদের বাসস্থানাদিতে কীলকশল্যাদি স্থাপন করিয়া থাকিলে, তাঁহারা (অসাবধানী ব্যক্তিগণ) এবং তাঁহাদের বংশধরগণই তাঁহাদের

কৃত অসাবধানতার ফল চিরকাল ভোগ করিতে থাকিবেন— অপরে তাহা ভোগ করিতে যাইবে না। এক্ষণে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকেই সমুচিত সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি—তাহা না হইলে সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা হইতে কেহই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। এই সকল কারণেই অন্যান্য জাতি, সম্প্রদায় বা শ্রেণীর (এমন কি সুবিধাবাদীগণ যে শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, সেই শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের (সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত) অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে) মেধাবী, প্রতিভাশালী, ধনী, শিক্ষিত, চিন্তাশীল, ত্যাগী, প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের অকাল অন্তর্ধান ঘটিতেছে ; প্রিয় দর্শন ব্যক্তিগণের মধ্যেই অধিক ব্যক্তিকে বসন্ত রোগে শ্রীহীন হইতে হইতেছে, জগতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বাঙ্গালায় গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আর্থিক সামর্থ ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কেবল মাত্র স্বাস্থ্য হানির জন্য কত ছাত্রকে বিদ্যাভাসে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে ও হইতেছে, বিবাহের পূর্ব্বেই কত পাত্র পাত্রীকে বিভিন্ন রোগগ্রস্ত হইতে হয়। পূর্ব্বে যত অধিক সংখ্যক বৃদ্ধ দেখা যাইত এক্ষণে তদ্রুপ দৃষ্ট হয় কি ? সুবিধাবাদী-গণের বাটীর অতি নিকটে যাঁহারা বাস করেন, অকালমৃত্যু রোগ, অর্থক্ষয় প্রভৃতিতে তাঁহারাই বিশেষ অনিষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং হইতেছেন, এমন কি তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই রোগ, অকালমৃত্যুর জন্য ভদ্রাসন পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে হইতেছে—এসকল কেহ লক্ষ্য করেন কি ?

মহাকাল মন্ত্রঅংশ বা মন্ত্রভাগ অল্প বলিয়া—উক্ত মন্ত্র সর্ব্বদা জপ করিতে কোন কষ্ট বোধ হয় না এবং সময়ও অল্প লাগে। উঠিতে, বসিতে, চলিতে, খাইতে, শুইতে—সকল কার্য্য করিতে করিতেও সকল সময়েই এই মন্ত্র প্রভাবে অপরের অনিষ্ট করিতে পারা যায়। তজ্জন্য অনিষ্টগ্রস্ত ব্যক্তি যখন সুবিধাবাদীগণের উপর সন্দেহ করিয়া থাকেন, তখন সুবিধাবাদীগণ তাঁহাদের সাহায্যকারী ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে অনিষ্টপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মনে অন্যরূপ ধারণা বদ্ধমূল করিবার জন্য অর্থাৎ সুবিধাবাদীগণ নির্দ্দোষী ইহা চালাকি দ্বারা প্রমাণ করিবার জন্য ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন অভীষ্ট ব্যক্তির প্রতি মহাকাল মন্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যে স্থানে কোন কারণ না থাকিলেও লোকে রোগে ভুগিতে থাকে, সেই স্থানে অপরের সাহায্য লইয়া বা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ইহা ভাল রূপ বুঝিতে পারিবেন। সুবিধাবাদীগণ যতক্ষণ মন্ত্রজপ করিতে থাকেন লোকের রোগও ততক্ষণ ভোগ হইয়া থাকে। 'যুদ্ধং দেহি'—ইহাই এই সকল সুবিধাবাদীগণের সর্ব্বদা মনোভাব। যে স্থানে সুবিধাবাদীগণ হইতে এরূপ আশঙ্কা দেখিবে সেখানে নিজের শরীর-সত্তার প্রতি একেবারে মনোযোগী না হইয়া সুবিধাবাদীগণকে সর্ব্বতোভাবে মনন করিয়া, নিজের সত্তা সুবিধাবাদীগণের সহিত মিশাইয়া ফেলিয়া একান্ত চিত্তে মহাকাল মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। সুবিধাবাদীগণ নিজেদের

স্বার্থ, প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য সকল সময়ে যখন জন্মান্তর বাদের প্রসঙ্গই উত্থাপন করিয়া থাকেন, তখন সুবিধাবাদীগণের কোপে পতিত হইয়া রোগ ভোগ করিবার সময় বা অকাল-মৃত্যুর সময় সকলের উচিত সুবিধাবাদীগণের কার্য্যকলাপের বিষয় মনে রাখা। যাহারা সুবিধাবাদীগণের কোপে পতিত হইবার ফলে পিতৃমাতৃহীন হইয়া অকালে অসহায় অনাথ হইয়া পড়িয়াছে, সুবিধাবাদীগণকে বিশেষরূপ চিনিয়া না রাখিলে তাহাদের পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভবপর নহে।

প্রত্যেক গ্রাম, পাড়া বা পল্লীর ব্যক্তিবর্গের উচিত সকলে মিলিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে, পরস্পর পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া বাস করা এবং সর্ব্বপ্রথমে প্রত্যেক পাড়া গ্রাম বা পল্লীর সুবিধাবাদীগণের সংখ্যা নিরূপণ করিয়া ফেলা।

সুবিধাবাদীগণ অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ এবং পরশ্রীকাতর—তজ্জন্য তাঁহারা তাঁহাদের সাহায্যকারী ব্যক্তিগণকে, ধনসম্পদশালী সজ্জন ব্যক্তিগণের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিতে প্ররোচিত করিয়া থাকেন—যাঁহারা সমাজের সকল স্তরের সংবাদ রাখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা ইহা ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু প্রকৃত সম্পদ কাহারা ভোগ করিয়া থাকেন তাহা আমাদিগকে ভালরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যে সকল সুবিধা-বাদী চিরজীবন স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিয়া, অল্প খরচে, স্বশ্রেণী, স্বসম্প্রদায়, আত্মীয়, স্বজনগণের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, দেশের অজ্ঞ, মূর্খ ব্যক্তিগণকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেদের

অঙ্গুলি হেলনে চালিত করিয়া প্রভূত শক্তির অধিকারী হইয়া এবং তাহা (উক্ত শক্তি) পরিচালনা করিয়া সপরিবারে মনের সুখে, শান্তিতে কালযাপন করেন তাঁহারা—না যাঁহারা সমস্ত জীবন, উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে, সকল কার্য্য করিতে সুবিধাবাদীগণের অন্যায় কোপে পতিত হইয়া সকল সময়েই (কি বর্ষা, কি শীত, কি বসন্ত, কি গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুতে) সপরিবারে রোগ ভোগ করিয়া, ঔষধ পথ্যাদির জন্য সমস্ত ব্যয় করিয়া—খরচান্ত হইয়া যথাসর্ব্বস্ব (অর্থ, সম্পত্তি, জমি, জমিদারী) নষ্ট করিয়া, ভদ্রাসন, বাটী আদি বিক্রয় করিয়া মনের কষ্টে ৩০।৩৫।৪০।৪৫ বা ৫০ বৎসর বয়সে মহাকালের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন—তাঁহারা ? স্বাস্থ্যই প্রকৃত সম্পদ—রোগে ভুগিতে থাকিলে অর্থ সম্পত্তি আদি অল্প দিন মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্য ধনবান ব্যক্তি অপেক্ষা স্বাস্থ্য সম্পন্ন সুবিধাবাদীগণই (দরিদ্র হইলেও) প্রকৃত সম্পদের অধিকারী। কত ধনবান ব্যক্তি, কত জমিদার, কত ব্যবসাদার রোগের জ্বালায় আজ ধন, সম্পত্তি, জমিদারী, ব্যবসা প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন—তাহার সংবাদ জনসাধারণ রাখেন কি ? অন্য দেশে এসকল সম্ভব কি ? সুবিধাবাদীগণের কোপে পতিত হইয়া রোগ, অকাল মৃত্যু আদির ভয়ে, সুবিধাবাদীগণ যে শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সেই শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের কত ধনবান সম্পত্তিশালী জমিদার প্রভৃতি ব্যক্তিগণ (সুবিধাবাদী-গণের অঙ্গুলি হেলনে চালিত হইয়া, নিজ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের

মধ্যে মাত্র কয়েকটী সুবিধাবাদীর স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে) তাঁহাদের অর্থাদি ব্যয় করিতে বাধ্য হয়েন কিনা ইহা জনসাধারণ বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন কি ? প্রজার নিকট হইতে খাজনা অনাদায় অপেক্ষা অধিকাংশ স্থলে সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত অন্যান্য জমিদারগণ এবং তাঁহাদের পরিবারস্থ সকলের রোগ এবং অকালমৃত্যুই সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত অন্যান্য জমিদার-গণের অধিক ক্ষতি বা অনিষ্ট করিয়াছে—ইহা লক্ষ্য করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। অপর পক্ষে প্রজাগণের স্বাস্থ্য হানি, রোগ, অকাল মৃত্যু এবং তজ্জনিত কৃষিজাত শষ্যাদির হানি এবং দরিদ্রতার জন্যই আজ প্রজা-সাধারণের যত অনিস্ট হইয়াছে এবং হইতেছে।

সুবিধাবাদীগণ তাঁহাদের সাহায্যকারী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে যে প্রকার সাহায্য পান তাহাতে অসৎ উপায়ে (চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি সংঘটিত হওয়ার ফলে) তাঁহারা অর্থাদি লাভ করিতেছেন কিনা তাহা কেহ কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ? আর যদি অর্থাদি লাভের বিষয় সত্য হয়, তাহা হইলে সুবিধাবাদীগণ তাঁহাদের সাহায্যকারীগণকে অর্থের দ্বারা সাহায্য না করিয়া অধিকাংশ স্থলে জিনিষ পত্রাদির দ্বারা সাহায্য করেন কি না ? অসময়ে সুবিধাবাদীগণ কেবলমাত্র নিজেদের অবস্থা ফিরাইবার জন্য—জমিদারী প্রভৃতি বৃদ্ধি করিবার জন্য অর্থাদি সঞ্চয় করিয়া রাখেন কিনা ? পরোক্ষ ভাবে সাহায্যকারী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা দেশ মধ্যে—দস্যুবৃত্তি

লুণ্ঠতরাজ, অরাজক আদি সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় থাকিয়া রাজশক্তিকেও বহুপ্রকারে বাধা দিবার মনোবৃত্তি সুবিধাবাদীগণ পোষণ করেন কিনা ? এ সকল ভাবিয়া দেখিয়া জনসাধারণ এবং রাজশক্তি সাবধান হইবেন কি ?

কোয়েটার ভূমিকম্পের ন্যায় ভীষণ দৈব দুর্ঘটনা নিবারণ কল্পে সিন্ধু প্রদেশে শীকারপুর (সক্কর) বড় আমলার শ্রীরাম মন্দিরের মোহান্ত মহারাজের আন্তরিক সদিচ্ছা এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে শ্রীবিষ্ণু মহাযজ্ঞে ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আহুত হইয়াছিলেন—উক্ত যজ্ঞে প্রত্যহ বেদ পাঠ, উপনিষৎ, ভাগবত, রামায়ণ, গীতা, চণ্ডী, অধ্যাত্ম-রামায়ণ, স্ত্রোত্রাবলী পাঠ হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ মন্ত্র জপ, বহু লক্ষ আহুতি প্রদান হইয়াছে। মানবহিতে যাঁহার যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, তিনি তাহাই করিতেছেন্—এমত অবস্থায় এই বিনীত নিবেদক নিবেদন করেন যে যতদিন সুবিধা-বাদীগণ নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সয়তানি সাধনা চালাইরার উদ্দেশে যত্রতত্র অমঙ্গলজনক কীলকশল্য স্থাপন করিতে থাকিবেন এবং অমঙ্গলজনক কীলকশল্য উদ্ধারের ব্যবস্থা না হইবে তত দিন দেশে ভূমিকম্প, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অত্যাধিক গ্রীষ্ম, রোগ, অকালমৃত্যু প্রভৃতি সংঘটিত হইতে থাকিবে ; কেবলমাত্র চণ্ডীপাঠ, হোম, মন্ত্র জপ প্রভৃতির দ্বারা দেশে কোন প্রকার স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না।

যে সমস্ত স্থান দোষযুক্ত (কীলকশল্যযুক্ত) বলিয়া বোধ হয়,

সেই সমস্ত স্থান জনসাধারণকে জ্ঞাত করিয়া সাবধান করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সুবিধাবাদীগণ ব্যতীত অন্যান্য জাতি, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি কোন সংসারে এক, দুই বা ততোধিক শিক্ষিত উপযুক্ত (সাবালক) ব্যক্তি বাটীতে বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে সুবিধাবাদীগণের দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়, বাটীতে বসিয়া থাকা কালীন তাঁহাদিগের দৃষ্টি উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আত্মরক্ষায় তাঁহারা সচেষ্ট হইয়া উঠিতে পারেন এবং সুবিধাবাদীগণের সয়তানি সাধনা সম্বন্ধে সজাগ হইতে পারেন সুবিধাবাদীগণ ইহা আদৌ চাহেন না; তজ্জন্য সুবিধাবাদীগণের কোপে পতিত হইয়া এরূপ ব্যক্তিকে অকালে শমন সদনে প্রেরিত হইতে হয়। যাঁহারা সর্ব্বদা কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারাও যখন কিছু দিনের জন্য বা ২।১ দিনের জন্যও কার্য্য হইতে অবকাশ লয়েন, বা পূজাদি উপলক্ষে যখন অবকাশ পান, তখন তাহাদের দৃষ্টি উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আত্মরক্ষায় সজাগ হইয়া উঠিতে পারেন, সুবিধাবাদীগণ ইহা আদৌ পছন্দ করেন না;—তাহার ফলে অবকাশের সময় তাঁহাদের রোগেই কাটিয়া যায়। কারণ রোগাদিতে ভুগিয়া শরীর অসুস্থ হইলে জনসাধারণ উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ দিতে সক্ষম হইবে না।

সুবিধাবাদীগণ যে শ্রেণী বা সম্প্রদায়ভুক্ত সেই শ্রেণী বা

সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু হৃদয়বান, মনিষী, চিন্তাশীল, ত্যাগবীর, সাধক, সমাজরক্ষক বর্ত্তমান আছেন, যাঁহারা সুবিধাবাদীগণের অন্যায় যুক্তিহীন মতে মত দেন না। এই সকল ব্যক্তিকে স্বমতে আনিতে না পারিলে সুবিধাদীগণ তাঁহাদিগকেও রোগে ভুগাইয়া সাংসারিক এবং শারীরিক বহুপ্রকার কষ্ট দিয়া পরে স্বমতে আনিবার বহু চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত মনোবল সম্পন্ন, ধার্ম্মিক, সমাজের অনিষ্টাচরণে একান্ত অনিচ্ছুক, মহৎপ্রাণ, সমাজহিতৈষী, তাঁহারাও সুবিধাবাদীগণের কোপে পতিত হইয়া বহুক্ষেত্রে অকালমৃত্যু বরণ করিয়া থাকেন—লক্ষ্য করিলে, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

সুবিধাবাদীগণ এক স্থলে নিজ সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা অধিক বৃদ্ধির পক্ষপাতী নহেন, কারণ নিজেদের মধ্যে লোকসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি হইবার পর নিজেদের মধ্যে উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রের প্রচার হইয়া পড়িলে স্বার্থরক্ষার্থে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়া ঘরোয়া বিবাদ বাধিতে পারে। সুদিধাবাদীগণ তজ্জন্য এক স্থানে নিজ শ্রেণীর সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি হইতে দেন না।

আত্মরক্ষার জন্য বর্ত্তমানে বহু জাতি তাঁহাদের যুবকগণের মধ্যে বাধ্যতামূলক সমরশিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতেছেন, কিন্তু বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় এবং শ্রেণীতে বিভক্ত বাঙ্গালী হিন্দুগণকে সুবিধাবাদীগণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে, বাধ্যতামূলক ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে,

বিশেষতঃ উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রোক্ত আভিচারিক ক্রিয়ার বিষয় সকলকে অবগত করাইতে হইবে। যতদিন তাহা না হইবে তত-দিন সর্ব্বক্ষেত্রে সুবিধাবাদীগণের নিকট অন্যান্য সম্প্রদায়, শ্রেণী বা জাতি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না ; এবং বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির মধ্যে যোগ্যতার কথা উঠিতে পারে না এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রবর্ত্তনে অমঙ্গল না হইয়া জনসাধারণের মঙ্গলই সাধিত হইবে। অন্য দেশে মহাসমর বা ভীষণ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় আদি সংঘটিত হইলে সকল স্তরের লোকের মধ্যেই সাধারণ ভাবে ক্ষতি হইয়া থাকে, কিন্তু ভারত-বর্ষে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় অতি অল্প সংখ্যক সুবিধাবাদীগণের জন্য অন্যান্য জাতি, সম্প্রদায় এবং শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষিত, ধনী, চিন্তাশীল, মনিষী, প্রতিভাবান, দিকপাল প্রভৃতি সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণেরই অকালমৃত্যু সাধিত হইয়া দেশমধ্যে স্থায়ীভাবেই ক্ষতি সাধিত হইয়া আসিতেছে। এই সকল উপযুক্ত ব্যক্তিগণের অকাল অন্তর্ধানে দেশের বেকার সমস্যা আরও জটিল আকার ধারণ করিতেছে ; কারণ দেশের বেকার সমস্যার সমাধান ইহাঁরাই করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বাপেক্ষা দেশ মধ্যে দিন দিন শিক্ষার বহুল প্রচলন হইতে থাকিলেও, এক্ষণে কন্যার বিবাহের জন্য পূর্ব্বের ন্যায় মনমত উপযুক্ত পাত্র মিলা কঠিন। ইহার প্রধান কারণ কি— তাহা আপনারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ?

স্থবিধাবাদীগণ তাঁহাদের পুত্রাদির বিবাহ দিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ সংসারে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্ব্বে,—উপার্জ্জনক্ষম করিয়া তুলিবার পূর্ব্বে, উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রের প্রতি তাহাদিগকে অবহিত করাইয়া আত্মরক্ষায় সচেষ্ট করাইয়া দেন, —অন্যান্য জাতি, সম্প্রদায়, শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ এবং স্থবিধাবাদী-গণের স্বশ্রেণীর মধ্যে স্থবিধাবাদীগণ ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এ বিষয়ে সজাগ হইবেন কি? আত্মরক্ষায় যত্নবান হইতে শিক্ষা না দিয়া কেবলমাত্র পঙ্গপাল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবার জন্য যাহারা কেবল আত্মীয়স্বজনাদির বিবাহ দিতেই মজবুত, সেইরূপ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা স্বজাতি, স্বসম্প্রদায় এবং স্বশ্রেণীর অনিষ্টই সাধিত হইয়া থাকে।

কেহ আশ্রয় প্রার্থী হইলে স্থবিধাবাদীগণ ইচ্ছা করিলে শরণাগতকে যেরূপ আশ্রয় বা অভয় দিতে পারেন, অপরে তাহা পারেন না। আর স্থবিধাবাদীগণ ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির ব্যক্তিবর্গের অকালমৃত্যু ঘটিলে কেবল হাহুতাস এবং শোকাশ্রুতেই পরিণত হয়, কিন্তু স্থবিধাবাদী-গণের মধ্যে কেহ বিনা কারণে রোগে ভুগিতে থাকিলে অন্যান্য স্থবিধাবাদীগণ তাহার কারণ নির্ণয় করিতে সচেষ্ট হন—ফলে কত নিরীহ, নির্দ্দোষ ব্যক্তিকেও রোগে ভুগিতে বাধ্য হইতে হয়।

গ্রাম, পাড়া বা পল্লী সকলের প্রত্যেক শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া পরস্পর

পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া সয়তানি সাধনায় অভিজ্ঞ মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদীগণের সংখ্যা সর্ব্বপ্রথম স্থির করিয়া ফেলিবেন এবং তাঁহাদের (সুবিধাবাদীগণের) গতিবিধি, কার্য্যকলাপ (বিশেষতঃ রাত্রিকালীন গতিবিধি, কার্য্যকলাপ, তাঁহাদের সাহায্যকারী ব্যক্তি বা বিধবাগণের সহিত পরামর্শ আদি) সর্ব্বদা বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। লক্ষ্য করিলে সকলে জানিতে পারিবেন সুবিধাবাদীগণ রোগাদির কথা মুখে যাহাই বলুন, তাঁহাদের মধ্যে রোগ বা অকালমৃত্যু অতি অল্প।

সুবিধাবাদীগণের সাহায্যকারী ব্যক্তিবর্গ বা বিধবাদির দ্বারা যে স্থানে চুরি, ডাকাতি বিশেষতঃ প্রাণ-হরণকারী কীলকশল্য স্থাপনের আশঙ্কা বর্ত্তমান সেই সকল স্থানে স্কোপোলামিন ঔষধ ব্যবহার করা এদেশে একান্ত আবশ্যক— ইহা সরকার বাহাদুর বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি? এই ঔষধ দ্বারা সরকার বাহাদুর এবং জনসাধারণ উভয়েই বিশেষরূপ উপকৃত হইবেন।

যে স্থান বা বাটীতে বিরুদ্ধ মনোভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বসতি, সে স্থান বা বাটীতে বাস করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

আজকাল শিষ্যের পরলৌকিক উদ্ধারের জন্য বহু গুরুকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহ-জগতে গুরুগণের নিজেদের এবং তাঁহাদের শিষ্যগণের শরীর সত্তা রক্ষার জন্য—আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য গুরুগণকে কোন প্রকার চেষ্টা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়

না। ইহার কারণ কি? গুরুগণ আত্মরক্ষার উপায় নির্দ্ধারণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—ইহাই প্রমাণ হয় নাকি? পারলৌকিক উন্নতি বিধানের পূর্ব্বে শিষ্যের ইহ-জীবনের উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করা শুভাকাঙ্খী গুরু-স্থানীয় ব্যক্তিগণের উচিত নহে কি?

নিজের শয়নাদি অবস্থান স্থানও সুবিধাবাদীগণকে জানিতে দেওয়া উচিত নহে। সুবিধাবাদীগণ অপরের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা করিলে (১) ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ মহাকালং কঙ্কালবদন দর্শয় দর্শয় স্বাহা ওঁ, কিম্বা (২) ওঁ হ্রৌঁ হ্রীঁ মহাকালং কঙ্কাল-বদন কীলয় কীলয় স্বাহা ওঁ, (মন্ত্র মধ্যে "কীলয় কীলয়" রক্ষা করিয়া যে স্থান মনন করিয়া জপ করা যায়, সেই স্থানে বায়ু সঞ্চারিত হয় ও অকীলক দেবতার আবির্ভাব হয় এবং সাধক কোন দিক হইতে মন্ত্র জপ করিতেছেন তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন) উক্ত দুই মন্ত্রের যে কোন এক মন্ত্র জপ করিয়া কোন ব্যক্তি অভীষ্ট ব্যক্তির বাসস্থানে অকীলক-শল্য সর্ব্বদা স্থাপন করিতে থাকিলে এবং অপর ব্যক্তি মহাকাল মন্ত্র জপ করিতে থাকিলে অভীষ্ট ব্যক্তি তাহার অবস্থান স্থানে কখন থাকিতে পারে না—থাকিলে বিভিন্ন রোগাদি হইয়া থাকে এমন কি তাহাকে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হয়। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া সরকার বাহাদুর বিভিন্ন কার্য্যে পূর্ব্ব হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করিবেন। কারণ সুবিধাবাদীগণ সর্ব্বদা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন।

কীলকশল্য উদ্ধারের প্রক্রিয়াঃ—এই কার্য্যে অন্ততঃ দুই ব্যক্তির প্রয়োজন। সংখ্যায় অধিক হইলে ভাল হয়। যে স্থানে কীলকশল্য বর্ত্তমান সেই স্থানে, সুবিধাবাদিগণের অসাক্ষাতে একব্যক্তি অবস্থান করিয়া সর্ব্বদা চলাফেরা করিতে থাকিবে এবং অপর ব্যক্তি উক্ত স্থানের বহির্ভাগে অবস্থান করিয়া প্রথম ব্যক্তির অবস্থান স্থানের নিম্নে মৃত্তিকাভ্যন্তরে যেন কীলকশল্য বর্ত্তমান আছে এইরূপ চিন্তা করিয়া ওঁ যৈ্ঁ ক্ষঁ যৈ্ঁ (প্রথম ব্যক্তির নাম) মহাকালং কঙ্কালবদন গৃহ্ণ গৃহ্ণ ভিন্দি ভিন্দি শূলেন হুঁ ঠ ঠঃ ওঁ—এই মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। এরূপ করিলে যে স্থানে কীলকশল্য আছে সেই স্থানের উপর দিয়া গমনাগমন কালীন প্রথম ব্যক্তির পেট ব্যথা মলত্যাগ আদি করিবার ভাব শরীরের মধ্যে উদ্রেক হইবে—এবং যে স্থানে কীলকশল্য এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি বর্ত্তমান সেই স্থানের বহির্দেশে যখন প্রথম ব্যক্তি গমন করিবে, ঠিক সেই সময় হইতেই প্রথম ব্যক্তির শরীরের মধ্যে কোন প্রকার যন্ত্রণাদির উদ্রেক হইবে না। এই প্রকারে কীলকশল্যের অবস্থান স্থান অবধারিত করিয়া উক্ত স্থান হইতে অবিলম্বে কীলকশল্য উদ্ধার করিয়া ফেলিবে। পরিবারস্থ সকলের সহিত মনের মিলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বাস করা কত আবশ্যক তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। যে সংসারে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে মনের মিল নাই, যে সংসারে অর্থ, সম্পত্তি এবং বহু ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা ভীষণ শ্মশান সদৃশ।

সে সংসারে সকল সম্পদ থাকিতেও কাহারও কোন জিনিষ ভোগে আসে না—সে সংসার ছিন্নমস্তার অভিনয় ক্ষেত্র। শত্রু-ব্যক্তি এরূপ সংসারের কোন ছিদ্রের সন্ধান পাইলে তাহার বাসনা চরিতার্থ করিয়া লয়। আবার যে ব্যক্তির পত্নী, পুত্র, কন্যা ভ্রাতা, ভগিনী আদি সকলেই মূর্খ, নির্ব্বোধ (বোকা), কাণ্ড-জ্ঞানহীন, হিতাহিত বিবেকশূন্য, সেইব্যক্তি অত্যন্ত অসহায়। পত্নী শিক্ষিতা হইলে অসময়ে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। অশিক্ষিতা পত্নী, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত ভার স্বরূপ। এরূপ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ অর্থবান হইলেও তাহাদের দ্বারা কোন প্রকার প্রকৃত সাহায্য পাওয়া যায় না, এবং রোগাদি—অসময়ে তাহারা অত্যন্ত ভারস্বরূপ হইয়া থাকে। এই সকল বিষয়ে জনসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করিলে সুবিধা-বাদীগণের প্রভুত্বের হানি হইবে; সেকারণ সুবিধাবাদীগণ প্রচার করিতে ব্যস্ত স্ত্রীশিক্ষার কোন আবশ্যক নাই। অন্যদেশে শিক্ষিত ব্যক্তির হার কম হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাদের এই ভারতবর্ষে বিশেষতঃ এই বাঙ্গলাদেশে জাতি, বর্ণ, শ্রেণী, সম্প্রদায়, ধর্ম্ম, স্ত্রী, পুরুষ নির্ব্বিশেষে যে ব্যক্তি অশিক্ষিত থাকিবে, তাহার পক্ষে সুবিধাবাদীগণের নিকট আত্ম-রক্ষা করা অসম্ভব—তজ্জন্য সকলকেই শিক্ষিত হইতে হইবে।

সুবিধাবাদীগণ কাহাদিগকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করেন?

যাঁহারা সুবিধাবাদীগণের সর্ব্ব প্রকার চালাকি ধরিয়া ফেলিতে

সক্ষম, সুবিধাবাদীগণ তাঁহাদিগকেই শত্রু বলিয়া গণ্য করেন। তজ্জন্য অন্য জাতি, সম্প্রদায় বা শ্রেণীর শিক্ষিত, বিদ্বান, চিন্তাশীল, মনিষী, প্রতিভাবান, আত্মপ্রত্যয়ী, পরিণামদর্শী, সাহসী, জনসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী, আত্মীয় স্বজনের উপকারী, সর্ব্বোপরি উড্ডীশাদি মারণ শাস্ত্রের বিষয় যাহারা অভিজ্ঞ এরূপ ব্যক্তিগণকেই সুবিধাবাদীগণ শত্রু বলিয়া বিবেচনা করেন। ইঁহাদের নিকট তাঁহাদের (সুবিধাবাদীগণের) চাতুরী ধরা পড়ে। সুবিধাবাদীগণ যেরূপ শক্তি ধারণ করেন তাহাতে তাঁহারা যদি কেবলমাত্র নিজ সম্প্রদায় বা শ্রেণীর স্বার্থ না দেখিয়া, জগতের অন্যান্য জাতির নেতৃবর্গের মত, স্বজাতির সকল সম্প্রদায়, সকল শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি অবহিত হইতেন তাহা হইলে হিন্দু সমাজের অবস্থা ভিন্নরূপ ধারণ করিত। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ও জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন— সুবিধাবাদীগণের এরূপ হিংসামূলক মনোবৃত্তির কারণ কি? সুবিধাবাদীগণ সকলের উপর প্রভুত্ব, আধিপত্য লাভের আশায়, ব্যক্তি বিশেষের উন্নতি অপেক্ষা স্বধর্ম্মাবলম্বী অন্যান্য জাতি, সম্প্রদায় এবং শ্রেণীগণের শিক্ষা সংক্রান্ত, আর্থিক প্রভৃতি উন্নতিতে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়া থাকেন; তজ্জন্য অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান, ধনবান, চিন্তাশীল, মনিষী, সমাজ হিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী, দিকপাল প্রভৃতি বলিয়া খ্যাত, (এরূপ ব্যক্তিগণের সহিত সুবিধাবাদীগণের কোন সম্পর্ক বা পূর্ব্বে কোন পরিচয় না থাকিলেও) তাঁহাদের

উপরই সুবিধাবাদীগণের দৃষ্টি সর্ব্বপ্রথমেই বিশেষরূপ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে যাহারা মূঢ়, যাহাদের কার্য্যের ও কথার কোন স্থিরতা বা মূল্য নাই, যাঁহারা আত্মবিচ্ছেদ ঘটায়, যাহারা বিশ্বাসঘাতক, যাহারা নিজের জিনিষ নিজে ভোগ করিতে জানে না, যাহারা কেবল সকল ব্যাপারে গোড়ার দিকটাই ভাবে ও বোঝে, অপরিণামদর্শী, তাহারাই সুবিধা-বাদীগণের নিকট হইতে অযাচিত ভাবে সম্মান লাভ করিয়া থাকে—সুবিধাবাদীগণের নিকট তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা সর্ব্বাধিক। আর যদি কেহ কীলক এবং অকীলকশল্য হইতে আভিচারিক ক্রিয়ার মন্দ ফল সম্বন্ধে সজাগ হইতে যত্নবান হন, তাহা হইলে বহু কৌশলে তাঁহার সে ধারণা নষ্ট করিয়া দিবার জন্য সুবিধাবাদীগণ আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া থাকেন।

বাসস্থানাদিতে দেবতা স্থাপন ঃ—দেবতা এবং বলির সহিত সাধক একই কল্পিত সরল রেখার মধ্যে অবস্থান না করিলেও সাধক কি প্রকারে অপরের অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন তাহা জানিয়া সকলের সাবধান হওয়া উচিত। বলির বাসস্থান, কর্ম্ম-স্থান কিম্বা প্রত্যহ গমনাগমন স্থানে, দেবতা বা অকীলকশল্য মন্ত্র প্রভাবে চালান করিয়া বা কীলকশল্য ভূমিতে স্থাপন করিয়া রাখিবার পর বলি যে কোন স্থানে গমন করিলে এমন কি স্বাস্থ্য লাভোদ্দেশে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিরিডি, মধুপুর, দার্জ্জিলিং, পুরি, ভুবনেশ্বর, ওয়ালটেয়ার, কাশ্মির এমন কি সমুদ্রপারের বহু দূরবর্ত্তী বিভিন্ন মহাদেশে গমন করিলেও

সাধকের ইচ্ছাধীন হইয়া বলীকে প্রাণ ধারণ করিতে হয়। তজ্জন্য আত্মরক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বদা সকলকেই সজাগ থাকিতে হইবে—যেন কেহ বাসস্থানে, কর্ম্মস্থলে বা সাধারণের গমনাগমন স্থলে অকীলকশল্য চালাইয়া বা কীলকশল্য ভূমিতে স্থাপন করিয়া না রাখে।

(উদাহরণ ঃ—ক এর যে প্রান্তে খ, গ, ঘ, ঙ, ঞ এবং ণ অবস্থিত সেই প্রান্তে এবং তাহার বিপরীত এই উভয় প্রান্তে বহু দূরবর্ত্তী স্থানে একই সরলরেখায় অবস্থিত এইরূপ ভাবে কল্পনা করিয়া যদি দেবতা বা কীলকশল্যাদি (যেমন ত এবং চ দেবতা) স্থাপন করা যায় তাহা হইলে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ঞ এবং ণ ইহাদের মধ্যে একে অপরের অনিষ্ট সাধন করিতে যাইলে, নিজেই তৎক্ষণাৎ অনিষ্টগ্রস্ত হইবে। যেমন ক যদি চ দেবতার সাহায্যে ঙকে অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, ঙ তখন ত দেবতার সাহায্যে ক কে তৎক্ষণাৎ অনিষ্ট করিতে পারে (চিত্র দেখুন) কিন্তু অকীলকশল্য অপেক্ষা কীলকশল্যের মারাত্মক প্রভাব অনেক অধিক।

কিন্তু ক এর যদি কোন আত্মীয় বা বন্ধু খ, গ, ঘ, ঙ, ঞ এবং ণর সহিত একই সরল-রেখান্তর্ব্বর্ত্তি স্থানে অবস্থিত না হইয়া ভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া খ, গ, ঘ, ঙ, ঞ এবং ণকে অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করে—তাহা হইলে সেই আত্মীয় বা বন্ধু নিজেকে একই সরল-রেখান্তর্ব্বর্ত্তি স্থানের এক প্রান্তে স্থাপন করিয়া ঐ সকল রেখার মধ্যস্থলে খ, গ, ঘ, ঙ, ঞ এবং

ণ কে স্থাপন করিয়া অপর প্রান্তে শ্মশানাদিতে কীলকশল্য বা অকীলকশল্য স্থাপন করিয়া অনায়াসে খ, গ, ঘ, ঙ, ঞ এবং ণ এই সকল বলিরই অনিষ্ট সাধন করিতে পারে। যেমন ড, দ দেবতার সাহায্যে খ এর এবং ব দেবতার সাহায্যে গ এর অনিষ্ট সাধন করিতে পারে—ঠ, ধ দেবতার সাহায্যে গ এর এবং ভ দেবতার সাহায্যে ঞ র অনিষ্ট করিতে পারে ইত্যাদি। এরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে খ, গ, ঘ, ঙ, ঞ এবং ণ ইহারা কিছুতেই জানিতে পারিবে না যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাহাদের প্রতি অনিষ্ট সাধন করিতেছে।

এই প্রক্রিয়ায় সুবিধাবাদীগণ তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের সাহায্যে অপরের প্রতি বিশেষতঃ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রতি কিরূপ আভিচারিক ক্রিয়া চালাইতেছেন—তাহা অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় ও জাতির মধ্যে অকালমৃত্যু, ভগ্ন স্বাস্থ্য, রোগাদি পর্য্যালোচনা করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। অপরের আত্মীয় কুটুম্ব কোথায় কি করে ইত্যাদি সকল সংবাদই সুবিধাবাদীগণ রাখেন, কিন্তু তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনগণের কোন সংবাদই তাঁহারা অপরকে জানান না। এ বিষয়ে সুবিধাবাদী-গণের ন্যায় অপরের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। সুবিধাবাদীগণ কোন্ কোন্ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছেন তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

রোগাদিতে ভুগিয়া প্রাণ ভয়ে কেহ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য

যাইলেও রক্ষা নাই, রোগী কোন স্থানে, কাহার নিকট বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছে, সুবিধাবাদীগণ তাহাদের সাহায্যকারী ব্যক্তি বা বিধবাদির নিকট হইতে সংবাদ লইবার জন্য সর্ব্ব-প্রকারে চেষ্টা করিয়া থাকেন। অধিকন্তু আমাদের ভাগ্য এতই মন্দ যে আমাদের বাটীর অজ্ঞ বিধবা, দাসদাসী এমন কি আত্মীয় স্বজনও, স্বাস্থ্যান্বেষী রোগীর গন্তব্যস্থানাদি সুবিধা-বাদীগণ এবং তাহাদের সাহায্যকারী ব্যক্তি বা বিধবাগণকেও জানাইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। এরূপ অবস্থায় জনসাধারণের উচিত রোগার্ত্তের অবস্থান—স্থানাদি কাহাকেও না বলা। কলিকাতায়ও যখন কেহ কাহারও কোন সংবাদ রাখিত না, তখন সেখানে রোগাদি এত বৃদ্ধি পায় নাই, কিন্তু সুবিধাবাদীগণ যখন সকলের সকল সংবাদ রাখিতে চেষ্টিত হইলেন, তখন হইতেই রোগের প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—ইহা কি জনসাধারণ লক্ষ্য করিয়াছেন? যে বিষয়ে জনসাধারণের দুর্ব্বলতা, গলদ, defect বর্ত্তমান তাহা জানিতে পারিলে জনসাধারণকে সেই বিষয়েই সুবিধাবাদীগণ অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করেন।

কোন ব্যক্তির হস্তরেখা বা তাঁহার কুষ্ঠি বিচার দ্বারা তাঁহার রোগ, শোক, বংশনাশ এবং অর্থক্ষয়াদির লক্ষণ, বিখ্যাত জ্যোতিষীগণ জানিতে না পারিলেও,—ডাক্তার, কবিরাজ মহাশয়গণ কোন ব্যক্তির রোগের প্রকৃত কারণ জানিতে না পারিলেও সুবিধাবাদীগণের সাহায্যকারী বিধবাগণ সেই ব্যক্তির

রোগ, শোক, অর্থক্ষয় এবং অকালমৃত্যু আদির বিষয় বহু স্থানে পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া দিয়া থাকে—ইহা কি আপনারা লক্ষ্য করিয়া থাকেন ?

শাস্ত্র তজ্জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন—নিজেদের সামর্থ, বিদ্যা, ধন, আয়ু, যশঃ, ধর্ম্ম, কুল, সুখ, প্রভৃতি অতি যত্নের সহিত সর্ব্বদা গোপন রাখিবে। আত্মরক্ষার জন্যই এই সকল আবশ্যক। সুবিধাবাদীগণ এ বিষয়ে খুবই সজাগ। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণী, সম্প্রদায় বা জাতির ব্যক্তিবর্গকে নিজেদের আত্ম-রক্ষার জন্য সমুচিত সতর্ককতা অবলম্বন করিতে দেখি না—তাঁহারা নিজেদের জাহির করিতে, প্রচার করিতেই ব্যস্ত। যদি কেহ অতি কষ্টে দু'বেলা উদরান্নের সংস্থান করে তাহা হইলে তাহার আত্মীয়স্বজন তখনই প্রকাশ করিতে তৎপর যে সেই ব্যক্তি তাহার অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে--সে এখন বহু টাকার মালিক—আর এই সংবাদ পাইবা মাত্র সুবিধাবাদীগণ তাহাকে এবং তাহার পরিবারস্থ সকলকে রোগে ভোগাইতে থাকেন—উদ্দেশ্য রোগাদিতে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত করা—ইহাই বাঙ্গালার বর্ত্তমান প্রকৃত অবস্থা। বাঙ্গালী যদি বাঁচিতে চায় তাহা হইলে তাহাকে এইরূপ আত্মীয় স্বজন হইতে সাবধান হইতে হইবে—তাঁহারা নামে আত্মীয় স্বজন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভীষণ শত্রুতাই সাধন করেন। বাটীর গৃহলক্ষ্মীদিগেরও বহির্মুখীন না হইয়া অন্তর্মুখীন হইতে হইবে।

যখন কোন দূরবর্ত্তী অজ্ঞাত স্থান হইতে বিপক্ষের আত্মীয়

স্বজন, স্বজাতি, স্বসম্প্রদায় বা স্বশ্রেণীর বন্ধু বান্ধব অনিষ্ট সাধনে কৃত সঙ্কল্প হয়, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর অনিষ্ট-প্রাপ্ত ব্যক্তির সর্ব্বদা লক্ষ রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন ও যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ যিনি অনিষ্ট-প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহার নিকটবর্ত্তী স্থানস্থিত বিপক্ষগণের বা অনিষ্টকারী ব্যক্তিগণের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সুবিধাবাদীগণের মধ্যে যাঁহারা ধনী, মানী, বিদ্বান, কৃতী, তাঁহারা স্বশ্রেণীর মধ্যে অতি নিস্ব ব্যক্তির সহিতও যোগসূত্র স্থাপন করিয়া থাকেন। সহরবাসী সুবিধাবাদী সুদূর মফঃস্বল নিবাসী স্বশ্রেণীর অতি নিস্ব ব্যক্তির সহিত যোগসূত্র স্থাপনে সদা আগ্রহান্বিত। আর অন্যান্য সম্প্রদায়, শ্রেণী বা জাতির বহু ব্যক্তি সন্মানহানির ভয়ে স্বশ্রেণী,স্বসম্প্রদায় স্বজাতির নিস্বব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিতেও নারাজ এবং তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকেন—এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তাহা-দিগকে লোক চক্ষে হীন প্রতিপন্ন করিতেও অনেকে সর্ব্বদা চেষ্টিত। স্বজাতি, স্বশ্রেণী, স্বসম্প্রদায়ের অংশ বিশেষকে দাবাইয়া ছোট করিয়া দলাদলির সৃষ্টি করিয়া আত্মঘাতিপন্থা অবলম্বন করিতেও কুন্ঠিত নহেন। সুবিধাবাদীগণের স্বশ্রেণীর মধ্যে এরূপ ব্যবহার কখনই দৃষ্টিগোচর হয় কি? আমাদের উচিত যাহারা স্বশ্রেণী, স্বসম্প্রদায় বা স্বজাতির মধ্যে দ্বেষ হিংসার পক্ষপাতি তাহাদের সমুচিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা।

সুবিধাবাদীগণ যাহাতে সয়তানি সাধনার দ্বারা এবং চালাকি দ্বারা আমাদের সমাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, প্রভৃতি সমস্যাগুলি নিজেদের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারেন, তজ্জন্য প্রত্যেক জাতি, সম্প্রদায় এবং শ্রেণীর উচিত স্বাবলম্বী হওয়া—শব্দরূপ ব্রহ্মবিদ্যার বহুল প্রচলনই স্বাবলম্বী হইবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। প্রত্যেক শ্রেণী, সম্প্রদায় এবং জাতির উপযুক্ত, শিক্ষিত, উপায়ক্ষম, জ্ঞানী, চিন্তাশীল, মনিষী, সাহিত্যসেবী প্রভৃতি দিকপাল, এবং আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী প্রভৃতির (গত ২০ বৎসর যাবত) অকালমৃত্যুর তালিকা বাহির করিয়া জানিতে পারিবেন আমাদের সমাজ কত প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং হইতেছে। মাসিক পত্রিকাদি এরূপ তালিকা প্রণয়ণে প্রচুর সহায়তা করিবে।

প্রথম ভাগে অন্যান্য বহু বিষয় সন্নিবেশিত করিবার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্বেও এই পুস্তকের মুদ্রন কার্য্যে ব্যস্ত থাকা কালীন বিনা কারণে এই নিবেদকের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ায় এবং আর্থিক অসচ্ছলতাপ্রযুক্ত সকল বিষয় সন্নিবেশিত করা সময়সাপেক্ষ বলিয়া বিবেচনা করায় চিরকালের জন্য এই পুস্তক প্রকাশে বাধা জন্মিতে পারে ; তজ্জন্য পুস্তকের কলেবর অধিক বৃদ্ধি করিতে সাহস অবলম্বন করিতে পারিলাম না। পরিশেষে সকলের নিকট নিবেদন এই যে এই পুস্তকের অন্যান্য ভাগ না দেখিয়া কেবলমাত্র প্রথম ভাগ দৃষ্টে কেহ যেন এই নিবেদকের বিরুদ্ধে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত না করেন।

প্রথমভাগ সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র ঃ—

পৃষ্ঠাঙ্ক	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ পাঠ	শুদ্ধ পাঠ
১২	২	শিক্ষিত,	শিক্ষিত
১৫	২	অনিষ্টের দুরবস্থার	অনিষ্টের—দুরবস্থার
১৫	৬	মানব	মনিব
২০	১৯	মধ্যে	নিম্নে
২৫	২০	এ কান্ত	একান্ত
৩৪	১৪	ব্যাক্তর	ব্যক্তির
৩৮	৪	হয়	হয়।
৩৮	১৭	মহাকালং ওঁ	মহাকালং... ...ওঁ
৩৯	১	ক্ষুসংচুর্ণ	চক্ষুসংচূর্ণ
৩৯	১২	ছুচ	ছুঁচ বা সুঁই
৩৯	১৮	ক্লা	ক্লুঁা
৪০	৭	থিল	খিল
৪২	৪	না।)	না।
৪২	১২	রোয়া	রোঁয়া
৪৪	৯	অ কং	অমুকং
৪৪	১৮	পীহা	প্লীহা
৪৫	২	ক্লু	ক্লুঁ
৪৬	৬	প্রসাব	প্রস্রাব
৪৬	১৮	মম হহ অমুকং ওঁ	ম ম হ হ অমুকং···ওঁ
৪৭	৮	আলেকবেধ	আলোকবেধ
৮৩	৮	দিয়াছি	করিয়াছি
৮৫	১২	“বরং” শব্দটী লাইনের প্রথমে বসিবে	
১১১	৬	আয়ত্ত	আয়ত্তাধীন
১৩০	৯	বাহাদুরের	বাহাদুরকে
১৩৪	১৯	পারে	পারেন
১৩৬	১৯	তঁহাদের	তাঁহাদের